০১. এই দেশ এই মানুষ

❑ সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখ:

০১। আমরা বাংলাদেশে জন্মেছি–এটি আমাদের—
(ক) যোগ্যতা (খ) দুর্ভাগ্য (গ) সৌভাগ্য (ঘ) কষ্ট

০২। 'ইস্টার সানডে' উৎসবটি কোন ধর্মের অনুসারীরা পালন করে থাকে?
(ক) হিন্দু (খ) জৈন (গ) বৌদ্ধ (ঘ) খ্রিষ্টান

০৩। বাংলাদেশে বসবাসকারী নানা জাতির মানুষের মধ্যে মূল মিল কোনটি?
(ক) সবাই বাংলাদেশের অধিবাসী (খ) সবাই বাংলায় কথা বলে
(গ) সবাই একই উৎসব উদ্‌যাপন করে (ঘ) সবাই একই পোশাক পরিধান করে

০৪। বাংলাদেশে মূলত কয়টি ধর্মের লোকের বাস?
(ক) ৩টি (খ) ৪টি (গ) ৫টি (ঘ) ৬টি

০৫। দুর্গাপূজা কাদের ধর্মীয় উৎসব?
(ক) মুসলমানদের (খ) হিন্দুদের (গ) বৌদ্ধদের (ঘ) খ্রিষ্টানদের

০৬। জনজীবন বৈচিত্র্যময় হওয়ায় আমাদের কোনটি হয়েছে?
(ক) দুর্নাম (খ) সমস্যা (গ) গৌরব (ঘ) উপকার

০৭। নিজস্ব ভাষা আছে কাদের?
(ক) কুমোরদের (খ) হিন্দুদের (গ) সাঁওতালদের (ঘ) কৃষকদের

০৮। বাংলাদেশে নানা জাতির মানুষ কীভাবে বসবাস করে?
(ক) মিলেমিশে বন্ধুর মতো (খ) কাছাকাছি ভাইয়ের মতো
(গ) আলাদা আলাদা নিজের মতো (ঘ) দূরত্ব বজায় রেখে

০৯। নানা পেশার মানুষ কী দিয়ে এদেশকে গড়ে তুলছে?
(ক) ভাষা দিয়ে (খ) আনন্দ-উৎসব দিয়ে (গ) ধর্মীয় বিশ্বাস দিয়ে (ঘ) কাজ দিয়ে

১০। এদেশের প্রায় সকল লোক কোন ভাষায় কথা বলে?
(ক) চাকমা (খ) বাংলা (গ) হিন্দি (ঘ) ইংরেজি

১১। বাঙালি কারা?
(ক) যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে (খ) যারা বাংলাদেশে থাকে
(গ) যারা বাংলা ভাষা জানে না (ঘ) যারা বাংলাদেশে থাকে না

১২। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোকজন মূলত কোথায় বসবাস করে?
(ক) দেশের রাজধানীতে (খ) সমতল অঞ্চলের জেলাগুলোতে
(গ) পার্বত্য জেলাগুলোতে (ঘ) বিভিন্ন নদীর তীরে

১৩। সাঁওতালদের বসবাস কোন অঞ্চলে?
(ক) জামালপুর (খ) রাজশাহী (গ) চট্টগ্রাম (ঘ) সিলেট

১৪। কৃষক আমাদের জন্য কী করেন?
(ক) চিকিৎসা সেবা দেন (খ) খাদ্যের জোগান দেন (গ) হাঁড়ি-পাতিল বানান (ঘ) লেখাপড়া শেখান

১৫। 'সাংরাই' কাদের উৎসব?
(ক) চাকমাদের (খ) মুসলমানদের (গ) রাখাইনদের (ঘ) খ্রিষ্টানদের

১৬। 'বিজু' উৎসব কারা পালন করে?
(ক) রাখাইনরা (খ) চাকমারা (গ) তঞ্চঙ্গারা (ঘ) গারোরা

১৭। নববর্ষের দিন আমরা কোন উৎসব পালন করি?
(ক) ঈদ (খ) পয়লা বৈশাখ (গ) পূজা (ঘ) বড়দিন

১৮। 'প্রান্তর' শব্দের অর্থ কী?
(ক) জনবসতি (খ) লোকালয় (গ) মাঠ (ঘ) এলাকা

১৯। 'বৈচিত্র্য' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) প্রান্তর (খ) বেলাভূমি (গ) বিভিন্নতা (ঘ) সমুদ্র

২০। 'বাংলাদেশের জনজীবন বৈচিত্র্যময়' বলতে বোঝানো হয়েছে—
(ক) বাংলাদেশে প্রকৃতি নানা রূপ ধারণ করে (খ) বাংলাদেশে নানা ধরনের মানুষের বাস
(গ) বাংলাদেশে অনেক ধর্মের লোক বসবাস করে (ঘ) বাংলাদেশের সব মানুষ একই রকমের

২১। অনুচ্ছেদে দেশকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?
(ক) মায়ের সাথে (খ) বাবার সাথে (গ) বন্ধুর সাথে (ঘ) আত্মীয়ের সাথে

২২। নিজের দেশকে ঘুরে ঘুরে দেখলে কী হবে?

ক) দেশের উন্নতি হবে খ) দেশের প্রতি মমতা বাড়বে
গ) নতুন দেশ চেনা হবে ঘ) দেশের মানুষ অচেনা থাকবে

২৩। **বাংলাদেশের মানুষ একজন আরেকজনকে সাহায্য করছে কীভাবে?**
ক) অর্থ দিয়ে খ) কাজ দিয়ে গ) পেশা বদলে ঘ) উৎসব পালন করে

২৪। **'শ্রদ্ধা' শব্দের অর্থ কী?**
ক) ভক্তি খ) জীবিকা গ) আগ্রহ ঘ) উৎসব

২৫। **বাংলাদেশের মানুষ কীভাবে পেশাকে গড়ে তুলছে?**
ক) আলাদাভাবে ধর্মীয় উৎসব পালন করে খ) কৃষকের ওপর নির্ভর করে
গ) পরস্পর সহযোগিতা করে ঘ) অফিস আদালতে চাকরি করে

২৬। **আমাদের সবাইকে ভালোবাসতে হবে কেন?**
ক) দেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য খ) কেউ কারও আপন নই বলে
গ) পেশার বিচিত্রতার জন্য ঘ) কৃষকের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য

২৭। **'পেশা' শব্দের অর্থ কী?**
ক) জীবিকার উপায় খ) বন্ধুভাবাপন্ন গ) উৎসব ঘ) বৈচিত্র্যপূর্ণ

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ:**

০১। **'একই দেশ, একই মানুষ অথচ কত বৈচিত্র্য'- কথাটি বুঝিয়ে লেখ।**
উত্তর : বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও নানা জাতিগোষ্ঠীর লোকজন বসবাস করে। এদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা, জীবনযাপন পদ্ধতি ও আনন্দ-উৎসব। দেশের এই জাতিগত বৈচিত্র্যের কথাই বলা হয়েছে বাক্যটিতে।

০২। **আমাদের দেশে কোন কোন ধর্মের লোকজন বাস করে?**
উত্তর : আমাদের দেশে মূলত মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মের লোকজনের বাস।

০৩। **সব পেশার মানুষদের শ্রদ্ধা করতে হবে কেন?**
উত্তর : দেশের উন্নয়নে সব পেশার মানুষেরই অবদান আছে। একজন তার কাজ দিয়ে অন্যজনকে সাহায্য করছে। এভাবে আমরা পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে সব পেশার মানুষদের শ্রদ্ধা করতে হবে।

০৪। **দেশকে কীভাবে ভালোবাসতে হবে?**
উত্তর : দেশ আমাদের মায়ের মতোই। মাকে আমরা যেমন ভালোবাসি, দেশকেও ঠিক তেমনি ভালোবাসতে হবে।

০৫। **বাংলাদেশের গৌরব কিসে?**
উত্তর : বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাঙালি হলেও এদেশে রয়েছে আরও নানা ধরনের মানুষ। তাদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা, জীবন-যাপনের নিজস্ব পদ্ধতি এবং আলাদা আনন্দ-উৎসব। বাংলাদেশে যে এত বৈচিত্র্যে ভরা মানুষ বসবাস করে এটিই এদেশের গৌরব।

০৬। **বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়া আর কারা বাস করে?**
উত্তর : বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও বাস করে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোকজন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, মুরং, তঞ্চঙ্গা রাজবংশী ইত্যাদি।

০৭। **বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মের উৎসবগুলোর নাম কী?**
উত্তর : বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের নানা রকম উৎসব রয়েছে। নিচে বিভিন্ন ধর্মের উৎসবের নাম উল্লেখ করা হলো :
মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব : ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা।
হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব : দুর্গাপূজাসহ নানা উৎসব ও পার্বণ।
বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব : বৌদ্ধ পূর্ণিমা।
খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় উৎসব : ইস্টার সানডে, বড়দিন।

০৮। **বাংলাদেশের জনজীবনের বৈচিত্র্যসমূহ কী কী?**
উত্তর : বাংলাদেশের জনজীবন খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। নিচে তা তুলে ধরা হলো—
ধর্মীয় বৈচিত্র্য - এ দেশে বসবাস করে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ইত্যাদি ধর্মের মানুষ।
পেশাগত বৈচিত্র্য - এ দেশের একেক মানুষ একেক পেশায় নিয়োজিত। কেউ কৃষক, কেউ কুমোর, কেউ আবার কাজ করে অফিস-আদালতে।
জাতিসত্তার বৈচিত্র্য - বাঙালি ছাড়াও এ দেশে চাকমা, মারমা, মুরং, সাঁওতালসহ নানা ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোকজন বাস করে।
পোশাক-পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য - এদেশের মানুষের পোশাক-আশাকেও অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। কেউ পরে লুঙ্গি, কেউ শার্ট, কেউ শাড়ি, কেউ বা সালোয়ার কামিজ।

০৯। **"দেশ হলো জননীর মতো।" দেশকে জননীর সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন?**
উত্তর : জননী স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা দিয়ে আমাদের আগলে রাখেন। তেমনি দেশও তার আলো-বাতাস-সম্পদ দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এ কারণেই দেশকে জননীর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

১০। **জেলেরা কী কাজ করেন? তারা যদি কাজ না করেন তাহলে আমাদের কী হতে পারে?**
উত্তর : জেলেরা পুকুর, নদী, খাল-বিল ইত্যাদি থেকে মাছ ধরেন।

জেলেরা যদি তাঁদের কাজ না করেন তাহলে আমরা মাছ খেতে পাব না। এর ফলে আমাদের শরীরে আমিষের অভাব দেখা দেবে। তাই জেলেদের কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১১। "ধর্ম যার যার, উৎসব যেন সবার।"—এ কথার দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : আমাদের দেশে সব ধর্মের মানুষ যুগ যুগ ধরে মিলে-মিশে বসবাস করছে। প্রতিটি ধর্মের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় উৎসব। আমরা সবাই মিলে এ উৎসবগুলো উদ্‌যাপন করি। উৎসবে আনন্দ করার সময় আমরা কে কোন ধর্মের তা মনে রাখি না। এ কারণেই বলা হয়েছে "ধর্ম যার যার, উৎসব যেন সবার।"

১২। দেশকে কেন ভালোবাসতে হবে?

উত্তর : মা আমাদের স্নেহ ও মমতা দিয়ে আগলে রাখেন। ঠিক সেভাবেই দেশও তার আলো, বাতাস, সম্পদ ইত্যাদি দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই দেশ আমাদের মায়ের মতোই। মাকে আমরা যেমন ভালোবাসি দেশকেও তেমনিভাবে ভালোবাসতে হবে। দেশকে ভালোবাসার মাধ্যমেই আমাদের জীবন সার্থক হয়ে উঠবে।

১৩। দেশ আমাদের কীভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে?

উত্তর : দেশ আমাদের তার আলো, বাতাস ও সম্পদ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে।

১৪। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া উচিত কেন?

উত্তর : আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুরা আমাদের আপনজন। তাদের সাথে আমাদের মিলেমিশে থাকা উচিত। তাই দেশের নানা প্রান্তের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের বাড়িতে আমরা বেড়াতে যাব। এতে পরস্পরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা বাড়বে। দেশের মানুষকে ভালোবাসার অর্থ দেশকেই ভালোবাসা।

১৫। দেশকে কীভাবে দেখতে হবে?

উত্তর : দেশকে খুব কাছ থেকে দেখতে হবে। দেশের পাহাড়, নদী, সমুদ্র সব জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে। দেশের মানুষের সাথে আন্তরিকভাবে মিশলেও দেশকে দেখা হয়।

১৬। পয়লা বৈশাখ কিসের উৎসব?

উত্তর : পয়লা বৈশাখ হলো নববর্ষের উৎসব।

১৭। "তাদের পেশাও কত বিচিত্র?" কথাটি কেন বলা হয়েছে?

উত্তর : বাংলাদেশের মানুষ একেকজন একেক পেশায় নিয়োজিত। কেউ জেলে, কেউ কুমোর, কেউ কৃষক, কেউ আবার কাজ করে অফিস আদালতে। জীবিকা অর্জনের উপায়ের এমন ভিন্নতার কারণে কথাটি বলা হয়েছে।

১৮। সবাইকে ভালোবাসতে হবে কেন?

উত্তর : আমরা সবাই একে অন্যের বন্ধু, অতি আপনজন। প্রত্যেকেই একে অন্যের ওপর নির্ভর করি। তাই সুন্দরভাবে দেশকে গড়ে তোলার জন্য সবাইকে ভালোবাসতে হবে।

❑ **প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:**

শব্দ		অর্থ
সৌভাগ্য	–	ভালো ভাগ্য।
প্রকৃতি	–	পরিবেশ, বাইরের জগৎ।
বৈচিত্র্য	–	বিভিন্নতা।
বেলাভূমি	–	সমুদ্রের তীরে বালুময় স্থান।
প্রান্তর	–	মাঠ, জনবসতি নেই এমন বিস্তীর্ণ স্থান।
স্বজন	–	নিজের লোক, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব।
সার্থক	–	সফল।
সাংরাই	–	রাখাইনদের নববর্ষ উৎসব।
বিজু	–	চাকমাদের নববর্ষ উৎসব।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : বাংলাদেশে মানুষের মাঝে রয়েছে ধর্মীয় ও পেশাগত নানা বৈচিত্র্য। এসব বৈচিত্র্য থাকা স্বত্ত্বেও সকলেই পরস্পরের বন্ধু। তারা কাজ দিয়ে একে অন্যকে সাহায্য করে। যে কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে সকলে মিলে মিশে আনন্দ করে। এভাবেই পরস্পরকে ভালোবেসে দেশকে গড়ে তুলতে হবে।

০২. সংকল্প

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখ:**

০১। বীরেরা কী সাদরে গ্রহণ করেছে?

ক কোনোভাবে বেঁচে থাকাকে খ আয়েশি জীবনকে গ বদ্ধ ঘরে থাকাকে ঘ মরণ-যন্ত্রণাকে

০২। এক দেশ থেকে আরেক দেশকে এককথায় কী বলা যায়?
ক যুগান্তর খ দেশান্তর গ যুগ যুগ ঘ দেশভ্রমণ

০৩। মৃত্যুর মতো কঠিন যন্ত্রণাকেও হাসি মুখে কারা সহ্য করতে পারে?
ক যারা ভীতু খ যেকোনো মানুষ গ যারা বীর ঘ যারা কিশোর

০৪। বিশ্বজগৎকে জানার কেমন কৌতূহল কিশোরের?
ক সামান্য খ অদম্য গ সীমিত ঘ নেই বললেই চলে

০৫। সংকল্প কবিতার মূলভাব কী?
ক কিশোরের পড়াশোনার আগ্রহ খ কিশোরের হিমালয় জয়ের স্বপ্ন
গ কিশোরের বিশ্বকে জানার আগ্রহ ঘ কিশোরের স্বর্গপানে যাওয়ার স্বপ্ন

০৬। কিশোর কিসের সংকল্প করে?
ক বদ্ধ ঘরে থাকার খ ভালো হয়ে চলার গ মন দিয়ে পড়ার ঘ পৃথিবীকে জানার

০৭। কিশোর কোথায় থাকতে চায় না?
ক পাতাল তলে খ চাঁদের দেশে গ জগৎ মাঝে ঘ বদ্ধ ঘরে

০৮। 'বদ্ধ' শব্দের অর্থ হলো—
ক রাগ খ বন্ধ গ দুশ্চিন্তা ঘ বায়ুর কুন্ডলী

০৯। কিশোর বিশ্বজগৎ কীভাবে দেখবে?
ক ঘুরে ঘুরে কাছ থেকে খ দূর থেকে অল্প করে
গ বদ্ধ ঘরে বসে থেকে ঘ হাউই চড়ে উড়াল দিয়ে

১০। 'জগৎ' শব্দের অর্থ কী
ক বায়ু খ মঙ্গল গ পৃথিবী ঘ আকাশ

১১। কবিতাংশে প্রকাশিত হয়েছে—
ক মহাকাশের রহস্যের কথা খ সাগরতলের প্রাণীদের কথা
গ কিশোর মনের কৌতূহলের কথা ঘ ঘরের কোণে থাকার কথা

❑ নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ:

০১। কবি বদ্ধ ঘরে থাকতে চান না কেন?
উত্তর : বিশ্বের সব অজানা রহস্যকে জানার অদম্য কৌতূহল রয়েছে কবির। তাঁর ইচ্ছা গোটা জগৎটা ঘুরে দেখবেন। তাই কবি বদ্ধ ঘরে থাকতে চান না।

০২। যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে মানুষ ঘুরছে বলতে কী বোঝ লেখ।
উত্তর : যুগান্তর অর্থ হলো এক যুগের পর আরেক যুগ। যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে মানুষ ঘুরছে বলতে বোঝায় মানুষ যুগের পর যুগ পার হয়ে নতুন দিনের পানে এগিয়ে চলছে।

০৩। চন্দ্রলোকের অচিনপুরে কারা যেতে চায়?
উত্তর : দুঃসাহসীরা চন্দ্রলোকের অচিনপুরে যেতে চায়।

০৪। কিসের আশায় বীর মরণকে বরণ করছে?
উত্তর : বীরেরা পৃথিবীর সব রহস্যকে জানতে চায়। মানুষের জীবনকে সুখী ও সুন্দর করতে চায়। সেই আশাতেই তারা নিজেদের জীবনকে অনায়াসে বিপন্ন করছে।

০৫। কবি হাতের মুঠোয় পুরে কী এবং কেন দেখতে চান?
উত্তর : কবি হাতের মুঠোয় পুরে বিশ্বজগৎ দেখতে চান।
এই বিশ্বজগৎ অসীম রহস্যে ঘেরা। সমস্ত রহস্যকে জানার জন্য কবির কৌতূহলের শেষ নেই। এ কারণেই তিনি বিশ্বজগৎকে হাতের মুঠোয় পুরে দেখতে চান।

০৬। হাউই চড়ে দুঃসাহসীরা কোথায় যেতে চায়?
উত্তর : হাউই চড়ে দুঃসাহসীরা চন্দ্রলোকের অচিন দেশে যেতে চায়।

০৭। কবি কোন ইঙ্গিত শুনতে চান?
উত্তর : কবি মঙ্গল থেকে কোনো অজানা ইঙ্গিত ভেসে আসে কি না তা শুনতে চান।

০৮। কিশোর কী জানতে চায়?
উত্তর : কিশোর অসীম মহাবিশ্ব সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। সে জানতে চায় কেন মানুষ অসীমে আর অতলে ছুটে চলেছে, বীরেরা কেন হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করছে। ডুবুরিরা কেন ডুবছে, দুঃসাহসীরা কেন উড়ছে। বিশ্বজগতের সব কিছুর রহস্য জানতে চায় কিশোর।

০৯। কবি বিশ্বজগৎ হাতের মুঠোয় পুরতে চান কেন?
উত্তর : কবির বাসনা বিশ্বজগৎকে খুব কাছ থেকে ভালোভাবে দেখার ও বোঝার। এ কারণেই তিনি বিশ্বজগৎকে হাতের মুঠোয় পুরতে চান।

১০। মানুষ কিসের ঘূর্ণিপাকে ঘুরছে?
উত্তর : মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে ঘুরছে।

১১। **কবি আকাশ ফুঁড়ে উঠতে চান কেন?**

উত্তর : কবি অসীম মহাকাশের সকল রহস্য অনুসন্ধান করতে চান। তাই তাঁর মনে আকাশ ফুঁড়ে ওঠার বাসনা জাগে।

❑ **প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:**

শব্দ		অর্থ
সংকল্প	–	তীব্র ইচ্ছা, প্রতিজ্ঞা।
বদ্ধ	–	বন্ধ।
যুগান্তর	–	এক যুগের পর আরেক যুগ, অন্য যুগ। দেশি গণনা মতে ১২ বছরে এক যুগ হয়।
দেশান্তর	–	এক দেশ থেকে আরেক দেশ। অন্য দেশ।
কিসের নেশায়	–	কী উদ্দেশ্যে, কী আকর্ষণে।
বরণ	–	কোনো কিছু সাদরে গ্রহণ।
মরণ-যন্ত্রণা	–	মৃত্যুর মতো কঠিন যন্ত্রণা।
ডুবুরি	–	যারা গভীর পানিতে ডুব দিয়ে কোনো জিনিস উদ্ধার করে আনে।
দুঃসাহসী	–	অত্যধিক সাহসী।
চন্দ্রলোক	–	চাঁদের দেশ।
অচিনপুর	–	অচেনা জায়গা।
ফেড়ে	–	চিরে, দুই ফাঁক করে।

❑ **কবিতাংশটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : অসীম মহাবিশ্ব সম্পর্কে জানার অদম্য কৌতূহল কিশোরের। যুগে যুগে কীভাবে মানুষের পরিবর্তন ঘটছে সেই রহস্য জানতে অত্যন্ত আগ্রহী সে। সব রহস্য জানা ও বোঝার জন্য কিশোর পৃথিবীকে ঘুরে ঘুরে দেখবে। তাই সে বদ্ধ ঘরে বন্দি থাকতে চায় না।

০৩. সুন্দরবনের প্রাণী

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখ:**

০১। **ক্যাঙ্গারু বললেই মনে পড়ে যে দেশের কথা—**
ⓚ ভারত ⓚ বাংলাদেশ ⓖ অস্ট্রেলিয়া ⓖ আফ্রিকা

০২। **আফ্রিকার কথা উঠলে কোন প্রাণীর কথা মনে হয়?**
ⓚ সিংহ ⓚ হাতি ⓖ বাঘ ⓖ উট

০৩। **বাংলাদেশের কোন জঙ্গলে হাতি দেখতে পাওয়া যায়?**
ⓚ সিলেট ও খুলনার ⓚ ভাওয়াল ও মধুপুরের
ⓖ রাঙামাটি ও বান্দরবানের ⓖ উপরের সবখানে

০৪। **কোন পাখি ক্ষতিকর আবর্জনা খেয়ে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে?**
ⓚ ঈগল ⓚ শকুন ⓖ চিল ⓖ কাক

০৫। **কোনটার বড় বড় শিং, কোনটার গায়ে ফোটা ফোটা সাদা দাগ, প্রাণীটির নাম কী?**
ⓚ চিতা বাঘ ⓚ চিত্রা হরিণ ⓖ ভাল্লুক ⓖ গন্ডার

০৬। **সুন্দরবনে চিতাবাঘ—**
ⓚ কখনোই ছিল না ⓚ এখন আর নেই ⓖ প্রচুর পরিমাণে আছে ⓖ অল্প কিছু আছে

০৭। **শকুন কোন ধরনের খাবারগুলোকে নিজের খাবার হিসেবে গ্রহণ করে?**
ⓚ মানুষের পছন্দের খাবারগুলোকে ⓚ মানুষের অপছন্দের খাবারগুলোকে
ⓖ মানুষের অনুপযোগী খাবারগুলোকে ⓖ মানুষের অপরিচিত খাবারগুলোকে

০৮। **শকুনের কোন বিষয়টি অত্যন্ত চিন্তিত হওয়ার মতো?**
ⓚ খাদ্যাভ্যাস ⓚ আচার-আচরণ ⓖ অপকারিতা ⓖ বিলুপ্তি

০৯। **রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার কেমন প্রাণী?**
ⓚ হিংস্র ⓚ গোবেচারা ⓖ নিরীহ ⓖ অসুন্দর

১০। **সুন্দরবন বাংলাদেশের কোন দিকে অবস্থিত?**
ⓚ পূর্ব দিকে ⓚ পশ্চিম দিকে ⓖ উত্তর দিকে ⓖ দক্ষিণ দিকে

১১। **সুন্দরবনের পাড়ে কী অবস্থিত?**
ⓚ জলপ্রপাত ⓚ সমুদ্র ⓖ পাহাড় ⓖ মরুভূমি

১২। **'কেওড়া' কী?**

ক) সুন্দরবনের প্রাণী খ) সুন্দরবনের নদী গ) সুন্দরবনের বৃক্ষ ঘ) সুন্দরবনের গ্রাম

১৩। **রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের চালচলন কেমন?**
ক) রাজার মতো খ) মানুষের মতো গ) পাখির মতো ঘ) শিক্ষকের মতো

১৪। **রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে হবে কেন?**
ক) এটি ভয়ংকর বলে খ) এটি অমূল্য সম্পদ বলে
গ) এটি জীবজন্তু শিকার করে বলে ঘ) এটি উপকারী প্রাণী বলে

১৫। **সুন্দরবনের অনেক প্রাণী কেন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে?**
ক) বাঘের আক্রমণে খ) প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কারণে
গ) খাদ্যের অভাবে ঘ) নতুন প্রাণীর আগমনে

১৬। **বাংলাদেশের নামের সাথে জড়িয়ে আছে কোন প্রাণীর নাম?**
ক) শকুন খ) রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার গ) হরিণ ঘ) গন্ডার

১৭। **'স্যাঁতসেঁতে' শব্দের অর্থ কী?**
ক) ভেজাভেজা খ) অস্বাস্থ্যকর গ) সুস্বাদু ঘ) অপ্রয়োজনীয়

১৬। **'রাজকীয়' শব্দের অর্থ কী?**
ক) রাজা সম্বন্ধীয় খ) প্রাণীর রাজা গ) রাজার পছন্দ নয় এমন ঘ) রাজারা পোষেন এমন

১৯। **'ক্ষ' বর্ণটি কোন কোন যুক্তবর্ণ নিয়ে গঠিত?**
ক) খ + য় খ) ম + ষ গ) হ + ম ঘ) ক + ষ

২০। **অনুচ্ছেদটিতে মূলত কিসের কথা বলা হয়েছে?**
ক) রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের হিংস্রতার কথা খ) শকুনের উপকারী ভূমিকার কথা
গ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কথা ঘ) পশুপাখি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা

২১। **'প্রচুর' শব্দের অর্থ কী?**
ক) অনেক খ) প্রয়োজনের চেয়ে বেশি গ) খুব কম ঘ) শূন্য

২২। **সুন্দরবনে কোন প্রাণীটি এখনও রয়েছে?**
ক) গন্ডার খ) হাতি গ) হরিণ ঘ) বুনো শুয়োর

২৩। **'বিলুপ্ত' শব্দের অর্থ কী?**
ক) হারিয়ে যাওয়া খ) অন্যত্র চলে যাওয়া
গ) বাঘে খেয়ে ফেলা ঘ) বনের গভীরে চলে যাওয়া

২৪। **মানুষের জন্য ক্ষতিকর আবর্জনা শকুন খাওয়ার ফলে—**
ক) তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে খ) পরিবেশ পরিচ্ছন্ন থাকে
গ) তাদের অসুখ হয় ঘ) মানুষের ক্ষতি হয়

২৫। **অনুচ্ছেদটিতে মূলত কিসের কথা বলা হয়েছে?**
ক) বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীর কথা খ) প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা
গ) জলবায়ু পরিবর্তনের কথা ঘ) ক্ষতিকর প্রাণীর কথা

❑ নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ:

০১। **ক্যাঙ্গারু ও সিংহ বললেই কোন কোন দেশের কথা মনে হয়?**

উত্তর : ক্যাঙ্গারু বললেই মনে হয় অস্ট্রেলিয়ার কথা। আর সিংহ বললেই মনে হয় আফ্রিকা মহাদেশের কোনো একটি দেশের কথা।

০২। **বিভিন্ন ধরনের বাঘ সম্পর্কে তুমি যা জান লেখ।**

উত্তর : বিভিন্ন ধরনের বাঘ সম্পর্কে আমি যা যা জানি তা নিচে উল্লেখ করা হলো–

(১) রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার : এই বাঘের চেহারা ও স্বভাব রাজার মতো। তাই এর নাম রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। সুন্দরবনে এদের বাস। শিকার করে জীবজন্তু, সুযোগ পেলে মানুষও।

(২) চিতাবাঘ : অন্য বাঘের সাথে এর পার্থক্য হলো এটি গাছে উঠতে পারে। অন্যান্য বাঘের চেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে।

(৩) ওলবাঘ : একসময় সুন্দরবনে এ বাঘ দেখা যেত। এখন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

(৪) মেছোবাঘ : দেখতে অনেকটা চিতাবাঘের মতো। এরা মাছ শিকার করে খায়। তবে নাম মেছো বাঘ হলেও মাছ এদের মূল খাদ্য নয়। এরাও এখন বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী।

০৩। **দেশের জন্য পশুপাখি, জীবজন্তু কী উপকার করে তা নিজের ভাষায় লেখ।**

উত্তর : পশুপাখি ও জীবজন্তু দেশের অমূল্য সম্পদ। এরা নানাভাবে দেশের উপকার করে। যেমন–

- পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে এদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- এদের থেকে ডিম, দুধ, মাংস ইত্যাদি পাওয়া যায়। এগুলো আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে। অর্থনীতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

০৪। **শকুন কীভাবে মানুষের উপকার করে?**

উত্তর : মানুষের পক্ষে যা অনুপযোগী ও ক্ষতিকর সেগুলোকে শকুন নিজের খাবার হিসেবে গ্রহণ করে। এর ফলে আমরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দ্বারা আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাই। এভাবে শকুন মানুষের উপকার করে।

০৫। পশুপাখি জীবজন্তু না থাকলে প্রকৃতির কী বিপর্যয় ঘটবে বলে তোমার মনে হয়?

উত্তর : পশুপাখি জীবজন্তু পরিবেশের প্রাণ। এরা না থাকলে প্রকৃতিতে নানা বিপর্যয় ঘটবে। বন্যা, খরা, ঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেবে। এতে মানুষের জীবনও মারাত্মক হুমকিতে পড়বে।

০৬। সুন্দরবন কিসের কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে?

উত্তর : সুন্দরবন সমুদ্রের কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে।

০৭। সুন্দরবনে রয়েছে এমন চারটি প্রাণী ও চারটি উদ্ভিদের নাম লেখ।

উত্তর : সুন্দরবনে রয়েছে এমন চারটি প্রাণী ও চারটি উদ্ভিদের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো :

প্রাণী : বাঘ, হরিণ, কুমির, বানর।

উদ্ভিদ : কেওড়া, সুন্দরী, গেওয়া, গোলপাতা।

০৮। সুন্দরবনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার কোথায় ঘুরে বেড়ায়?

উত্তর : সুন্দরবনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ভেজা স্যাঁতসেঁতে গোলপাতার বনে ঘুরে বেড়ায়।

০৯। সুন্দরবনের কোন কোন প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে?

উত্তর : সুন্দরবনে একসময় ওলবাঘ, চিতাবাঘ,, গণ্ডার, হাতি, বুনো শুয়োর ইত্যাদি প্রাণী ছিল। কিন্তু এখন এগুলো আর দেখা যায় না।

১০। সুন্দরবনের প্রাণীগুলোকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে হবে কেন?

উত্তর : সুন্দরবনের প্রাণীগুলো আমাদের অমূল্য সম্পদ। এরা সমগ্র পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখছে। এরা বিলুপ্ত হয়ে গেলে পরিবেশে নানা বিপর্যয় দেখা দেবে। তাই এ প্রাণীগুলোকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

১১। বাংলাদেশে হাতি কোন অঞ্চলে দেখা যায়?

উত্তর : বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ছাড়াও জামালপুর ও শেরপুর অঞ্চলের গারো পাহাড়ে হাতি দেখা যায়।

১২। শকুন কোথায় বাসা করে?

উত্তর : শকুন গাছের ডালে বাসা করে।

১৩। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে ভয়ঙ্কর বলা হয়েছে কেন?

উত্তর : রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বিভিন্ন জীবজন্তু শিকার করে খায়। এমনকি সুযোগ পেলে মানুষকেও আক্রমণ করে। এই কারণেই এ বাঘকে ভয়ঙ্কর বলা হয়েছে।

১৪। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচানো দরকার কেন?

উত্তর : রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সুন্দরবনের অমূল্য সম্পদ। এটি না থাকলে সুন্দরবনের পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে। তাই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা খুবই জরুরি।

১৫। যেসব হরিণের বড় বড় শিং এবং গায়ে ফোটা ফোটা সাদা দাগ সেগুলো কী হরিণ?

উত্তর : যেসব হরিণের বড় বড় শিং এবং গায়ে ফোটা ফোটা সাদা দাগ সেগুলো চিত্রা হরিণ।

১৬। শকুন কীভাবে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে?

উত্তর : শকুন আবর্জনা খায়। মানুষের জন্য যেসব ক্ষতিকর আবর্জনা রয়েছে তা শকুন খেয়ে ফেলে। এভাবে শকুন পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে।

১৭। প্রকৃতির দানকে ধ্বংস করতে নেই কেন?

উত্তর : প্রাণী বৃক্ষলতা সবকিছুই প্রকৃতির দান। এগুলোকে ধ্বংস করলে প্রকৃতিতে নেমে আসে নানা বিপর্যয়। সৃষ্টি হয় বন্যা, খরা, ঝড় ইত্যাদি। তাই প্রকৃতির দানকে ধ্বংস করতে নেই।

❑ **প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:**

শব্দ		অর্থ
অপার	–	অগাধ, অসীম।
সম্ভার	–	বিভিন্ন উপাদান, বিভিন্ন জিনিস।
রয়্যাল	–	রাজকীয়।
ভয়ঙ্কর	–	ভীষণ, ভীতিজনক।
অমূল্য	–	যার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না।
বিলুপ্ত	–	যা লোপ পেয়েছে।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বা রাজকীয় বাঘের বাস সুন্দরবনে। এর চালচলন রাজার মতো, স্বভাবে এটি হিংস্র। সুন্দরবনের অমূল্য এ সম্পদটি এখন হারিয়ে যাওয়ার পথে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য একে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে হবে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সব ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদের ভূমিকাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

০৪. হাতি আর শেয়ালের গল্প

❑ সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখ:

০১। বনের সব প্রাণী কার কাছে এসে জড়ো হলো?
ⓚ বাঘ ⓚ শেয়াল ⓖ হাতি ⓖ সিংহ

০২। কার জন্য বনে আবার শান্তি ফিরে আসল?
ⓚ সিংহ ⓚ শেয়াল ⓖ ভালুক ⓖ বাঘ

০৩। হাতির অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য কেন শেয়ালকে দায়িত্ব দেয়া হলো?
ⓚ শেয়াল সাঁতার জানে বলে ⓚ শেয়াল খুব সাহসী বলে
ⓖ শেয়াল বুদ্ধিমান বলে ⓖ শেয়াল হাতির বন্ধু বলে

০৪। হাতির করুণ পরিণতির জন্য দায়ী কোনটি?
ⓚ হাতির অহংকার ⓚ হাতির লম্বা শুঁড় ⓖ হাতির ভারী শরীর ⓖ হাতির বোকামি

০৫। হাতিকে বাঁচানোর জন্য কেউ এগিয়ে এলো না কেন?
ⓚ হাতির অত্যাচারের জন্য ⓚ হাতি খুব বড় বলে
ⓖ হাতির ভয়ে ⓖ হাতি সাঁতার জানে বলে

০৬। কী নিয়ে হাতিটার খুব অহংকার ছিল?
ⓚ লম্বা শুঁড় নিয়ে ⓚ বিশাল শরীর ও শক্তি নিয়ে
ⓖ লম্বা কান নিয়ে ⓖ গায়ের রং নিয়ে

০৭। সবাই হাতিটাকে কী করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল?
ⓚ ভয় দেখানোর জন্য ⓚ কুর্ণিশ করার জন্য
ⓖ আটক করার জন্য ⓖ স্বাগত জানানোর জন্য

০৮। সমস্ত বন থরথর করে কেঁপে উঠল কেন?
ⓚ ভূমিকম্পের কারণে ⓚ ঝোড়ো বাতাসে ⓖ হাতির হুঙ্কারে ⓖ সিংহের হুঙ্কারে

০৯। ইঁদুর ও গুবরে পোকার দল কোথায় লুকিয়ে ছিল?
ⓚ গাছের ডালে ⓚ মাটির তলায় ⓖ ঝোপের আড়ালে ⓖ পানির নিচে

১০। বনের পশুপাখিদের শান্তির দিন শেষ হলো কেন?
ⓚ মানুষের আগমনে ⓚ মানুষ সভ্য হতে থাকায়
ⓖ অত্যাচারী হাতির আগমনে ⓖ সিংহের অত্যাচারের কারণে

১১। হাতিটা ছিল ভীষণ—
ⓚ শান্ত ⓚ বদমেজাজি ⓖ দুর্বল ⓖ ভালো

১২। বনের পশুপাখিরা কখন সিংহের গুহায় এলো?
ⓚ ভোরে ⓚ দুপুরে ⓖ সন্ধ্যায় ⓖ রাতে

১৩। সব পশু নদীর তীরে এসেছিল কেন?
ⓚ হাতিকে রাজা বানাতে ⓚ হাতিকে বরণ করতে
ⓖ হাতির শাস্তি দেখতে ⓖ হাতির শক্তি দেখতে

১৪। 'নিরীহ; শব্দের অর্থ কী?
ⓚ ভালো ⓚ দুর্বল ⓖ ভীতু ⓖ শান্ত

১৫। হাতির পাগুলোকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?
ⓚ মোটা খাম্বার সাথে ⓚ বড় পাথরের সাথে ⓖ মোটা গাছের সাথে ⓖ বড় পাহাড়ের সাথে

১৬। বনের সবাই তটস্থ হয়ে রইল কেন?
ⓚ সিংহ ভীষণ বদমেজাজি ছিল বলে ⓚ বাঘ মামার ভীষণ হুঙ্কার শুনে
ⓖ হাতিটা অত্যাচারী ছিল বলে ⓖ হাতির সাথে সিংহের যুদ্ধ লাগার ভয়ে

১৭। 'অমিত' শব্দের অর্থ?
ⓚ প্রচুর ⓚ ভারী ⓖ অত্যন্ত ⓖ বড়

১৮। কেউ যদি অন্য কারও ওপর বিনা দোষে অত্যাচার চালায় তাহলে সেই ব্যক্তিকে তুলনা করা যায় অনুচ্ছেদের—
ⓚ বাঘের সাথে ⓚ পিঁপড়ের সাথে ⓖ সিংহের সাথে ⓖ হাতির সাথে

১৯। 'পুঁচকে' শব্দের অর্থ কী
ⓚ শেয়াল ⓚ অত্যন্ত ছোট ⓖ শক্তিধর ⓖ সিংহ

২০। বনের কারো মনে শান্তি নেই কেন?
ⓚ হাতির অত্যাচারে ⓚ সিংহের নির্যাতনে ⓖ বাঘের হুঙ্কারে ⓖ বানরের উৎপাতে

২১। বনের সব প্রাণী সিংহের গুহায় জড়ো হলো কেন?

ক) হাতির তাড়া খেয়ে
খ) সিংহের আমন্ত্রণে
গ) হাতির অত্যাচার থেকে মুক্তির উপায় বের করতে
ঘ) সিংহকে উচিত শিক্ষা দিতে

২২। **'আস্তানা' শব্দের অর্থ কী?**
ক) লড়াই
খ) শায়েস্তা করা
গ) রাজা
ঘ) বসবাসের জায়গা

২৩। **অনুচ্ছেদটি পড়ে আমরা বুঝতে পারি—**
ক) অহংকারীকে কেউ ভালোবাসে না
খ) সকলেই শক্তের ভক্ত
গ) বুদ্ধির চেয়ে শক্তি বড়
ঘ) হাতি বনের রাজা

❑ **প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

০১। **অমিত শক্তিধর কাকে বলা হয়েছে?**
উত্তর : অমিত শক্তিধর বলা হয়েছে অহংকারী হাতিটাকে।

০২। **বনের পশুদের ওপর অশান্তি নেমে আসার কারণ কী?**
উত্তর : বনের পশুরা খুব সুখে-শান্তিতে দিন কাটাচ্ছিল। এমন সময় মস্ত এক হাতি তাড়া খেয়ে বনে এসে ঢোকে। অহংকারী সেই হাতিটার অত্যাচারে বনের পশুদের সবসময় শঙ্কিত থাকতে হয়। তাই তাদের মন থেকে শান্তি হারিয়ে যায়।

০৩। **গল্পে মুক্ত স্বাধীন বলতে কী বোঝানো হয়েছে?**
উত্তর : গল্পে মুক্ত স্বাধীন বলতে বোঝানো হয়েছে অত্যাচারী হাতিটার কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার অনুভূতিকে। হাতিটার অত্যাচারে বনের পশুদের ওপর অশান্তি নেমে এসেছিল। শেয়ালের বুদ্ধিতে হাতিটা চরম সাজা পায়। পশুরাও হাতির অত্যাচার থেকে মুক্তি পায়।

০৪। **শেয়াল হাতিকে শাস্তি না দিলে বনের পশুপাখিদের কী হতো ব্যাখ্যা কর।**
উত্তর : শেয়াল হাতিটাকে শাস্তি না দিলে বনের পশুপাখিদের মহাবিপদে পড়তে হতো। দিন দিন হাতিটার অহংকার বেড়েই চলত। একে একে সব পশুই তার অত্যাচারের শিকার হতো। অনেকেই জঙ্গল ছেড়ে পালাতে বাধ্য হতো।

০৫। **হাতির এই শাস্তির জন্য তার চরিত্রের কোন বিষয়গুলো দায়ী বলে তুমি মনে কর?**
উত্তর : হাতির এই শাস্তির জন্য দায়ী তার অহংকার ও নিষ্ঠুরতা।

০৬। **মানুষ যখন সভ্য হচ্ছে তখন মিলেমিশে থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল কেন?**
উত্তর : মিলেমিশে থাকলে মানুষের মাঝে একতা সৃষ্টি হয়। এতে মানুষের শক্তি বেড়ে যায়। মানুষ একা সব কাজ করতে পারে না। কিন্তু মিলেমিশে করলে অনেক কঠিন কাজও খুব সহজে করা যায়। মানুষ যখন সভ্য হচ্ছিল তখন তারা এ বিষয়টি বুঝতে পারে। তাই তারা মিলেমিশে থাকার নিয়ম শিখতে শুরু করে।

০৭। **সবাই মিলে শেয়ালকে দায়িত্ব দিল কেন?**
উত্তর : পশুদের মধ্যে শেয়াল সবচেয়ে বুদ্ধিমান। তাই সবাই মিলে শেয়ালকে দায়িত্ব দিল।

০৮। **শেয়াল কীভাবে বনের পশুপাখিকে রক্ষা করলো?**
উত্তর : শেয়াল নানা রকম মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে হাতিটাকে নদীর কিনারে নিয়ে এলো। শেয়ালের কথায় হাতিটা না বুঝেই নদী পার হওয়ার জন্য পানিতে নেমে গেল। কিন্তু সাথে সাথেই তার মস্ত, ভারী শরীরটা পানিতে একটু একটু করে তলিয়ে যেতে লাগল। এভাবেই শেয়াল বুদ্ধি খাটিয়ে বনের পশুপাখিকে হাতির অত্যাচার থেকে রক্ষা করলো।

০৯। **অহংকারী ও অত্যাচারীর পরিণাম শেষ পর্যন্ত কী হয়?**
উত্তর : অহংকারী ও অত্যাচারীকে শেষ পর্যন্ত করুণ পরিণতি বরণ করতে হয়। সে যাদের ওপর অত্যাচার চালায় তারা একসময় ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অহংকারী আর অত্যাচারীরা এভাবে নিজেদের পতন ডেকে আনে।

১০। **হাতির ভাব দেখে কী মনে হলো?**
উত্তর : হাতির ভাব দেখে মনে হলো সে-ই বুঝি বনের রাজা।

১১। **হাতিটার অত্যাচারে বনের প্রাণীদের কী অবস্থা হলো?**
উত্তর : হাতিটার অত্যাচারে বনের প্রাণীদের মনের শান্তি উধাও হলো। চোখের ঘুম হারিয়ে গেল। সব সময় হাতিটার অত্যাচারের ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকত সবাই।

১২। **বনের প্রাণীরা কোথায়, কেন জড়ো হলো?**
উত্তর : বনে প্রাণীরা হাতিটার অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শলা-পরামর্শ করতে সিংহের গুহায় জড়ো হলো।

১৩। **হাতিটার শেষ পর্যন্ত কী পরিণতি হলো?**
উত্তর : হাতিটা শেষ পর্যন্ত করুণ পরিণতি বরণ করল। নদীতে ডুবে যেতে দেখেও কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে এলো না।

১৪। **হাতিটাকে কেউ বাঁচাতে এলো না কেন?**
উত্তর : হাতিটা ছিল খুব অহংকারী আর অত্যাচারী স্বভাবের। বনে আসার পর থেকেই হাতিটা প্রাণীদের ওপর নানাভাবে নির্যাতন চালাতে লাগল। প্রাণীরা সব সময় তার ভয়ে শঙ্কিত হয়ে থাকত। বনের প্রাণীরাই শেয়ালের মাধ্যমে হাতিটাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। এ কারণেই তার বিপদে কেউ তাকে বাঁচাতে এলো না।

১৫। **বাঘ আর সিংহ হাতিটার কাছে আসতে চায় না কেন?**
উত্তর : হাতিটা ছিল বাঘ আর সিংহের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী। আর সে ছিল খুব নিষ্ঠুর স্বভাবের। বনের পশুদের ওপর হাতিটা নির্মম অত্যাচার চালাত। এ কারণেই বাঘ আর সিংহ হাতিটার ধারে-কাছে যেতে সাহস পেত না।

১৬। বনের সবাই সিংহের গুহায় জড়ো হলো কেন?

উত্তর : অহংকারী হাতিটার অত্যাচারে বনের পশুদের মনে শান্তি নেই। তারা এর একটা সমাধান চায়। সে ব্যাপারে শলা-পরামর্শ করতেই সবাই সিংহের গুহায় জড়ো হলো।

১৭। অনেক দিন আগে মানুষ কী শিখছিল?

উত্তর : অনেক দিন আগে মানুষ অল্প অল্প করে সভ্য হচ্ছিল। কীভাবে সবার সাথে মিলেমিশে থাকা যায় সেসব নিয়মকানুন শিখছিল তারা।

১৮। হাতিটা দেখতে কেমন ছিল?

উত্তর : হাতিটা দেখতে ছিল বিশাল আকৃতির। তার পা-গুলো ছিল বটপাকুড় গাছের মতো মোটা। শুঁড়টা এত লম্বা ছিল, মনে হতো আকাশের গায়ে গিয়ে বুঝি ঠেকবে। তার গায়ে ছিল অসীম শক্তি।

১৯। হাতিটা বনে ঢুকে কী ধরনের আচরণ করেছিল?

উত্তর : হাতিটা বনে ঢুকে শুরু করল তুলকালাম কা-। তার প্রচ- হুঙ্কারে সমস্ত বন থরথর করে কেঁপে উঠল। হাতিটার ভাব দেখে মনে হলো সে-ই বুঝি বনের রাজা। নিরীহ প্রাণীদের ওপর সে বিনা কারণেই অত্যাচার শুরু করল।

২০। হাতির আস্তানায় ঢুকে শেয়াল হাতিটাকে কীভাবে, কী বলেছিল?

উত্তর : হাতির আস্তানায় ঢুকে শেয়াল প্রথমে লেজ গুটিয়ে হাতিকে লম্বা একটা সালাম দিল। তারপর বলল, 'আপনিই তো বনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী। আপনিই আমাদের রাজা। ঐ দেখুন, নদীর ওপারে সবাই উদগ্রীব হয়ে বসে আছে। আপনাকে রাজা হিসেবে বরণ করে নিতে চায় সবাই।'

২১। হাতিটার শুঁড় কেমন ছিল?

উত্তর : হাতিটার শুঁড় ছিল বিশাল লম্বা। যা দেখে মনে হতো সেটা বুঝি আকাশে গিয়ে ঠেকবে।

২২। কার বিশাল শরীর? তার স্বভাব কেমন ছিল?

উত্তর : বনের হাতিটার বিশাল শরীর।
হাতিটা ছিল খুব অহংকারী স্বভাবের। আর তার মেজাজও ছিল খুব তিরিক্ষি।

২৩। হরিণ ও পিঁপড়ের ওপর হাতিটা কীভাবে অত্যাচার করল?

উত্তর : নিরীহ হরিণকে হাতিটা শুঁড়ে জড়িয়ে দূরে ছুড়ে ফেলে দিল। আর নিরপরাধ ক্ষুদ্র পিঁপড়েকে সে পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলল।

২৪। **শেয়াল ভয়ে ভয়ে কোথায় হাজির হলো?**

উত্তর : শেয়াল ভয়ে ভয়ে হাতির আস্তানায় হাজির হলো।

২৫। **শেয়াল হাতিকে নদীর ধারে নিয়ে গেল কেন?**

উত্তর : শেয়াল মনে মনে হাতিকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা করে। হাতিকে নদীর ধারে নিয়ে যাওয়া ছিল তার একটা কৌশল।

❑ **প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:**

শব্দ		অর্থ
দিগন্ত	–	প্রান্তরের শেষে আকাশ যেখানে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে বলে মনে হয়।
অহংকার	–	নিজে অনেক বড় কেউ - এ রকম মনে করা।
তিরিক্ষি	–	খারাপ মেজাজ।
তুলকালাম কান্ড	–	এলাহি কান্ড।
হুঙ্কার	–	চিৎকার।
মেদিনী	–	ভূপৃষ্ঠ।
তটস্থ	–	ব্যতিব্যস্ত।
শঙ্কিত	–	ভীত।
শক্তিধর	–	শক্তি আছে যার।
আস্তানা	–	বসবাসের জায়গা।
উদগ্রীব	–	প্রতিমুহূর্ত অপেক্ষা করা।
সমস্বরে	–	একসঙ্গে শব্দ করা বা কথা বলা।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : বনে এসেছে বদমেজাজি আর অহংকারী এক হাতি। হাতিটা দেখতে যেমন বিশাল তেমনি শক্তিশালী। বনে ঢুকেই সে রাজার মতো ভাব নিয়ে চলতে লাগল। তার অহংকারী মনোভাব আর অত্যাচারের ফলে প্রাণীরা ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। অহংকারী আর অত্যাচারী হাতির হাত থেকে বনের সকল প্রাণী রেহাই পেতে চায়। এজন্য সকলে শলা-পরামর্শ করার জন্য সিংহের গুহায় জড়ো হয়ে যায়। শেয়ালকে দায়িত্ব দেওয়া হয় হাতিকে শাস্তি প্রদানের। শেয়াল বুদ্ধি দিয়ে হাতিকে নদীর ধারে আনে এবং উচিত শিক্ষা দেয়।

০৫. ফুটবল খেলোয়াড়

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখ:**

০১। **মেসের চাকর ভাঙা হাড়ে সেঁক দিতে গিয়ে কী হয়?**
ⓚ আনন্দিত ⓚ লবেজান ⓖ অসুস্থ ⓖ আতঙ্কিত

০২। **সন্ধ্যাবেলায় ইমদাদ হক কী করে?**
ⓚ ফুটবল খেলে ⓚ পড়তে বসে ⓖ মালিশ মাখে ⓖ পত্রিকা পড়ে

০৩। **ইমদাদ হকের বন্ধুরা তার ব্যাপারে কী আশঙ্কা করে?**
ⓚ পঙ্গু হয়ে যাবে ⓚ ফুটবল খেলা ছেড়ে দেবে
ⓖ পরীক্ষায় খারাপ করবে ⓖ সারা রাত ব্যথায় ঘুম হবে না

০৪। **সকালে ইমদাদ হকের ঘরে গেলে কী দেখা যেত?**
ⓚ ইমদাদ মালিশ মাখছে ⓚ ইমদাদ ব্যথায় কাতরাচ্ছে
ⓖ বিছানা খালি পড়ে আছে ⓖ ভাঙা শিশি পড়ে আছে

০৫। **ছিপি খোলা মালিশের শিশিগুলো দেখলে কী মনে হয়?**
ⓚ যেন আনন্দে নাচছে ⓚ যেন বেদনায় ভেঙে পড়েছে
ⓖ যেন উপহাস করছে ⓖ যেন ঘুম থেকে জেগে গেছে

০৬। **ইমদাদ হক কী নিয়ে আগে ছোটে?**
ⓚ ফুটবল ⓚ মালিশের শিশি ⓖ বাঁশি ⓖ বিজয়ের পুরস্কার

০৭। **ইমদাদ হক কোথায় থাকে?**
ⓚ মামাবাড়িতে ⓚ নিজের বাড়িতে ⓖ মেসে ⓖ হলে

০৮। **ইমদাদ হকের খেলাকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?**
ⓚ ঝড়ের সাথে ⓚ বজ্রের সাথে ⓖ বাতাসের সাথে ⓖ বন্যার সাথে

০৯। **চারদিকে কখন কোলাহল ওঠে?**
ⓚ ইমদাদ আহত হলে ⓚ ইমদাদ গোল করলে
ⓖ ইমদাদ ব্যথায় কাতরালে ⓖ ইমদাদ গোল করতে না পারলে

১০। **ইমদাদ হক কীভাবে জয় ছিনিয়ে আনে?**
ⓚ জোর করে ⓚ কূটকৌশলে ⓖ অসাধারণ খেলে ⓖ খেলতে না নেমে

১১। **দর্শকেরা কীভাবে ফিরে যায়?**
ⓚ কোলাহল করতে করতে ⓚ বিষণ্ন মনে ⓖ কাঁদতে কাঁদতে ⓖ লবেজান হয়ে

১২। **ইমদাদ হক খেলা শেষে কীভাবে মেসে ফিরে আসে?**
ⓚ এক দৌড়ে ⓚ খোঁড়াতে খোঁড়াতে ⓖ রিকশায় চড়ে ⓖ বন্ধুদের কাঁধে চড়ে

১৩। **ইমদাদ হকের বেঘুম রাতি কাটে কীভাবে?**
ⓚ শারীরিক যন্ত্রণায় ⓚ পরীক্ষার দুশ্চিন্তায় ⓖ পড়াশোনা করে ⓖ খেলার দুশ্চিন্তায়

১৪। **অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে—**
ⓚ অদম্য এক খেলোয়াড়ের কথা ⓚ ফুটবল খেলার কায়দাকানুন সম্পর্কে
ⓖ ফুটবল খেলার আনন্দ সম্পর্কে ⓖ খেলাধুলার উপকারিতার কথা

১৫। **সন্ধ্যাবেলায় ইমদাদ হক কাজির বন্ধুরা বিস্মিত হয়—**
ⓚ নিজেদের দলের হেরে যাওয়া দেখে ⓚ ইমদাদ হকের খেলতে আসা দেখে
ⓖ ইমদাদ হককে মাঠে না দেখে ⓖ মাঠে প্রচুর দর্শক দেখে

১৬। **পায়ে-পায়ে বল গড়িয়ে নিয়ে বল কাটানোর কৌশলকে কী বলে?**
ⓚ ফুটবল ⓚ ফাউল ⓖ গোল ⓖ ড্রিবলিং

১৭। **ইমদাদ হক আসায় তার দলের কী হয়?**
ⓚ দুর্নাম ⓚ জিত ⓖ হার ⓖ সমস্যা

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ:**

০১। **প্রভাত বেলায় ফুটবল খেলোয়াড় ইমদাদ হকের বিছানা শূন্য পড়ে আছে কেন?**
উত্তর : প্রভাত বেলায় ইমদাদ হক ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। তাই তার বিছানা শূন্য পড়ে আছে।

০২। **টেবিলের উপরে ছোট-বড় মালিশের শিশি কবিকে উপহাস করছে কেন?**
উত্তর : ইমদাদ হক প্রতিদিন খেলতে গিয়ে অনেক আঘাত পায়। সারা রাত ক্ষতগুলোতে মালিশ লাগায়। বেদনায় কাতরায়। কবি ভাবেন ইমদাদ হক বুঝি ছয় মাসের জন্য পঙ্গু হয়ে গেল। কিন্তু সকাল বেলা গিয়ে দেখেন ইমদাদ হকের বিছানা খালি। মালিশের শিশিগুলো যেন তাঁকে অবাক হতে দেখে দাঁত বের করে হাসে।

০৩। **কবিতায় ইমদাদ হকের খেলা ও দর্শকের আনন্দপূর্ণ নানান অভিমতের বর্ণনা নিজের ভাষায় বলি ও লিখি।**
উত্তর : ইমদাদ হক ফুটবল খেলায় অত্যন্ত দক্ষ। সে বল নিয়ে সবার আগে ছুটে চলে। কখনো বাঁ পায়ে ড্রিবলিং করে। কখনো ডান পায়ে ঠেলা মারে বলকে। ইমদাদ হকের গোলেই তার দল জয় পায়।

দর্শকেরা ইমদাদ হকের অসাধারণ খেলা দেখে উচ্ছ্বসিত হয়। তারা চিৎকার করে তাকে উৎসাহ দেয়। 'চালিয়ে যাও', 'আরো আগে যাও' 'মারো জোরে মারো', 'গোল গোল' ইত্যাদি বলে তারা আনন্দ প্রকাশ করে।

০৪। **সকালের দৈনিকে ইমদাদ হক সম্পর্কে কী লেখা থাকে?**

উত্তর : সকালের দৈনিকে ইমদাদ হকের অসাধারণ খেলার প্রশংসা করা থাকে। ইমদাদ হকের মতো চমৎকার খেলোয়াড় আজকাল যে খুব বেশি দেখা যায় না, সে কথা পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়।

০৫। **ইমদাদ হক খেলার মাঠে কীভাবে খেলে?**

উত্তর : ইমদাদ হক খেলার মাঠে চোখ ধাঁধানো খেলা খেলে। সে বল পায়ে সবার আগে ছুটে যায়। বাঁ পায়ে ড্রিবলিং করে ডান পায়ে বলকে ঠেলা মারে। দেখে মনে হয় তার সারা শরীরে যেন বজ্র ভর করেছে। বাতাসের মতো ছুটে গিয়ে ইমদাদ হক গোল করে ও তার দলকে জেতায়।

০৬। **আঘাতপ্রাপ্ত হলেও ইমদাদ হক খেলতে যায় কেন?**

উত্তর : ইমদাদ হক একজন জাত খেলোয়াড়। ফুটবল খেলা ও খেলায় জেতাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। খেলতে গিয়ে সে যত শারীরিক আঘাতই পাক না কেন, খেলতে নামা ও দলকে জেতানোর নেশায় সে কোনো কিছুই পরোয়া করে না। তাই শত আঘাত নিয়েও ইমদাদ হক খেলতে যায়।

০৭। **সন্ধ্যাবেলা ইমদাদ হক কী করে?**

উত্তর : সন্ধ্যাবেলা খেলা শেষে ইমদাদ হক খোঁড়াতে খোঁড়াতে মেসে ফিরে আসে। এরপর শরীরের নানা ক্ষতস্থানে পটি বাঁধে। বিছানায় কাত হয়ে শরীরের প্রতিটি গিঁটে গিঁটে মালিশ মাখে। আর চাকরকে দিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হাড়ে সেঁক দেওয়ায়।

০৮। **কে বল নিয়ে আগে ছুটে যায়?**

উত্তর : ইমদাদ হক কাজি বল নিয়ে সবার আগে ছুটে যায়।

০৯। **ড্রিবলিং কী? দর্শক দল কোলাহল করে কেন?**

উত্তর : ড্রিবলিং হলো ফুটবল খেলার একটি কৌশল।
দর্শক দল ইমদাদ হকের ফুটবল খেলার চমৎকার সব কৌশল আর গোল করা দেখে কোলাহল করে।

১০। **ইমদাদ হক কাজির ফুটবল খেলা সম্পর্কে দুটি বাক্য লেখ।**

উত্তর : ইমদাদ হক কাজি—
১। বাঁ পায়ে ড্রিবলিং করে ডান পায়ে বলকে ঠেলা মারে।
২। শত চেষ্টায় গোল করে তার দলকে জেতায়।

❑ **প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:**

শব্দ		অর্থ
ক্ষত	–	শরীরের কাটা স্থান বা আঘাত পাওয়া স্থান।
পটি	–	কাপড়ের লম্বা টুকরা। এটা দিয়ে শরীরের কোনো স্থান বাঁধা থাকে, পট্টি।
মালিশ	–	যে ওষুধ চেপে-চেপে শরীরে লাগাতে হয়।
ড্রিবলিং	–	এটা ফুটবল খেলার একটি কৌশল। ইংরেজি Dribble শব্দের অর্থ হলো পায়ে-পায়ে বল গড়িয়ে নিয়ে কৌশলে বল কাটিয়ে নিয়ে যাওয়া।
বজ্র	–	ভীষণ শব্দ করে ঝড়ের আকাশে বিদ্যুৎ প্রকাশ পাওয়া, বাজ।
কোলাহলকল	–	কোলাহল হলো অনেক মানুষের শোরগোল, গোলমাল আর 'কল' বলতে বোঝায় মানুষের গলার সুন্দর আওয়াজ। এখানে খেলায় সকলে একসঙ্গে গোল-গোল চিৎকার করলে বেশ ভালো শোনায় বলে 'কোলাহলকল' বলা হয়েছে।
মহাকলরব	–	কলরব শব্দের অর্থ অনেক মানুষের গলায় এক সাথে চেঁচামেচি, আওয়াজ। মহাকলরব অর্থ হয় ভীষণ চিৎকার, চেঁচামেচি।

❑ **কবিতাংশের মূলভাব লেখ।**

উত্তর : সন্ধ্যাবেলায় মাঠে গিয়ে দেখা যায় ইমদাদ হক কাজি বল পায়ে সবার আগে ছুটে চলেছে। তার শরীরে যেন বজ্র খেলে যাচ্ছে। ইমদাদ হকের নজরকাড়া নৈপুণ্য দেখে দর্শকেরা আনন্দে শোরগোল করে। ইমদাদ হক গোল করে তার দলকে জেতায়।

০৬. বীরের রক্তে স্বাধীন এ দেশ

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখ:**

০১। **বাবা মারা যাওয়ার পর নূর মোহাম্মদ কিসে যোগ দিলেন?**

ক) বাংলাদেশ রাইফেলসে
খ) ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসে
গ) বাংলাদেশ নেভিতে
ঘ) কোনটিই না

০২। **বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা নূর মোহাম্মদ শেখ এর জন্ম—**

ক) ১৯৩৬ সালের ২৬এ ফেব্রুয়ারি
খ) ১৯৩৮ সালের ২৬এ ফেব্রুয়ারি
গ) ১৯৩৬ সালের ২৬এ জানুয়ারি
ঘ) ১৯৩৭ সালের ২৬এ জানুয়ারি

০৩। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পাকিস্তানিদের কয়টি স্পিডবোট ডুবে গিয়েছিল?
ক) পাঁচটি খ) আটটি গ) সাতটি ঘ) নয়টি

০৪। বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফকে সমাহিত করা হয়—
ক) বরিশাল খ) বক্সিবাজার গ) বোর্ড বাজার ঘ) বুড়িঘাট

০৫। খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা–
ক) নূর মোহাম্মদ শেখ খ) মোহাম্মদ রুহুল আমীন গ) মতিউর রহমান ঘ) মোস্তফা কামাল

০৬। নূর মোহাম্মদ শেখের বাবা-মা কখন মারা গেলেন?
ক) তিনি যখন শিশু ছিলেন খ) তিনি যখন কিশোর ছিলেন
গ) তিনি যখন মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন ঘ) তিনি শহিদ হওয়ার পর

০৭। গোয়ালহাটি গ্রামে কয়জন মুক্তিযোদ্ধা টহল দিচ্ছিলেন?
ক) দুইজন খ) তিনজন গ) চারজন ঘ) পাঁচজন

০৮। গোয়ালহাটি গ্রামের মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্বে কে ছিলেন?
ক) নান্নু মিয়া খ) রুহুল আমিন গ) নূর মোহাম্মদ শেখ ঘ) মুন্সী আবদুর রউফ

০৯। পাকিস্তানি সেনারা কাদের সাহায্য নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘিরে ফেলেছিল?
ক) গ্রামবাসীর খ) রাজাকারদের গ) আলবদরদের ঘ) পুলিশদের

১০। রাজাকারদের ক্ষেত্রে কোনটি সত্য?
ক) তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিল খ) তারা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সহকারী
গ) তারা মুক্তিযুদ্ধে কোনো পক্ষেই ছিল না ঘ) তারা ছিল পাকিস্তানি সেনাদের সহযোগী

১১। বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখের জন্মদিন কোন তারিখে?
ক) ২১এ ফেব্রুয়ারি খ) ২৩এ ফেব্রুয়ারি গ) ১লা মে ঘ) ১৬ই ডিসেম্বর

১২। নূর মোহাম্মদ শেখ ও মুন্সী আবদুর রউফের মধ্যে মিল কোনটি?
ক) দুজনই ছেলেবেলায় খুব দুরন্ত ছিলেন খ) দুজনেরই নাটক, থিয়েটারে আগ্রহ ছিল
গ) দুজনই কিশোর বয়সে বাবা-মা হারান ঘ) দুজনই ছিলেন ল্যান্স নায়েক

১৩। বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ সুনাম অর্জন করেন—
ক) মেশিন-চালক হিসেবে খ) মটর-চালক হিসেবে
গ) গাড়ি-চালক হিসেবে ঘ) জাহাজ-চালক হিসেবে

১৪। মুন্সী আবদুর রউফ কোনটির সদস্য ছিলেন?
ক) পুলিশ বাহিনীর খ) নৌবাহিনীর গ) ইপিআর-এর ঘ) বিডিআর-এর

১৫। বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ কোন তারিখে শহিদ হন?
ক) ২৬ এ জুন খ) ৮ই এপ্রিল গ) ১লা মে ঘ) ১০ই ডিসেম্বর

১৬। পাকিস্তানি সৈন্যরা কয়টি মোটর লঞ্চ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করেছিল?
ক) দুইটি খ) চারটি গ) পাঁচটি ঘ) সাতটি

১৭। 'বিএনএস পদ্মা' কী?
ক) পাকবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ খ) মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ
গ) পাকবাহিনীর যুদ্ধবিমান ঘ) মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধবিমান

১৮। মুক্তিযোদ্ধারা কিসের সাহায্যে মংলা বন্দর দখলে নিয়েছিল?
ক) দুইটি যুদ্ধবিমান খ) দুইটি যুদ্ধজাহাজ গ) দশটি মোটর লঞ্চ ঘ) সাতটি স্পিডবোট

১৯। মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধজাহাজে কোথা থেকে আক্রমণ চালানো হয়েছিল?
ক) যুদ্ধজাহাজ খ) স্পিডবোট গ) বোমারু বিমান ঘ) হেলিকপ্টার

২০। বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন কীভাবে শহীদ হন?
ক) নদীতে ডুবে খ) বোমার আঘাতে গ) পাকবাহিনীর গুলিতে ঘ) রাজাকারদের নির্যাতনে

২১। গোয়ালহাটি গ্রামের অদূরে পাকিস্তানিদের কোন ক্যাম্প ছিল?
ক) বুড়িঘাট ক্যাম্প খ) ছুটিপুর ক্যাম্প গ) বোর্ড বাজার ক্যাম্প ঘ) বোয়ালমারি ক্যাম্প

২২। নান্নু মিয়া কীভাবে আহত হলেন?
ক) গুলিবিদ্ধ হয়ে খ) পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে গ) বোমার আঘাতে ঘ) রাজাকারদের নির্যাতনে

২৩। কোনটি বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখের কৌশল ছিল?
ক) একা গুলি চালানো খ) নান্নু মিয়াকে কাঁধে নেওয়া
গ) বারবার স্থান পরিবর্তন করা ঘ) গোয়ালহাটি গ্রামে টহল দেওয়া

২৪। নূর মোহাম্মদ শেখের মাঝে আমরা কোনটি লক্ষ করি?
ক) স্বার্থপরতা খ) দানশীলতা গ) দুর্বলতা ঘ) আত্মত্যাগ

২৫। **কোনটির কারণে পাকসেনাদের সাতটি স্পিডবোট ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হন মুক্তিযোদ্ধারা?**
ক) ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ খ) ভারী মেশিনগান গ) অতিরিক্ত সদস্য ঘ) প্রচন্ড বৃষ্টি

২৬। **বোমার আঘাতে বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের কী উড়ে যায়?**
ক) ডান হাত খ) ডান পা গ) বাঁ হাত ঘ) বাঁ পা

২৭। **'দখল' শব্দের অর্থ কী?**
ক) নির্যাতন করা খ) অধিকার করা গ) তর্ক করা ঘ) পরিষ্কার করা

২৮। **বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন কোথায় শহিদ হন?**
ক) খুলনায় খ) মংলায় গ) ঢাকায় ঘ) যশোরে

২৯। **মুক্তিযোদ্ধারা খুলনার দিকে ধেয়ে আসছিলেন কেন?**
ক) শত্রুর হাত থেকে বাঁচতে খ) জাহাজ নোঙর করতে
গ) রাজাকার-আলবদরদের ধরতে ঘ) খুলনাকে শত্রুমুক্ত করতে

৩০। **'বোমারু' শব্দের অর্থ—**
ক) বোমা প্রস্তুতকারক খ) বোমা সরবরাহকারী গ) বোমা নিক্ষেপক ঘ) বোমা আবিষ্কারক

৩১। **অনুচ্ছেদে কী সম্পর্কে বলা হয়েছে?**
ক) যুদ্ধজাহাজ সম্পর্কে খ) একজন বীরশ্রেষ্ঠর আত্মত্যাগ সম্পর্কে
গ) দেশদ্রোহীদের সম্পর্কে ঘ) মংলা বন্দর সম্পর্কে

৩২। **'সমাধি' শব্দের অর্থ কী?**
ক) স্মৃতি খ) যুদ্ধক্ষেত্র গ) কবর ঘ) মাঠ

৩৩। **মুন্সী আবদুর রউফ কীভাবে শত্রুদের রুখে দিতে থাকলেন?**
ক) মেশিনগানের গুলি ছুঁড়ে খ) গ্রেনেড নিক্ষেপ করে
গ) মাইনের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ঘ) বোমা মেরে

৩৪। **যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পালিয়ে যাননি কেন?**
ক) পালানোর রাস্তা না থাকায় খ) দেশপ্রেমের কারণে
গ) জয় নিশ্চিত ছিল বলে ঘ) পাকিস্তানিদের ভয়ে

৩৫। **'টিলা' শব্দের অর্থ কী?**
ক) ছোট পাহাড় খ) বড় পাহাড় গ) ছোট নদী ঘ) বড় নদী

৩৬। **অনুচ্ছেদটি থেকে আমরা কী সম্পর্কে ধারণা লাভ করি?**
ক) পাকিস্তানিদের ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে খ) বীর শহিদদের দেশপ্রেম সম্পর্কে
গ) মুক্তিযুদ্ধে রাজাকারদের ভূমিকা সম্পর্কে ঘ) মুক্তিযোদ্ধাদের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ:**

০১। **গোয়ালহাটি গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের নেতা কে ছিলেন?**
উত্তর : গোয়ালহাটি গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের নেতা ছিলেন বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ।

০২। **গোয়ালহাটি গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাগণ টহল দেওয়ার সময় কী ঘটে?**
উত্তর : গোয়ালহাটি গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের টহলের সময় পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের অবস্থান টের পেয়ে যায়। রাজাকারদের সাহায্য নিয়ে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের ঘিরে ফেললে দুই পক্ষে যুদ্ধ বেধে যায়।

০৩। **নূর মোহাম্মদ শেখের ছেলেবেলার পরিচয় দাও।**
উত্তর : বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান নূর মোহাম্মদ শেখ ছেলেবেলায় খুব ডানপিটে ছিলেন। শখ ছিল নাটক, থিয়েটার আর গানের প্রতি। কিন্তু কিশোর বয়সে হঠাৎ বাবা-মাকে হারিয়ে তাঁর জীবন বদলে যায়।

০৪। **নূর মোহাম্মদ শেখ বারবার নিজের অবস্থান পরিবর্তন করছিলেন কেন?**
উত্তর : নূর মোহাম্মদ শেখের বারবার অবস্থান পরিবর্তন ছিল যুদ্ধেরই একটি কৌশল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একজন নন বরং অনেক মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করছেন- শত্রুদের এ রকম ধারণা দেওয়া।

০৫। **বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ কত তারিখে শহিদ হন?**
উত্তর : বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ ১৯৭১ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর শহিদ হন।

০৬। **বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ কবে ও কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?**
উত্তর : বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ ১৯৩৬ সালের ২৬এ ফেব্রুয়ারি নড়াইলের মহিষখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

০৭। **বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?**
উত্তর : বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ ১৯৪৩ সালের ৮ই মে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারি থানার সালামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

০৮। **মুন্সী আবদুর রউফ ছেলেবেলায় কেমন ছিলেন?**
উত্তর : মুন্সী আবদুর রউফ ছেলেবেলায় খুব দুরন্ত ছিলেন।

০৯। **পাকিস্তানি নৌসেনাদের ওপর আক্রমণের জন্য মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় অবস্থান নিয়েছিলেন?**

উত্তর : পাকিস্তানি নৌসেনাদের ওপর আক্রমণের জন্য মুক্তিযোদ্ধারা মহালছড়ির কাছে বুড়িঘাট এলাকার চিংড়ি খালের দুই পাশে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন।

১০। বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ কত তারিখে শহিদ হন?

উত্তর : বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ ১৯৭১ সালের ৮ই এপ্রিল শহিদ হন।

১১। নূর মোহাম্মদ শেখের কী ইচ্ছা ছিল?

উত্তর : নূর মোহাম্মদ শেখের নাটক, থিয়েটার আর গান করার ইচ্ছা ছিল।

১২। নূর মোহাম্মদ শেখের জীবন বদলে গেল কেন?

উত্তর : কিশোর বয়সে বাবা-মাকে হারান নূর মোহাম্মদ শেখ। এরই ফলে বদলে যায় তাঁর জীবন।

১৩। কোথায় বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ অন্তিম শয়ানে শায়িত আছেন?

উত্তর : রাঙামাটির বোর্ড বাজারের কাছে নানিয়াচরের চিংড়ি খালের কাছাকাছি বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ অন্তিম শয়ানে শায়িত আছেন।

১৪। কেন নূর মোহাম্মদ বুঝতে পারলেন তাঁর মৃত্যু আসন্ন?

উত্তর : মর্টারের গোলার আঘাতে নূর মোহাম্মদের পা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তাই তিনি বুঝাতে পাররেন তার মৃত্যু আসন্ন।

১৫। মুন্সী আব্দুর রউফ কীভাবে শহিদ হলেন?

উত্তর : মুন্সী আব্দুর রউফ সাথী মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদে সরে যেতে বলে হালকা একটি মেশিনগান থেকে গুলি ছুড়ে শত্রুদের রুখে দিতে লাগলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মিলিত আক্রমনের মুখে শত্রুরা গোলা ছুড়তে ছুড়তে পেছনের দিকে পালাতে থাকে। হঠাৎ একটি গোলা এসে পড়ে মুন্সী আব্দুর রউফের ওপর। তিনি শহিদ হন।

১৬। বীর মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিনকে কোথায় সমাহিত করা হয়েছে?

উত্তর: বীর মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিনকে খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছেই সমাহিত করা হয়েছে।

১৭। জাহাজ দুটি কোথায় যাচ্ছিল? খুলনার কাছাকাছি আসামাত্র কী ঘটল?

উত্তর : জাহাজ দুটি মংলা থেকে খুলনা দখলের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল।
খুলনার কাছাকাছি আসামাত্র একটা বোমারু বিমান থেকে জাহাজ দুটির ওপর বোমা ফেলা হলো।

১৮। রুহুল আমিন প্রাণ রক্ষা করতে কী করলেন? এর পরও তিনি প্রাণ রক্ষা করতে পারলেন না কেন?

উত্তর : রুহুল আমিন প্রাণ রক্ষা করতে নদীতে ঝাঁপ দেন ও সাঁতরে তীরে ওঠেন।তীরে উঠেও তিনি প্রাণে বাঁচতে পারলেন না। বিশ্বাসঘাতক রাজাকাররা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

১৯। **বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ কত তারিখে শহিদ হন?**

উত্তর : বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ ১৯৭১ সালের ৮ই এপ্রিল শহিদ হন।

২০। **মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যু অবধারিত ছিল কেন?**

উত্তর : মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে পাকিস্তানিদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। তাছাড়া তাদের সাথে ছিল ভারী অস্ত্রশস্ত্র। এ কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যু ছিল অবধারিত।

২১। **বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ নিজের বীরত্বের পরিচয় দেন কীভাবে?**

উত্তর : মুন্সী আবদুর রউফ পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রতিরোধ করে সহযোদ্ধাদের জীবন রক্ষা করেন। কিন্তু নিজে শহিদ জন। এভাবে তিনি বীরত্বের পরিচয় দেন।

২২। নূর মোহাম্মদ শেখ কীভাবে নিজের জীবন তুচ্ছ করে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন বাঁচিয়ে ছিলেন?

উত্তর : পাকিস্তানি হানাদাররা নূর মোহাম্মদ শেখ ও তাঁর সাথী মুক্তিযোদ্ধাদের তিন দিক থেকে ঘিরে আক্রমণ চালিয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা জবাব দিচ্ছিলেন। একপর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধা নান্নু মিয়া প্রতিপক্ষের গুলিতে আহত হলে নূর মোহাম্মদ শেখ তাঁকে এক হাত দিয়ে কাঁধে তুলে নিয়ে অন্য হাত দিয়ে গুলি ছুড়তে থাকেন। হঠাৎ শত্রুর গোলার আঘাতে তাঁর পা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন মৃত্যু আসন্ন। যতক্ষণ সম্ভব গুলি চালাতে চালাতে তিনি শহিদ হলেন। এভাবেই সাথী মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন বাঁচাতে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করেন নূর মোহাম্মদ শেখ।

❑ **প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:**

শব্দ		অর্থ
টহল	–	পাহারা দেওয়া।
আসন্ন	–	নিকট।
অবধারিত	–	অনিবার্য, যা হবেই, নির্ধারিত।
রক্তস্রোতে	–	রক্তের ধারায়।
রঞ্জিত	–	রক্ত দিয়ে লাল করা হয়েছে এমন।
শায়িত	–	শুয়ে আছে এমন।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : ১৯৭১ সালে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করেছিলেন সহযোদ্ধাদের জীবন। তাঁর দলে ছিলেন অসীম সাহসী যোদ্ধা নান্নু মিয়া। নান্নু মিয়ার গায়ে গুলি লাগলে অল্প সংখ্যক সঙ্গী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যে কৌশল ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা সত্যিই অসাধারণ। কিন্তু শেষে শত্রুপক্ষের গোলার আঘাতে পা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে শাহাদাৎ বরণ করেন। তাঁর এ আত্মত্যাগ জাতি চিরদিন স্মরণ করবে।

০৭. ফেব্রুয়ারির গান

❑ সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখ:

০১। মনের কথা কীভাবে বলব?
ⓚ মায়ের ভাষায় ⓚ বাবার ভাষায় ⓖ দাদার ভাষায় ⓖ মামার ভাষায়

০২। পাখির গানে সবার প্রাণ কেমন হয়?
ⓚ বিরক্ত ⓚ মুগ্ধ ⓖ রাগ ⓖ খুশি

০৩। নদীর অপর নাম কী?
ⓚ স্রোতস্বিনী ⓚ পুকুর ⓖ সমুদ্র ⓖ খাল

০৪। ফুলের সাথে কে কথা বলে?
ⓚ প্রজাপতি ⓚ হরিণ ⓖ মানুষ ⓖ পাখি

০৫। ফেব্রুয়ারির গান কাদের রক্তে লেখা?
ⓚ ভাইয়ের ⓚ মামার ⓖ বাবার ⓖ মানুষের

০৬। দোয়েল, কোয়েল, ময়নার কণ্ঠে কী আছে?
ⓚ হাসি ⓚ গান ⓖ ঊর্মি ⓖ বাংলা ভাষা

০৭। কী শুনে সবার প্রাণ মুগ্ধ হয়?
ⓚ পাখির গান ⓚ গাছের গান ⓖ সাগরের গান ⓖ প্রজাপতির গান

০৮। মন ভোলানো সুর আছে কার?
ⓚ প্রজাপতির ⓚ ঝরনার ⓖ ফুলের ⓖ সাগর-নদীর

০৯। পাতা কী শুনে মুগ্ধ হয়?
ⓚ পাখির গান ⓚ প্রজাপতির কথা ⓖ নদীর সুর ⓖ গাছের গান

১০। 'সমুদ্দুর' কাকে বলা হয়?
ⓚ নদীকে ⓚ সাগরকে ⓖ স্রোতস্বিনীকে ⓖ ঝরনাকে

১১। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতের বাতাসে কিসের প্রতিধ্বনি?
ⓚ ঝরনার সুরের ⓚ পাখির গানের ⓖ প্রজাতির কথার ⓖ নদীর ঢেউয়ের

১২। মায়ের মুখের ভাষা কেমন?
ⓚ মিষ্টি ⓚ কটু ⓖ নোনতা ⓖ কঠিন

১৩। আমার মায়ের ভাষা কোনটি?
ⓚ ইংরেজি ⓚ হিন্দি ⓖ বাংলা ⓖ উর্দু

১৪। ভাষা আন্দোলনের জন্য স্মরণীয় দিন কোনটি?
ⓚ ২৬শে মার্চ ⓚ ১৬ই ডিসেম্বর ⓖ ২১শে ফেব্রুয়ারি ⓖ ১০ই ডিসেম্বর

১৫। পাকিস্তানি সরকার ছাত্রদের মিছিলে—
ⓚ উৎসাহ দেয় ⓚ গুলি চালায় ⓖ যোগ দেয় ⓖ লাঠিপেটা করে

১৬। 'ফেব্রুয়ারির গান' কবিতায় কী প্রকাশ পেয়েছে?
ⓚ বাংলাদেশের ষড়ঋতুর বর্ণনা ⓚ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য
ⓖ ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা ⓖ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি ভালোবাসা

১৭। রফিক, বরকত, শফিককে আমরা ভুলব না কেন?
ⓚ এদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছেন বলে ⓚ বাংলা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছেন বলে
ⓖ গরিবের অধিকার প্রতিষ্ঠায় জীবন দিয়েছেন বলে ⓖ ছয় দফা দাবি আদায়ে জীবন দিয়েছেন বলে

১৮। ২১শে ফেব্রুয়ারি আমরা কোন দিবস পালন করি?
ⓚ মাতৃভাষা দিবস ⓚ স্বাধীনতা দিবস ⓖ বিজয় দিবস ⓖ মুক্তি দিবস

১৯। গাছের গান শুনে মুগ্ধ হয় কে?
ⓚ পাহাড় ⓚ ঝরনা ⓖ পাখি ⓖ পাতা

২০। বাতাসের ধাক্কায় ধ্বনির পুনরায় ফিরে আসার ঘটনাকে কী বলে?
ⓚ স্বরধ্বনি ⓚ ব্যঞ্জনধ্বনি ⓖ প্রতিধ্বনি ⓖ জয়ধ্বনি

২১। 'বাহার' শব্দের অর্থ কী?
ⓚ রং ⓚ ছন্দ ⓖ সুর ⓖ সৌন্দর্য

২২। বাংলা ভাষার জন্য শহিদ ছেলেরা কোন মাসে জীবন দিয়েছিল?
ⓚ জানুয়ারি ⓚ ফেব্রুয়ারি ⓖ নভেম্বর ⓖ ডিসেম্বর

২৩। কবিতাংশে প্রকাশিত হয়েছে—

(ক) মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা
(খ) প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা
(গ) নানা রকম পাখির কথা
(ঘ) বাংলাদেশের ঋতুবৈচিত্র্যের কথা

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ:**

০১। কবি এই কবিতায় কত ধরনের সুরের কথা বলেছেন?

উত্তর : কবি এই কবিতায় চার ধরনের সুরের কথা বলেছেন। নিচে এগুলোর নাম লেখা হলো—
(১) পাখির সুর, (২) সাগর নদীর ঊর্মিমালার সুর, (৩) পাহাড়ের সুর ও (৪) প্রজাপতির সুর।

০২। পাতা আর স্বর্ণলতা কিসে মুগ্ধ হচ্ছে?

উত্তর : পাতা ও স্বর্ণলতা গাছের গানে মুগ্ধ হচ্ছে।

০৩। প্রজাপতি ফুলের সাথে কীভাবে কথা বলে?

উত্তর : প্রজাপতি ছন্দ আর সুরের মাধ্যমে ফুলের সাথে কথা বলে।

০৪। আমরা কোন ভাষাতে আমাদের মনের কথা বলি?

উত্তর : আমরা মায়ের মুখের মধুর ভাষা- বাংলায় মনের কথা বলি।

০৫। 'শহিদ ছেলের দান' হিসেবে আমরা কী পেয়েছি?

উত্তর : শহিদ ছেলের দান হিসেবে আমরা পেয়েছি মায়ের ভাষা- বাংলা।

০৬। পাহাড় কী ছড়ায়?

উত্তর : পাহাড় সুরের বাহার ছড়ায়।

০৭। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের জন্য স্মরণীয় দিন কেন?

উত্তর : ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে এ দেশের ছাত্র-জনতা আন্দোলন শুরু করে। পুলিশ ছাত্রদের মিছিলে গুলি চালালে অনেকে শহিদ হন। তাঁদের প্রাণের বিনিময়েই আমরা বাংলায় কথা বলার অধিকার পেয়েছি। এ কারণেই ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের জন্য স্মরণীয় দিন।

০৮। কয়েকজন ভাষাশহিদের নাম বল।

উত্তর : কয়েকজন ভাষাশহিদ হলেন : ১. সালাম, ২. বরকত, ৩. শফিক, ৪. জব্বার।

০৯। আমরা কোন ভাষায় মনের কথা বলি?

উত্তর : আমরা মাতৃভাষা বাংলায় মনের কথা বলি।

১০। পাহাড় কী ছড়ায়? বাতাসে কখন তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়?

উত্তর : পাহাড় সুরের বাহার ছড়ায়। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে বাতাসে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

১১। কাকে, কেন শহিদ ছেলের দান বলা হয়েছে?

উত্তর : বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে এ দেশের দামাল ছেলেরা প্রাণ দিয়েছিল। এ কারণে বাংলা ভাষাকে শহিদ ছেলের দান বলা হয়েছে।

❑ **প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:**

শব্দ		অর্থ
মুগ্ধ	–	বিমোহিত, আনন্দিত।
ঊর্মি	–	নদী ও সাগরের ঢেউ।
ঊর্মিমালা	–	ঢেউসমূহ, ঢেউগুলো।('মালা' শব্দটি দিয়ে বহুবচন তৈরি হয়েছে)।
স্রোতস্বিনী	–	নদী।
সমুদ্দুর	–	সমুদ্র, সাগর।
বাহার	–	সৌন্দর্য।
স্বর্ণলতা	–	সোনালি রঙের বুনো লতা। অনেক সময় পথের ধারের গাছগাছালি ভরে থাকে। এই লতা আপনা-আপনি জন্মায়।
প্রতিধ্বনি	–	বাতাসের ধাক্কায় ধ্বনির পুনরায় ফিরে আসাকে প্রতিধ্বনি বলে।

❑ **কবিতাংশটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : ঝরনা, সাগর, পাহাড়, ফুল, পাখি ইত্যাদি নিয়ে প্রকৃতি। প্রকৃতিতে এরা নানাভাবে নানা রকম সুরের সৃষ্টি করে। সে রকম সুর তৈরি করতে না পারলেও আমরা যে মায়ের ভাষায় কথা বলি তাও খুব মিষ্টি। এ ভাষার জন্য এদেশের ছেলেরা জীবন দেয়। তাই মাতৃভাষা বাংলা আমাদের কাছে অনেক ভালোবাসার।

০৮. শখের মৃৎশিল্প

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখ:**

০১। আনন্দপুরে কখন মেলা বসে?

(ক) ষোলই ডিসেম্বর (খ) পয়লা বৈশাখ (গ) একুশে ফেব্রুয়ারি (ঘ) বলিখেলার সময়

০২। **মামা কোথায় পড়েন?**
(ক) কলেজে (খ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে
(গ) ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউটে (ঘ) চট্টগ্রামের চারুকলা ইনস্টিটিউটে

০৩। **মৃৎশিল্পের সবচেয়ে প্রাচীন উপাদান হচ্ছে—**
(ক) বাঁশ (খ) কাঠ (গ) পানি (ঘ) মাটি

০৪। **আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে—**
(ক) চারুশিল্প (খ) মৃৎশিল্প বা মাটির শিল্প (গ) কারুশিল্প (ঘ) দারুশিল্প

০৫। **কুমোর সম্প্রদায় কিসের কাজ করেন?**
(ক) বাঁশের কাজ (খ) কাঠের কাজ (গ) পাকা বাড়ির কাজ (ঘ) মাটির কাজ

০৬। **গ্রামের শিল্পীরা রং তৈরি করেন—**
(ক) আম ও লাউ পাতা থেকে (খ) শিম ও কাঁঠাল গাছের বাকল থেকে
(গ) সরিষা ফুল থেকে (ঘ) পান ও চুন থেকে

০৭। **পোড়ামাটির ফলকের অন্য নাম—**
(ক) টেপা পুতুল (খ) টেরাকোটা (গ) শখের হাঁড়ি (ঘ) মৃৎশিল্প

০৮। **কোন কথাটি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে?**
(ক) মামার বাড়ি মধুর হাঁড়ি (খ) মামার বাড়ি শখের হাঁড়ি
(গ) মামার বাড়ি রসের হাঁড়ি (ঘ) মামার বাড়ি খুশির হাঁড়ি

০৯। **লেখকের মামা সবাইকে কোন মেলায় নিয়ে যাওয়ার কথা বললেন?**
(ক) চড়ক মেলায় (খ) বিজয় দিবসের মেলায় (গ) নবান্নের মেলায় (ঘ) বৈশাখী মেলায়

১০। **টেপা পুতুল তৈরি করতে কী ধরনের মাটি প্রয়োজন?**
(ক) এঁটেল (খ) বেলে (গ) দোআঁশ (ঘ) বেলে-দোআঁশ

১১। **যখন আমরা কোনো কিছু সুন্দরভাবে বানাই বা আঁকি তখন তা হয়—**
(ক) পুতুল (খ) শিল্প (গ) শখ (ঘ) ঐতিহ্য

১২। **বেলে মাটি দিয়ে মাটির শিল্পকর্ম হয় না কেন?**
(ক) আঠালো বলে (খ) পোড়ানো যায় না বলে (গ) ঝরঝরে বলে (ঘ) ভেজানো যায় না বলে

১৩। **কাদের কাছে মাটির শিল্প তৈরির কাজ খুব সহজ?**
(ক) কামারদের কাছে (খ) কুমোরদের কাছে (গ) সব শিল্পীর কাছেই (ঘ) গ্রামের মানুষদের কাছে

১৪। **মৃৎশিল্প তৈরিতে সবার আগে কোনটি প্রয়োজন?**
(ক) মাটির পাত্র (খ) বেলে মাটি (গ) কাঠের চাকা (ঘ) মাটির চুলা

১৫। **আনন্দপুর গ্রামের কোন দিকে কুমোরদের বসবাস?**
(ক) পূর্ব দিকে (খ) পশ্চিম দিকে (গ) উত্তর দিকে (ঘ) দক্ষিণ দিকে

১৬। **দিনাজপুরে নিচের কোনটি অবস্থিত?**
(ক) ষাটগম্বুজ মসজিদ (খ) মহাস্থানগড় (গ) শালবন বিহার (ঘ) কান্তজির মন্দির

১৭। **অনুচ্ছেদে মূলত বলা হয়েছে—**
(ক) বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের সম্ভাবনার কথা (খ) বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের অবনতির কথা
(গ) মৃৎশিল্প তৈরির কৌশল সম্পর্কে (ঘ) মৃৎশিল্পীদের জীবনযাপন সম্পর্কে

১৮। **কুমোর কারা?**
(ক) যারা মাটি নিয়ে গবেষণা করেন (খ) যারা প্রত্নতত্ত্বের সন্ধান করেন
(গ) যারা মাটি দিয়ে জিনিস তৈরি করেন (ঘ) যারা মাটি কাটার কাজ করেন

১৯। **মৃৎশিল্পের জন্য সবচেয়ে উপযোগী কোনটি?**
(ক) বেলে-দোঁআশ মাটি (খ) দোঁআশ মাটি (গ) বেলে মাটি (ঘ) এঁটেল মাটি

২০। **'সরঞ্জাম' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) উপকরণ (খ) গবেষণা (গ) কৌশল (ঘ) নৈপুণ্য

২১। **বেলে মাটি দিয়ে মাটির জিনিস তৈরি করলে কী ঘটবে?**
(ক) অনেক দিন টিকবে (খ) খুব দ্রুত ভেঙে যাবে
(গ) রং চমৎকারভাবে ফুটবে (ঘ) মৃৎশিল্পের উন্নতি হবে

২২। **কুমোরপাড়ায় গিয়ে কী দেখা গেল?**
(ক) সবাই গল্পগুজবে ব্যস্ত (খ) সবাই অতিথি বরণে ব্যস্ত

(গ) সবাই মাটির কাজে ব্যস্ত (ঘ) সবাই খাওয়া-দাওয়ায় ব্যস্ত

২৩। **'কদর' শব্দটির অর্থ হলো—**

(ক) সৌন্দর্য (খ) মর্যাদা (গ) নৈপুণ্য (ঘ) কৌশল

২৪। **কান্তজির মন্দির কোথায় অবস্থিত?**

(ক) রাজশাহীতে (খ) বগুড়ায় (গ) দিনাজপুরে (ঘ) নওগাঁয়

২৫। **আনন্দপুর গ্রামের কোনদিকে কুমোরপাড়ার অবস্থান?**

(ক) পশ্চিম দিকে (খ) পূর্ব দিকে (গ) দক্ষিণ দিকে (ঘ) উত্তর দিকে

২৬। **'মৃৎ' শব্দটির অর্থ কী?**

(ক) মাটি (খ) মূল্য (গ) পানি (ঘ) জীবন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ:**

০১। **মাটির শিল্প বলতে কী বুঝি?**

উত্তর : মাটির শিল্প বলতে আমরা বুঝি মাটি দিয়ে তৈরি শিল্পকর্মকে। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ হলো মাটি। কুমোররা তাঁদের হাতের নৈপুণ্য ও কারিগরি জ্ঞান কাজে লাগিয়ে এ ধরনের শিল্পকর্ম তৈরি করেন।

০২। **বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্পকর্ম কোনটি?**

উত্তর : বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্পকর্ম হলো মৃৎশিল্প। এ দেশের কুমোর সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে মৃৎশিল্পের চর্চা করে আসছেন।

০৩। **শখের হাঁড়ি কী রকম?**

উত্তর : শখের হাঁড়ি হলো মাটি দিয়ে তৈরি এক ধরনের হাঁড়ি। এই হাঁড়িতে অপূর্ব সুন্দর সব কাজ করা থাকে। শখ করে পছন্দের জিনিস এ হাঁড়িতে রাখা হয় বলে এর নাম শখের হাঁড়ি।

০৪। **বৈশাখী মেলায় কী কী পাওয়া যায়?**

উত্তর : বৈশাখী মেলায় বিচিত্র সব জিনিস পাওয়া যায়। বাঁশের তৈরি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন- কুলো, ডালা, ঝুড়ি, চালুন, মাছ ধরার চাঁই ইত্যাদি মেলে বৈশাখী মেলায়। মাটির তৈরি খেলনা, পুতুল ও বিভিন্ন ধরনের তৈজসপত্রও পাওয়া যায় এ মেলায়। এ ছাড়া পাওয়া যায় বাঙি, তরমুজ, মুড়ি-মুড়কি, জিলাপি, বাতাসা ইত্যাদি মজার মজার খাবার।

০৫। **মৃৎশিল্পের প্রধান উপাদান কী?**

উত্তর : মৃৎশিল্পের প্রধান উপাদান হলো মাটি।

০৬। **কয়েকটি মৃৎশিল্পের নাম বলি।**

উত্তর : আমাদের দেশের কুমোররা নানা ধরনের মৃৎশিল্প তৈরি করেন। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে মাটির হাঁড়ি, কলস, সরা, বাসন-কোসন, পেয়ালা, সুরাই, মটকা, জালা, পিঠে তৈরির ছাঁচ, নানা ধরনের খেলনা, টেরাকোটা ইত্যাদি।

০৭। **টেরাকোটা কী?**

উত্তর : টেরাকোটা একটি ল্যাটিন শব্দ। 'টেরা' অর্থ মাটি, আর 'কোটা' অর্থ হলো পোড়ানো। পোড়ামাটির তৈরি মানুষের ব্যবহারের সামগ্রীগুলো টেরাকোটা হিসেবে পরিচিত। নকশা করা মাটির ফলক ইটের মতো পুড়িয়ে এ শিল্পকর্ম তৈরি করা হয়। টেরাকোটা বাংলাদেশের প্রাচীন মৃৎশিল্প।

০৮। **বাংলাদেশের কোথায় পোড়ামাটির প্রাচীন শিল্প দেখতে পাওয়া যায়?**

উত্তর : বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পোড়ামাটির প্রাচীন শিল্প দেখতে পাওয়া যায়। শালবন বিহার, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার ও দিনাজপুরের কান্তজির মন্দিরে টেরাকোটার কাজ রয়েছে।

০৯। **মাটির শিল্প কেন আমাদের ঐতিহ্য ও গৌরবের বিষয়?**

উত্তর : আমাদের কুমোর সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে এ দেশের প্রাচীনতম শিল্পটিকে বহন করে চলেছেন। মাটির তৈরি নানা শিল্পকর্মে আমাদের দেশের ঐতিহ্যের ছাপ লক্ষ করা যায়। পোড়ামাটির শিল্প বা টেরাকোটাগুলোতেও দেখা যায় অপূর্ব সুন্দর কারুকার্য। এ দেশের মানুষের মন যে শিল্পীর মন আমাদের মৃৎশিল্প সে পরিচয় বহন করে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোতেও দেখা যায় মৃৎশিল্পের চমৎকার সব নিদর্শন। এগুলো আমাদের সভ্যতার ইতিহাসকেই তুলে ধরে। মৃৎশিল্প তাই আমাদের ঐতিহ্য ও গর্বের বিষয়।

১০। **'মামার বাড়ি রসের হাঁড়ি'—প্রচলিত এই কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়?**

উত্তর : মামার বাড়ি সবার কাছেই স্বপ্নময় একটি জায়গা। মামার বাড়িতে আদর, ভালোবাসা আর আপ্যায়নের মাত্রা অন্য যেকোনো জায়গার চেয়ে বেশি হয়। এ বাড়ির লোকজনের কাছে আমাদের আবদারের পরিমাণও হয় বেশি। ইচ্ছেমতো যা খুশি করা যায়। শাসন-বারণের ভয় থাকে না। মামার বাড়িতে কাটানো পুরোটা সময়ই আনন্দে ভরপুর থাকে বলে 'মামার বাড়ি রসের হাঁড়ি'- কথাটি বলা হয়।

১১। **টেপা পুতুল বলতে কী বোঝ?**

উত্তর : আমাদের কুমোররা নরম এঁটেল মাটি হাত দিয়ে টিপে টিপে নানা ধরনের ও নানা আকারের পুতুল তৈরি করেন। টিপে টিপে তৈরি করা হয় বলে এগুলোর নাম টেপা পুতুল।

১২। **মাটির শিল্পকর্ম তৈরি করতে কী কী প্রয়োজন?**

উত্তর : মাটির শিল্পকর্ম তৈরি করতে প্রয়োজন পরিষ্কার এঁটেল মাটি, কাঠের চাকা এবং আরও কিছু ছোটখাটো যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম। কুমোররা কাঠের চাকায় মাটির তাল লাগিয়ে তাদের নৈপুণ্য ও কারিগরি জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মাটির জিনিসপত্র তৈরি করেন।

১৩। **নকশা করার কাজে ব্যবহৃত রংগুলো কুমোররা কীভাবে সংগ্রহ করেন?**

উত্তর : নকশা করার কাজে ব্যবহৃত রংগুলো কুমোররা শিম, সেগুন পাতার রস, কাঁঠালগাছের বাকল ইত্যাদি থেকে তৈরি করেন। তাছাড়া বাজার থেকে কিনে আনা রংও ব্যবহার করা হয় এ কাজে।

১৪। আনন্দপুর গ্রামে কয় ঘর কুমোরের বাস?

উত্তর : আনন্দপুর গ্রামে আট-দশ ঘর কুমোরের বাস।

১৫। আনন্দপুর গ্রামের কুমোরপাড়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

উত্তর : আনন্দপুর গ্রামের উত্তর দিকে আট দশ ঘর কুমোরের বাস। কুমোরপাড়ায় ছোট-বড় সকলেই নানা রকম মাটির জিনিসপত্র তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করে। কেউ মাটির তাল চাক করে সাজিয়ে রাখে, কেউ চাকায় মাটি লাগিয়ে নানা আকারের পাত্র বানায়। কেউ কেউ পাত্রগুলোকে রোদে শুকোতে দেয়। পাত্রগুলোকে পরে মাটির চুলায় পোড়ানো হয়।

১৬। মামার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে কী কী থাকে?

উত্তর : মামার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে থাকে ছবি আঁকার নানা জিনিস। আর থাকে একটা বাঁশি।

১৭। পুতুলের পাশে ঘোলা চোখে কী তাকিয়ে ছিল?

উত্তর : পুতুলের পাশে ঘোলা চোখে তাকিয়ে ছিল মাটির তৈরি একটা চকচকে রুপালি ইলিশ।

১৮। মৃৎশিল্পের জন্য কেমন মাটি প্রয়োজন? কেন প্রয়োজন?

উত্তর : মৃৎশিল্পের জন্য পরিষ্কার এঁটেল মাটি প্রয়োজন। এ মাটি আঠালো হওয়ায় সহজেই আকৃতি দেওয়া যায়। যা অন্য মাটি দিয়ে করা যায় না।

১৯। মৃৎশিল্প কাকে বলে?

উত্তর : মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে মৃৎশিল্পকে বলে।

২০। মৃৎশিল্পের জন্য কোন সরঞ্জামটি সবার আগে প্রয়োজন?

উত্তর : মৃৎশিল্পের জন্য সবার আগে প্রয়োজন একটা কাঠের চাকা।

২১। দোঁআশ ও বেলে মাটি দিয়ে মৃৎশিল্পের কাজ হয় না কেন?

উত্তর : মৃৎশিল্পের জন্য প্রয়োজন আঠালো মাটি। কিন্তু দোঁআশ মাটি খুব একটা আঠালো নয়। আর বেলে মাটি ঝরঝরে। তাই এগুলো দিয়ে মৃৎশিল্পের কাজ হয় না।

২২। মৃৎশিল্পের চর্চায় কাঠের চাকা কীভাবে কাজে লাগে?

উত্তর : মৃৎশিল্পের চর্চায় কাঠের চাকা সবচেয়ে জরুরি উপাদান। এই চাকায় প্রথমে নরম মাটির তাল লাগানো হয়। তারপর কুমোররা চাকাটি জোরে ঘোরান। আর হাত দিয়ে ধরেন মাটির তাল। এভাবে চাকার সাহায্যে তাঁরা নানা আকারের মাটির জিনিস তৈরি করেন।

২৩। আজকাল কী কাজে নকশা করা মাটির ফলক ব্যবহার করা হচ্ছে?

উত্তর : আজকাল সরকারি-বেসরকারি ভবনে সৌন্দর্য বাড়ানোর কাজে নকশা করা মাটির ফলক ব্যবহৃত হচ্ছে।

২৪। কুমোরপাড়ার লোকদের কাজ সম্পর্কে দুটি বাক্য লেখ?

উত্তর : কুমোরপাড়ার লোকদের কেউ মাটির তাল চাক করে সাজিয়ে রাখছেন। কেউ-বা কাঠের চাকায় মাটি লাগিয়ে নানা আকারের পাত্র বানাচ্ছেন।

২৫। পোড়ামাটির এই ফলক বাংলার প্রাচীন মৃৎশিল্প– কথাটি বুঝিয়ে লেখ।?

উত্তর : এদেশে পোড়ামাটির ফলক বা টেরাকোটা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে হাজার বছর আগে। নানা ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোতে পাওয়া গেছে টেরাকোটার কাজ। তাই একে বাংলার প্রাচীন মৃৎশিল্প বলা হয়েছে।

❑ **প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:**

শব্দ		অর্থ
শখ	–	মনের ইচ্ছা, রুচি।
টেপা পুতুল	–	কুমোররা নরম এঁটেল মাটির চাক হাতে নিয়ে টিপে টিপে নানা ধরনের ও নানা আকারের পুতুল তৈরি করেন। টিপে টিপে তৈরি করা হয় বলে এসব পুতুলের নাম টেপা পুতুল। তবে এসব মাটির পুতুলের হাত-পা বা জোড়াগুলো একটু ভিজে ভিজে মাটি দিয়ে যত্ন করে লাগাতে হয়।
নকশা	–	রেখা দিয়ে আঁকা ছবি। শখের হাঁড়ি, টেপা পুতুল বা পশুপাখির গায়ে গ্রামের কুমোর শিল্পীরা নানা রঙের ছবি আঁকেন। এ ছবিগুলোই হলো নকশা।
শালবন বিহার	–	কুমিল্লার ময়নামতিতে মাটি খুঁড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন। অষ্টাদশ শতকের এই পুরাকীর্তি বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতার পরিচায়ক। শালবন বিহারে পাওয়া গেছে নানা ধরনের পোড়ামাটির ফলক।
টেরাকোটা	–	এটি ল্যাটিন শব্দ। 'টেরা' অর্থ মাটি, আর 'কোটা' অর্থ পোড়ানো। পোড়ামাটির তৈরি মানুষের ব্যবহারের সব রকমের জিনিস টেরাকোটা হিসেবে পরিচিত।
মৃৎশিল্প	–	মাটির তৈরি শিল্পকর্ম। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ মাটি বলেই এর নাম মৃৎশিল্প।
শখের হাঁড়ি	–	মাটি দিয়ে তৈরি কারুকাজ করা এক ধরনের হাঁড়ি। শখ করে এ হাঁড়িতে পছন্দের জিনিস রাখা হয় বলে এর নাম শখের হাঁড়ি।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : মাটির শিল্প বা মৃৎশিল্পের প্রধান উপাদান হলো মাটি। এঁটেল মাটিই এ শিল্পের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। এদেশের কুমোররা যুগ যুগ ধরে এই শিল্পের সাথে যুক্ত। হাতের নৈপুণ্য আর কারিগরি জ্ঞানের মাধ্যমে খুব সহজেই তাঁরা নানা আকারের মাটির জিনিস তৈরি করেন। এসব কাজে তাঁরা ব্যবহার করেন বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম।

০৯. শব্দদূষণ

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখ:**

০১। **পল্লিতে কুকুরের দল কখন ডাকে?**
ক) সারাদিন খ) সারারাত গ) খুব ভোরে ঘ) নিশি রাতে

০২। **পাখিদের ডাকাডাকির আওয়াজকে কী বলে?**
ক) হাঁকাহাঁকি খ) কিচিরমিচির গ) হইচই ঘ) হাঁকডাক

০৩। **পল্লিতে কার গান শোনা যায়?**
ক) গরুর খ) ফেরিঅলার গ) পাতি কাকের ঘ) ঘুঘুর

০৪। **শহরে ঝাঁকে ঝাঁকে কী ডাকে?**
ক) মোরগ খ) পাতিকাক গ) ঘুঘু ঘ) হাঁস

০৫। **কোনটি শহরের জীবন-জ্বালা?**
ক) কুকুরের চিৎকার খ) ফেরিঅলার হাঁক গ) পাতিকাকের ডাক ঘ) শব্দদূষণ

০৬। **ইশকুল মাঠে কারা হইচই করে?**
ক) ফেরিঅলারা খ) ছোটরা গ) পাতি কাকেরা ঘ) টুনটুনিরা

০৭। **দোয়েল চড়ুইয়ের ডাকাডাকিতে কী হয়?**
ক) মনের শান্তি নষ্ট হয় খ) শব্দদূষণ হয় গ) মন ভরে যায় ঘ) কান ঝালাপালা হয়

০৮। **রাস্তায় বা বাড়িতে ঘুরে যারা জিনিসপত্র বিক্রি করেন তাঁদের কী বলে?**
ক) ডুবুরি খ) ফেরিঅলা গ) মুচি ঘ) বাড়িঅলা

০৯। **গাড়ির হর্ন বাজা; সিডি, টিভি ইত্যাদি চলার ফলে কী সৃষ্টি হয়?**
ক) পানিদূষণ খ) বায়ুদূষণ গ) শব্দদূষণ ঘ) মাটিদূষণ

১০। **'মুশকিল' শব্দের অর্থ—**
ক) সমাধান খ) সহজ গ) সমস্যা ঘ) সুবিধা

১১। **পাতিকাকের ডাক কেমন?**
ক) মিষ্টি খ) ঘুঘুর ডাকের মতো গ) সুরেলা ঘ) কর্কশ

১২। **'নিশিরাত' শব্দের অর্থ কী?**
ক) গভীর রাত্রি খ) মধ্য দুপুর গ) খুব সকালে ঘ) শেষ বিকেল

১৩। **ফেরিঅলার হাঁকের ফলে কী সৃষ্টি হয়?**
ক) মধুর কলতান খ) কিচিরমিচির গ) বায়ুদূষণ ঘ) শব্দদূষণ

১৪। **কবিতাংশের মূলভাব কোনটি?**
ক) নানা রকম পাখির পরিচিতি খ) পশু-পাখিদের উপকারিতা
গ) শহরের যানবাহনের সমস্যা ঘ) শহর ও গ্রামের জীবনের পার্থক্য

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ:**

০১। **কবিতায় কোন কোন পশু ও পাখির কথা বলা হয়েছে?**
উত্তর : কবিতায় যেসব পশু ও পাখির কথা বলা হয়েছে সেগুলো হলো- গরু, হাঁস, কবুতর, মোরগ, কুকুর, দোয়েল, চড়ুই, ঘুঘু, টুনটুনি ও পাতি কাক।

০২। **শহরে ঘুমানোয় অসুবিধা কেন?**
উত্তর : শহরে নানা রকম শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। পাতি কাকের ডাক, হর্নের শব্দ, সিডি, টিভি, টেলিফোন, দরজার বেল ইত্যাদির আওয়াজ, আর ফেরিঅলার হাঁকডাকে শব্দদূষণ ঘটে। ফলে ঠিকমতো ঘুমানো যায় না।

০৩। **কুকুরের ডাক আর পাখির ডাকের মধ্যে কোনটি তোমার ভালো লাগে? কেন?**
উত্তর : কুকুরের ডাক ও পাখির ডাকের মধ্যে পাখির ডাক আমার ভালো লাগে। এর কারণ–
কুকুরের উচ্চঃস্বরে ঘেউ ঘেউ ডাক শব্দদূষণের সৃষ্টি করে। এ ডাক শুনলে মনে অশান্তি সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে পাখির ডাক খুবই মধুর। কোনো কোনো পাখির ডাক খুবই সুরেলা। শুনলেই মন ভালো হয়ে যায়।

০৪। **গ্রামের মানুষ কোন পাখির ডাক শুনে ঘুম থেকে ওঠেন?**
উত্তর : গ্রামের মানুষ সাধারণত মোরগের ডাক শুনে ঘুম থেকে ওঠেন। এছাড়া দোয়েল, চড়ুই, ঘুঘু, টুনটুনি ইত্যাদি পাখির কিচিরমিচির শব্দেও তাঁদের ঘুম ভাঙে।

০৫। **কবিতায় উল্লিখিত গ্রামের গৃহপালিত পশু ও পাখিদের একটি তালিকা তৈরি কর।**

উত্তর : কবিতায় উল্লিখিত গৃহপালিত পশু ও পাখিদের তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলো :

গৃহপালিত পশু	গৃহপালিত পাখি
গরু, কুকুর	হাঁস, কবুতর, মোরগ

০৬। **নিশিরাতে কারা জোরে ডাকে?**

উত্তর : নিশিরাতে কুকুরের দল জোরে ডাকে।

০৭। **গ্রামে কোন কোন পাখির কিচিরমিচির শোনা যায়?**

উত্তর : গ্রামে দোয়েল, চড়ুই, ঘুঘু, টুনটুনি ইত্যাদি পাখির কিচিরমিচির শোনা যায়।

০৮। **শহরে ফেরিঅলা কী করেন?**

উত্তর : শহরে ফেরিঅলা গলিপথে হেঁটে আর হাঁক দিয়ে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে জিনিসপত্র বিক্রি করেন।

০৯। **ফেরিঅলা কাদের বলে?**

উত্তর : রাস্তায় বা বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে যারা জিনিসপত্র বিক্রি করেন তাঁদের ফেরিঅলা বলে।

১০। **'পল্লির সেই সুরে ভরে যায় মন'—বাক্যটিতে কী বোঝানো হয়েছে?**

উত্তর : গ্রামে শব্দ অনেক কম। আর সামান্য যা কিছু শব্দ হয় তা করে নানা রকম পশুপাখি। সেই শব্দে সবার মন ভরে যায়। তাই গ্রামে মনের শান্তি বজায় থাকে।

১১। **কোথায় ঘুম দেওয়া মুশকিল?**

উত্তর : শহরে ঘুম দেওয়া মুশকিল।

১২। **গ্রামে কোন কোন পাখির ডাক শোনা যায়?**

উত্তর : গ্রামে দিনভর নানা রকমের পাখির ডাক শোনা যায়। এদের মধ্যে রয়েছে– হাঁস, কবুতর, মোরগ, দোয়েল, চড়ুই, ঘুঘু, টুনটুনি ইত্যাদি।

১৩। **শহরের জীবন-জ্বালা কী? পল্লির সাথে শহরের পার্থক্য কোথায়?**

উত্তর : শব্দদূষণ শহরের জীবন-জ্বালা।
পল্লিতে শব্দদূষণ নেই বলে মনের শান্তি বজায় থাকে। অন্যদিকে শহরে শব্দদূষণের কারণে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

❑ **প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:**

শব্দ		অর্থ
নিশিরাত	–	গভীর রাত্রি। মাঝ রাত।
কিচির মিচির	–	পাখির ডাকাডাকির আওয়াজ।
ফেরিঅলা	–	রাস্তায় বা বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে যারা জিনিসপত্র বিক্রি করেন।
শব্দদূষণ	–	অত্যন্ত কোলাহলে শব্দদূষণ ঘটে।

❑ **কবিতাংশটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : কবিতাংশে গ্রাম আর শহরের জীবনের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। গ্রামে সারাদিন নানা রকম পশু আর পাখির ডাকাডাকির শব্দ শোনা যায়। তা শুনে সবার মন ভরে যায়। অন্যদিকে শহরে নানা রকম বিরক্তিকর শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। এতে মনের শান্তি নষ্ট হয়।

১০. স্মরণীয় যাঁরা চিরদিন

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখ:**

০১। **বাংলাদেশ কত সালে স্বাধীনতা অর্জন করে?**
ⓚ ১৯৪৭ সালে ⓚ ১৯৫২ সালে ⓖ ১৯৭১ সালে ⓖ ১৯৯৯ সালে

০২। **কীভাবে বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়েছে?**
ⓚ ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে ⓚ গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে
ⓖ ছয় দফা আন্দোলনের মাধ্যমে ⓖ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে

০৩। **স্বাধীনতার জন্য আমরা কাদের কাছে কৃতজ্ঞ?**
ⓚ শহিদদের কাছে ⓚ রাজাকারদের কাছে
ⓖ হানাদার বাহিনীর কাছে ⓖ পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে

০৪। **১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এ দেশে কী হয়?**
ⓚ ভাষা আন্দোলন ⓚ ছয় দফা আন্দোলন ⓖ মুক্তিযুদ্ধ ⓖ সিপাহি বিদ্রোহ

০৫। **পাকিস্তানিরা এদেশে দীর্ঘ নয় মাস কী চালিয়েছিল?**
ⓚ সুশাসন ⓚ নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ ⓖ সুবিচার ⓖ চোরাগোপ্তা হামলা

০৬। **রাজাকার, আলবদর বাহিনীতে যোগ দেওয়া মানুষগুলো ছিল—**
ⓚ আলোকিত ⓚ বরেণ্য ⓖ হৃদয়হীন ⓖ নির্লোভ

০৭। **অধ্যাপক এম. মুনিরুজ্জামান কী পড়াতেন?**
(ক) বিজ্ঞান (খ) ইংরেজি (গ) বাংলা (ঘ) গণিত

০৮। **প্রচন্ড গোলাগুলির শব্দ শুনে অধ্যাপক এম. মুনিরুজ্জামান কী করলেন?**
(ক) জানালা খুলে বসলেন (খ) পেছনের দরজা দিয়ে পালাতে চাইলেন
(গ) কোরআন পড়া শুরু করলেন (ঘ) বাইরে বেরিয়ে এলেন

০৯। **অধ্যাপক এম. মুনিরুজ্জামানের বাড়ির নিচতলায় কে থাকতেন?**
(ক) অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব (খ) অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা
(গ) সাংবাদিক মেহেরুন্নেসা (ঘ) সুরকার আলতাফ মাহমুদ

১০। **অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব কোন বিষয়ের নামকরা শিক্ষক ছিলেন?**
(ক) ইংরেজি (খ) বিজ্ঞান (গ) বাংলা (ঘ) দর্শন

১১। **শহিদ সাবের ২৫এ মার্চ রাতে কোন পত্রিকা অফিসে ঘুমিয়ে ছিলেন?**
(ক) দৈনিক বাংলা (খ) দৈনিক আজাদ (গ) দৈনিক সংবাদ (ঘ) দৈনিক জনকণ্ঠ

১২। **কী হিসেবে সাংবাদিক মেহেরুন্নেসার পরিচিতি ছিল?**
(ক) কবি (খ) সুরকার (গ) সংগীতশিল্পী (ঘ) ছড়াকার

১৩। **যোগেশচন্দ্র ঘোষ কত বছর বয়সে প্রাণ হারান?**
(ক) ৮০ বছর (খ) ৮৪ বছর (গ) ৮৫ বছর (ঘ) ৮৮ বছর

১৪। **ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কত সালে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলেছিলেন?**
(ক) ১৯৪৭ সালে (খ) ১৯৪৮ সালে (গ) ১৯৫২ সালে (ঘ) ১৯৫৮ সালে

১৫। **সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কে?**
(ক) সাধনচন্দ্র ঘোষ (খ) যোগেশচন্দ্র ঘোষ (গ) নতুনচন্দ্র সিংহ (ঘ) আর.পি সাহা

১৬। **ভাষাশহিদদের স্মরণ করে একুশে ফেব্রুয়ারি কোথায় ফুল দেওয়া হয়?**
(ক) জাতীয় স্মৃতিসৌধে (খ) বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে
(গ) শহিদ মিনারে (ঘ) রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে

১৭। **পাকবাহিনী কখন বুঝতে পারে যে তাদের পরাজয় অবধারিত?**
(ক) মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগেই (খ) মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্রই
(গ) মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে (ঘ) মুক্তিযুদ্ধের প্রায় শেষ দিকে

১৮। **অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন?**
(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
(গ) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৯। **অধ্যাপক রাশীদুল হাসান কিসের অধ্যাপক ছিলেন?**
(ক) ইংরেজির (খ) দর্শনের (গ) ইতিহাসের (ঘ) গণিতের

২০। **ফজলে রাব্বী ছিলেন প্রখ্যাত—**
(ক) সাংবাদিক (খ) চিকিৎসক (গ) অধ্যাপক (ঘ) লেখক

২১। **১৪ই ডিসেম্বর আমরা কোন দিবসটি পালন করি?**
(ক) মাতৃভাষা দিবস (খ) ভাষাশহিদ দিবস (গ) শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস (ঘ) বিজয় দিবস

২২। **শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আমরা ভুলব না কেন?**
(ক) দেশের জন্য জীবন দিয়েছিলেন বলে (খ) দেশকে শত্রুমুক্ত করেছিলেন বলে
(গ) অনেক জ্ঞানী ছিলেন বলে (ঘ) দেশের অপূরণীয় ক্ষতি করেছিলেন বলে

২১। **কোন তারিখে পাকিস্তানি সেনারা ঢাকার নিরস্ত্র, ঘুমন্ত মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে?**
(ক) ১৯৭১ সালের সাতাশে মার্চ (খ) ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ
(গ) ১৯৭১ সালের ঊনত্রিশে মার্চ (ঘ) ১৯৭১ সালের ছাব্বিশে মার্চ

২২। **প্রতি বছর ১৪ই ডিসেম্বর পালন করা হয়—**
(ক) 'স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে (খ) 'মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে
(গ) 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে (ঘ) 'বিজয় দিবস' হিসেবে

২৩। **দেশ স্বাধীন হবার পর বুদ্ধিজীবীদের ক্ষত-বিক্ষত লাশ পাওয়া যায়-**
(ক) মিরপুর ও রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে (খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
(গ) ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে (ঘ) সংবাদপত্র অফিসে

২৪। **ভাষা দিবসের সাথে জড়িয়ে আছে কোন দুজনের নাম?**
(ক) রণদাপ্রসাদ সাহা ও যোগেশচন্দ্র ঘোষ (খ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রণদাপ্রসাদ সাহা
(গ) যোগেশচন্দ্র ঘোষ ও আলতাফ মাহমুদ (ঘ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও আলতাফ মাহমুদ

২৫। **'আয়ুর্বেদ' হলো—**

ক) প্রযুক্তি নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতি
খ) অ্যালোপ্যাথি নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতি
গ) কবিরাজি নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতি
ঘ) জাদুবিদ্যা নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতি

২৬। **সাধনা ঔষধালয় হলো—**
ক) একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
খ) একটি আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠান
গ) রণদা প্রসাদ সাহার কীর্তি
ঘ) নতুনচন্দ্র সিংহের কীর্তি

২৭। **'প্রখ্যাত' শব্দের অর্থ কী?**
ক) প্রমাণিত
খ) প্রচলিত
গ) প্রয়োজনীয়
ঘ) প্রসিদ্ধ

২৮। **অনুচ্ছেদ থেকে বলা যায় পাক হানাদাররা হত্যা করেছিল এ দেশের—**
ক) বরেণ্য মানুষদের
খ) ধনী মানুষদের
গ) দুর্নীতিবাজ মানুষদের
ঘ) বয়স্ক মানুষদের

২৯। **'নিরস্ত্র' শব্দের অর্থ কী?**
ক) অস্ত্রে ভয় নেই যার
খ) অস্ত্র চেনে না যে
গ) অস্ত্রের ব্যবহার জানে না যে
ঘ) অস্ত্র নেই যার

৩০। **অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা যে বাড়িতে থাকতেন সে বাড়িতেই থাকতেন—**
ক) অধ্যাপক গোবিন্দবন্দ্র দেব
খ) অধ্যাপক এম. মুনিরুজ্জামান
গ) অধ্যাপক রাশীদুল হাসান
ঘ) অধ্যাপক সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য

৩১। **গোলাগুলির শব্দ শুনে অধ্যাপক এম. মুনিরুজ্জামান পবিত্র কোরান পড়া শুরু করলেন কেন?**
ক) প্রচন্ড ভয় পেয়েছিলেন বলে
খ) আরবি সাহিত্যের শিক্ষক ছিলেন বলে
গ) ভয় পাননি বলে
ঘ) হানাদারদের নির্দেশ ছিল বলে

৩২। **'বরেণ্য' শব্দের অর্থ কী?**
ক) ধন্য
খ) অপ্রয়োজনীয়
গ) মান্য
ঘ) বর্জনীয়

৩৩। **অনুচ্ছেদে মূলত বলা হয়েছে—**
ক) বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগের কথা
খ) আলোকিত মানুষ হওয়ার উপায়
গ) বাংলার মানুষের প্রতিরোধের কথা
ঘ) হানাদারদের পরাজয়ের কথা

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ:**

০১। **১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা এদেশে কী করেছিল?**
উত্তর : ১৯৭১ সালের পঁচিশ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা এদেশে বর্বর হত্যাকা- চালিয়েছিল। গভীর রাতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিল ঘুমন্ত নিরস্ত্র মানুষের ওপর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে, ব্যারাকে ও নানা আবাসিক এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে নির্বিচারে মানুষ খুন করে ছিল হানাদাররা।

০২। **রাজাকার আলবদর কারা? তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে লিখ।**
উত্তর : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যারা দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে নানা অপকর্মে সহযোগিতা করেছিল তারাই রাজাকার, আলবদর নামে পরিচিত। বাংলাদেশের বরেণ্য ও মেধাবী ব্যক্তিদের হত্যার পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য এই বাহিনীগুলো গড়ে তোলে পাকিস্তানিরা। ঘৃণ্য, অসাধু, লোভী কিছু মানুষ বাহিনীগুলোতে যোগ দিয়ে পাকিস্তানিদের সেই বিশেষ হত্যা পরিকল্পনা সফল করতে সাহায্য করে।

০৩। **কোন শহিদ বুদ্ধিজীবী প্রথম পাকিস্তানি গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান? তাঁর সম্পর্কে বল।**
উত্তর : ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সর্বপ্রথম পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান।
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন একজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে কুমিল্লার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। তখন তাঁর বয়স ছিল ৮৫ বছর।

০৪। **শহিদ সাবের কে ছিলেন? তিনি কীভাবে শহিদ হন?**
উত্তর : শহিদ সাবের ছিলেন একজন লেখক ও সাংবাদিক। ১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চ রাতে তিনি দেশের একটি প্রধান সংবাদপত্র 'দৈনিক সংবাদ'-এর অফিসে ঘুমিয়ে ছিলেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা ঐ অফিসে আগুন লাগিয়ে দিলে আগুনে দগ্ধ হয়ে শহিদ হন শহিদ সাবের।

০৫। **রণদাপ্রসাদ সাহাকে কেন দানবীর বলা হয়?**
উত্তর : দানশীলতার জন্য রণদাপ্রসাদ সাহাকে 'দানবীর' বলা হয়। এ দেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনের জন্য তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন।

০৬। **দুজন শহিদ সাংবাদিকের নাম বলি ও তাঁরা কোথায় কীভাবে শহিদ হন সে সম্পর্কে লিখ।**
উত্তর : ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ শহিদ হওয়া দুজন সাংবাদিকদের মাঝে ছিলেন শহিদ সাবের, মেহেরুন্নেসা প্রমুখ।
শহিদ সাবের ছিলেন মেধাবী লেখক ও সাংবাদিক। পঁচিশে মার্চের ভয়াল রাতে পাকিস্তানি সেনারা আগুন দেয় দেশের অন্যতম একটি সংবাদপত্র 'দৈনিক সংবাদ'-এর অফিসে। সেখানে ঘুমিয়ে ছিলেন শহিদ সাবের। আগুনে পুড়ে শহিদ হন তিনি। কবি-সাংবাদিক মেহেরুন্নেসাকেও অল্প বয়সেই প্রাণ দিতে হয় হানাদারদের আক্রমণে।

০৭। **আমরা কীভাবে শহিদদের ঋণ শোধ করতে পারি?**

উত্তর : শহিদদের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা। তাঁরা দেশ ও মাতৃভাষার জন্য ত্যাগের মহান আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। সেই আদর্শ অনুসরণ করে নিজেদের যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই আমরা শহিদদের ঋণ শোধ করতে পারব।

০৮। কোন দিনটিকে 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে পালন করা হয়? কেন?

উত্তর : ১৪ই ডিসেম্বরকে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে পরাজয় অবধারিত বুঝতে পেরে এ দেশকে গভীরভাবে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয় পাকিস্তানিরা। এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে অপূরণীয় ক্ষতি করার পরিকল্পনা করে তারা। ১৪ই ডিসেম্বর রাজাকার, আলবদর, আল-শাম্‌স্‌ বাহিনীর সহায়তায় নানা পেশার অনেক যশস্বী ব্যক্তিদের বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়। সেই শহিদদের স্মরণ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করি আমরা।

০৯। আমরা কেন চিরদিন শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করব?

উত্তর : শহিদ বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। দেশ ও মাতৃভাষার জন্য আত্মত্যাগের মহান আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তাঁরা। তাঁদের এ অবদান আমরা কোনো দিন ভুলব না।

১০। ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ দিন কেন?

উত্তর : ১৬ই ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্তভাবে শত্রুমুক্ত হয়ে বিজয় অর্জন করি। তাই এ দিনটি আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১১। মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের মানুষ কীভাবে শহিদ হন?

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের অসংখ্য মানুষ শহিদ হন। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহিদ হন মুক্তিযোদ্ধারা। আর সাধারণ মানুষ দেশের ভেতর অবরুদ্ধ থাকতে থাকতে পাকবাহিনীর নির্যাতনে প্রাণ হারান।

১২। ২৫এ মার্চ রাতে পাকবাহিনী কীভাবে তাদের হত্যা পরিকল্পনা কার্যকর করে?

উত্তর : ২৫এ মার্চ রাতে পাকবাহিনী এদেশের মেধাবী, আলোকিত ও বরেণ্য মানুষদের হত্যা করার এক বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য এদেশেরই কিছু বিশ্বাসঘাতককে নিয়ে গড়ে তোলা হয় রাজাকার, আলবদর ও আল-শামস বাহিনী। তাদের সাহায্য নিয়ে পাকবাহিনী তাদের বিশেষ হত্যা পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করে।

১৩। অধ্যাপক এম. মুনিরুজ্জামান ও অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা কীভাবে শহিদ হন?

উত্তর : এম. মুনিরুজ্জামান ও অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ১৯৭১ সালে ২৫এ মার্চ রাতে পাকবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে প্রাণ হারান। এ দুজন শিক্ষক থাকতেন একই বাড়িতে। ২৫এ মার্চ রাতে হানাদার বাহিনী তাঁদের দুজনকে টেনে-হিঁচড়ে ঘর থেকে বের করে আনে। তারপর গুলি করে হত্যা করে।

১৪। অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব কেমন মানুষ ছিলেন?

উত্তর : দর্শনশাস্ত্রের খ্যাতিমান শিক্ষক অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব ছিলেন অত্যন্ত সহজ-সরল ও নিরহংকারী মানুষ।

১৫। একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের মনে ও মুখে কোন গান বাজে? গানটির সুরকার কে?

উত্তর : একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের মনে আর মুখে বাজে-'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি'– এ গানটি। গানটির সুরকার শহিদ আলতাফ মাহমুদ।

১৬। 'তারা এদেশকে আরও গভীরভাবে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয়'—কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ে হানাদার বাহিনী বুঝতে পারে যে তাদের পরাজয় আসন্ন। তাই মেধা ধ্বংসের মাধ্যমে বাংলাদেশের অপূরণীয় ক্ষতি করার পরিকল্পনা করে তারা। পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা এ দেশের মনস্বী, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও সৃষ্টিশীল সকল মানুষকে হত্যার উদ্যোগ নেয়। দেশদ্রোহী রাজাকার, আলবদর, আল-শামসদের সাহায্য নিয়ে এই দেশকে তারা আরও গভীরভাবে ধ্বংস করতে চায়।

১৭। ১৪ই ডিসেম্বর পাকবাহিনী কর্তৃক ধরে নিয়ে যাওয়া বুদ্ধিজীবীদের কী পরিণতি হয়েছিল?

উত্তর : ১৪ই ডিসেম্বর পাকবাহিনী কর্তৃক ধরে নিয়ে যাওয়া বুদ্ধিজীবীদের করুণ পরিণতি বরণ করতে হয়েছিল। তাঁরা কেউই আর জীবিত ফিরে আসেননি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁদের অনেকের লাশ পাওয়া যায় মিরপুর ও রায়ের বাজারে বধ্যভূমিতে। আবার অনেকেরই সন্ধান মেলেনি।

১৮। রণদাপ্রসাদ সাহা কিসের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন?

উত্তর : রণদা প্রসাদ সাহা এদেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন।

১৯। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে কারা হত্যা করেছিল? তিনি কেন বিখ্যাত ছিলেন?

উত্তর : ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করেছিল।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। ১৯৪৮ সালে তিনিই প্রথম পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তোলেন।

২০। যোগেশচন্দ্র ঘোষ কোন উদ্দেশ্যে কী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

উত্তর : যোগেশচন্দ্র ঘোষ এদেশের মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে সাধনা ঔষধালয় নামক একটি আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন।

২১। অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা কোন বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন?

উত্তর : অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক ছিলেন।

২২। পাকিস্তানিদের বিশেষ পরিকল্পনা কী ছিল?

উত্তর : পাকিস্তানিরা চেয়েছিল বাংলাদেশকে সম্পূর্ণরূপে মেধাশূন্য করতে। তাই তারা এদেশের মেধাবী, আলোকিত ও বরেণ্য মানুষদের হত্যা করার একটি বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

২৩। পাকিস্তানিরা তাদের বিশেষ পরিকল্পনা সফল করার জন্য কী কী করে?

উত্তর : পাকিস্তানিরা তাদের বিশেষ পরিকল্পনা সফল করার জন্য— ১. প্রথমে পুরো দেশের নানা পেশার মেধাবী ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করে। ২. রাজাকার, আলবদর ও আল-শামস বাহিনীর সহায়তায় সেই পরিকল্পনা কার্যকর করে।

❑ **প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:**

শব্দ		অর্থ
অবরুদ্ধ	–	শত্রু দিয়ে বেষ্টিত, বন্দি।
অবধারিত	–	অনিবার্য, যা হবেই।
আত্মদানকারী	–	নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন যিনি।
নির্বিচারে	–	কোনো রকম বিচার-বিবেচনা ছাড়া।
বরেণ্য	–	মান্য।
পাষন্ড	–	নির্দয়।
মনস্বী	–	উদারমনা।
যশস্বী	–	বিখ্যাত, কীর্তিমান।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : ১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চ রাত থেকে পাকিস্তানি বাহিনী এদেশে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। একে একে তারা হত্যা করে এদেশের মেধাবী ও বরেণ্য মানুষদের। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, রণদাপ্রসাদ সাহা, নতুনচন্দ্র সিংহ, আলতাফ মাহমুদ প্রমুখ ছিলেন তেমনই কিছু মানুষ। এ দেশের মানুষদের কল্যাণের জন্য তাঁরা আজীবন কাজ করে গেছেন।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : ১৯৭১ সালে পঁচিশে মার্চ রাত থেকে পাকিস্তানি সেনারা নিরীহ বাঙালিদের নির্বিচারে হত্যা করতে শুরু করে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি দেশের বরেণ্য মানুষদের হত্যার বিশেষ উদ্যোগ নেয় তারা। রাজাকার, আলবদর ও আল-শামস বাহিনী তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সহায়তা করে। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নামকরা শিক্ষকদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

১১. স্বদেশ

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখ:**

০১। **ছেলেটি কোথায় বসে আছে?**
ⓚ নদীর ধারে ⓚ পুকুর পাড়ে ⓖ বনের ধারে ⓖ সমুদ্র পাড়ে

০২। **ছেলেটি কখন মনে মনে প্রকৃতির ছবি আঁকে?**
ⓚ সারা সকাল ⓚ সারা রাত ⓖ যখন ইচ্ছে হয় ⓖ যখন ঘুমুতে যায়

০৩। **ছেলেটির ছবিতে কোনটি আছে?**
ⓚ জারুল গাছ ⓚ জাম গাছ ⓖ জলপাই গাছ ⓖ জবা গাছ

০৪। **নানান কাজের মানুষদের বেশ কেমন?**
ⓚ একই রকম ⓚ বিভিন্ন রকম ⓖ হলুদ রঙের ⓖ সোনালি রঙের

০৫। **মাঠের মানুষ কোথায় যায়?**
ⓚ হাটে ⓚ ঘাটে ⓖ মাঠে ⓖ বাটে

০৬। **ছেলেটির মুখ সারা দেশের সব ছেলের মুখের মতোই—**
ⓚ সুন্দর ⓚ শ্যাম বর্ণের ⓖ টকটকে লাল ⓖ কুৎসিত

০৭। **'স্বদেশ' কবিতার ছেলেটিকে কী বলা যায়?**
ⓚ সংগীতশিল্পী ⓚ অভিনয়শিল্পী ⓖ নৃত্যশিল্পী ⓖ চিত্রশিল্পী

০৮। **'স্বদেশ' কবিতায় বাংলাদেশকে কিসের মতো বলা হয়েছে?**
ⓚ নদীর মতো ⓚ ছবির মতো ⓖ পাহাড়ের মতো ⓖ স্বপ্নের মতো

০৯। **'স্বদেশ' কবিতায় বর্ণিত ছেলেটির নেই—**
ⓚ প্রকৃতি দেখার সময় ⓚ ছবি আঁকার আগ্রহ ⓖ প্রকৃতি দেখার ইচ্ছা ⓖ ছবি আঁকার রং-তুলি

১০। **'বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ'- কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?**
ⓚ বাংলাদেশের সবখানে নদী দেখা যায় ⓚ বাংলাদেশে অল্পসংখ্যক নদী আছে
ⓖ বাংলাদেশের মায়েরা নদীতীরে বাস করেন ⓖ বাংলাদেশের নদীগুলোকে মায়ের মতো ভালোবাসতে হবে

১১। **বাংলাদেশকে কোনটি বলা হয়?**
ⓚ সোনালি নদীর দেশ ⓚ সোনালি আঁশের দেশ
ⓖ সোনালি সুখের দেশ ⓖ সোনালি মানুষের দেশ

১২। **বাংলাদেশের গ্রাম, শস্যখেত সবকিছুকে কিসের উপাদান বলে মনে হয়?**
ক) হাটের উপাদান খ) মাঠের উপাদান গ) নদীর উপাদান ঘ) সমুদ্রের উপাদান

১৩। **'স্বদেশ' কবিতায় কিসের ছবি প্রকাশিত হয়েছে?**
ক) বাংলাদেশের নানা জাতির মানুষের বৈচিত্র্যের ছবি খ) বাংলাদেশের নানা ধরনের পশুপাখির ছবি
গ) বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি ঘ) বাংলাদেশের নামকরা চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবি

১৪। **'স্বদেশ' কবিতায় বর্ণিত ছেলেটি নিজেকে কী বলে পরিচয় দেয়?**
ক) চিত্রশিল্পী খ) ভালোবাসার শিল্পী গ) দেশের মানুষ ঘ) কাজের মানুষ

১৫। **নদীর তীরে সারি সারি কী রাখা ছিল?**
ক) জেলেদের জাল খ) গাছের গুঁড়ি গ) খড়ের গাদা ঘ) নৌকা

১৬। **ছেলেটির সারাদিন কীভাবে কাটে?**
ক) খেলাধূলা করে খ) মাঠের মানুষ আর হাটের মানুষ দেখে
গ) পড়াশোনা করে ঘ) বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করে

১৭। **'স্বদেশ' কবিতায় ছেলেটি কীভাবে তার ছবি আঁকে?**
ক) রং তুলি দিয়ে খ) রং তুলি ছাড়া
গ) নিজের মনের মধ্যে ঘ) মা বাবার সহযোগিতা নিয়ে

১৮। **'স্বদেশ' কবিতায় কবি বাংলাদেশের কোন ছবিটি তুলে ধরেছেন?**
ক) বাংলাদেশের শহরের মানুষের ছবি খ) নদীর পাড়ের জেলেদের ছবি
গ) বাংলাদেশের পাহাড়ি মানুষের ছবি ঘ) বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি

১৯। **'এই ছেলেটির মুখ সারাদেশের সব ছেলেদের মুখেতে টুকটুক'—কথাটি কী অর্থে বোঝানো হয়েছে?**
ক) ছেলেটির মুখের রং খ) ছেলেটির মুখের গড়ন গ) ছেলেটির মুখের প্রতিচ্ছবি ঘ) ছেলেটির মুখের কথা

২০। **আছে নানান বেশ। এখানে 'বেশ' বলতে বোঝায়–**
ক) দারুণ খ) রং গ) পোশাক ঘ) সুর

২১। **কী দেখে ছেলেটির সারাটা দিন কাটে?**
ক) পাখির ওড়াউড়ি খ) নদীর জোয়ার গ) সমুদ্রের ঢেউ ঘ) নানা রকম মানুষ

২২। **'কড়ি' হলো এক ধরনের—**
ক) ওষধি গাছ খ) গ্রামীণ খাবার গ) ছোট নৌকা ঘ) ছোট সাদা ঝিনুক

২৩। **ছেলেটি ছবিটিকে—**
ক) খাতায় আঁকে খ) কল্পনায় আঁকে গ) আঁকতে পারে না ঘ) দেখতে পায় না

২৪। **কবিতাংশে মূলত কী প্রকাশিত হয়েছে?**
ক) বাংলাদেশের ষড়ঋতুর বৈচিত্র্য খ) বাংলাদেশের নানা জাতির মানুষের কথা
গ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ঘ) বাংলাদেশের নদ-নদীর কথা

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ:**

০১। **ছেলেটি কোথায় বসে কীভাবে ছবি আঁকছে?**
উত্তর : ছেলেটি নদীর ধারে একলা বসে মনে মনে ছবি আঁকছে।

০২। **জারুল গাছে থাকা পাখি দুটি কোন রঙের?**
উত্তর : জারুল গাছে থাকা পাখি দুটি হলুদ রঙের।

০৩। **'কে তুমি ভাই'- জিজ্ঞেস করলে ছেলেটি কী জবাব দেয়?**
উত্তর : 'কে তুমি ভাই'- জিজ্ঞেস করলে ছেলেটি হেসে জবাব দেয়—'ভালোবাসার শিল্পী আমি'।

০৪। **বাংলাদেশকে ছবির মতো দেশ বলা হয়েছে কেন?**
উত্তর : বাংলাদেশে আছে নদী, পাহাড়, সাগরসহ প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান। সবুজ ফসলের খেত, ছায়াঘেরা গ্রাম, গাছে গাছে পাখি-সব মিলিয়ে বাংলাদেশের প্রকৃতি অতুলনীয়। যেন শিল্পীর হাতে আঁকা ছবি। ছবির নানা রঙের মতোই নানা ঋতুতে এ দেশের প্রকৃতিরও রং বদলায়। এ কারণেই বাংলাদেশকে ছবির মতো দেশ বলা হয়েছে।

০৫। **ছেলেটির মনে দেশের জন্য মমতা ও ভালোবাসার অনুভূতি তৈরি হচ্ছে কীভাবে?**
উত্তর : ছেলেটি বসে বসে প্রাণভরে স্বদেশের সৌন্দর্য দেখছে। নদীর জোয়ার, নদীতীরে বেঁধে রাখা নৌকা, গাছে গাছে পাখির কলতান— এ সবই তার মনে দেশের জন্য মায়া-মমতা ও ভালোবাসার অনুভূতি জোগাচ্ছে।

০৬। **ফসলের মাঠে ঢেউ খেলে গেলে কী মনে হয়?**
উত্তর : ফসলের মাঠে ঢেউ খেলে গেলে মনে হয় যেন সারা মাঠে নদীর ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে।

০৭। **গ্রামবাংলার কোন ছবিটি আমাদের চেনা?**
উত্তর : বাংলাদেশের সর্বত্রই নদী দেখা যায়। গ্রামবাংলার নদী, নদীর জোয়ার, ঘাটে বাঁধা সারি সারি নৌকা-এই সব মিলে যে ছবি সেটি আমাদের চেনা।

০৮। **কোন ছবিটি টাকা দিয়ে কেনা যায় না?**

উত্তর : বাংলাদেশের ছবির মতো সৌন্দর্য টাকা দিয়ে কেনা যায় না। বাংলাদেশ শস্য-শ্যামল চির সবুজের দেশ। এদেশে আছে নদী, পাহাড়, সাগরের অপূর্ব সমাহার। গাছে গাছে পাখির কলতান। শান্ত-শ্যামল বাংলাদেশের এই ছবি টাকা-পয়সা দিয়ে কেনা সম্ভব নয়।

০৯। **'স্বদেশ' কবিতায় কী দেখে ছেলেটির দিন কেটে যায়?**

উত্তর : বাংলাদেশের প্রকৃতি আর মানুষের জীবনযাত্রা দেখে ছেলেটির সারাটা দিন কাটে।
এ দেশে রয়েছে শস্য-শ্যামল মাঠের পর মাঠ। মাঠে মাঠে মানুষ কাজ করে। হাটের মানুষেরা হাটে যায়। এসব দেখেই ছেলেটির সারাদিন কেটে যায়।

১০। **'সব মিলে এক ছবি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?**

উত্তর : বাংলাদেশ ছবির মতো সুন্দর একটি দেশ- এ বিষয়টি বোঝাতেই কথাটি বলা হয়েছে।
সবুজ গাছপালা, নদী-নালা, পাহাড়, সমুদ্র সবকিছুর সৌন্দর্য নিয়ে আমাদের এই দেশ। একেক ঋতুতে এ দেশের প্রকৃতির চেহারা হয় একেক রকমের। এ দেশে রয়েছে নানা ধরনের মানুষের বসতি। সবকিছু মিলে গোটা দেশটাই যেন হাজার রঙে আঁকা মনভোলানো এক ছবি।

১১। **কিসের শেষ দেখা যাচ্ছে না?**

উত্তর : মাঠের পর কেবলই মাঠের দেখা পাওয়া যাচ্ছে, এর শেষ দেখা যাচ্ছে না।

১২। **ছেলেটি কখন ছবি আঁকে? ছেলেটি মনে মনে কিসের ছবি আঁকে?**

উত্তর : ছেলেটি যখন ইচ্ছে হয় তখনই ছবি আঁকে। ছেলেটি মনে মনে বাংলাদেশের প্রকৃতির একটি অপরূপ ছবি আঁকে।

১৩। **'এমনি পাওয়া এই ছবিটি/কড়িতে নয় কেনা।'—কথাটি বুঝিয়ে লেখ।**

উত্তর : বাংলাদেশের প্রকৃতি অত্যন্ত নজরকাড়া। যেন শিল্পীর রং-তুলিতে আঁকা। বাংলাদেশের প্রকৃতির এই ছবি টাকা-পয়সা দিয়ে কেনা সম্ভব নয়— এ কথাটিই এখানে বলা হয়েছে।

❑ **প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:**

শব্দ		অর্থ
কড়ি	–	এক ধরনের ছোট্ট সাদা ঝিনুক।
টুকটুক	–	গাঢ়, সুন্দর।
শিল্পী	–	যিনি কোনো শিল্পকলার চর্চা করেন তিনিই শিল্পী- যেমন সংগীতশিল্পী, চিত্রশিল্পী।
পাখপাখালি	–	নানা ধরনের পাখি।

❑ **কবিতাংশটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : বাংলাদেশের মাঠে মাঠে ফসলের খেত। যত দূর চোখ যায় কেবল মাঠের পর মাঠই চোখে পড়ে। এদেশের মানুষ, প্রকৃতি সবই সুন্দর। একটি ছেলে বসে বসে এসব দুচোখ ভরে দেখে আর মনে মনে ছবি আঁকে। বাংলাদেশের এই ছবির মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য টাকা-পয়সার বিনিময়ে পাওয়া সম্ভব নয়।

১২. কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখ:**

০১। **রাজপুত্রের বন্ধু কী করে?**
ⓚ মাঠে গরু চরায় ⓚ নদীতে নৌকা বায় ⓖ খেতে ফসল কাটে ⓖ হাটে দোকান চালায়

০২। **কী করে রাখালবন্ধু খুব সুখ পায়?**
ⓚ মাঠে গরু চরিয়ে ⓚ রাজপুত্রকে বাঁশি শুনিয়ে ⓖ একা একা ঘুরে বেড়িয়ে ⓖ রাজপুত্রকে গান শুনিয়ে

০৩। **রাজপুত্র রাজা হয়ে কিসের কথা ভুলে যায়?**
ⓚ বন্ধুকে করা প্রতিজ্ঞার কথা ⓚ বাঁশি বাজানোর কথা
ⓖ রানি কাঞ্চনমালার কথা ⓖ রাজ্য শাসনের কথা

০৪। **কার কথা রাখালবন্ধুর খুব মনে পড়ে?**
ⓚ রাজপুত্রের কথা ⓚ কাঁকনমালার কথা ⓖ কাঞ্চনমালার কথা ⓖ অচেনা মানুষটার কথা

০৫। **রাখালবন্ধু নগরের রাজপ্রাসাদে এসেছিল কেন?**
ⓚ রাজপ্রাসাদ দেখতে ⓚ বন্ধুর সাথে দেখা করতে ⓖ আসল রানিকে খুঁজতে ⓖ বাঁশি বাজাতে

০৬। **রাজপ্রাসাদের দরজার রক্ষীরা রাখালবন্ধুকে ভেতরে ঢুকতে দেয়নি কেন?**
ⓚ রাজপুত্র নিষেধ করায় ⓚ রাখাল গরিব হওয়ায় ⓖ সাথে বাঁশি না থাকায় ⓖ নকল রানির শাস্তির ভয়ে

০৭। **সুচরাজা অসুস্থ হলে কে রাজ্যসংসার দেখাশোনার ভার নিয়েছিলেন?**
ⓚ কাঞ্চনমালা ⓚ কাঁকনমালা ⓖ রাখালবন্ধু ⓖ মন্ত্রী

০৮। **কাঁকনমালা রানির কী হতে চেয়েছিল?**

ক) বন্ধু খ) দাসী গ) শত্রু ঘ) সখী

০৯। **কাঞ্চনমালা কী দিয়ে দাসী কিনেছিলেন?**
ক) সোনার নূপুর খ) রুপার নূপুর গ) সোনার কাঁকন ঘ) রুপার কাঁকন

১০। **নকল রানি কাঞ্চনমালাকে নদীর ঘাটে পাঠিয়েছিল কেন?**
ক) পানি আনতে খ) গোসল করতে গ) কাপড় ধুতে ঘ) মাছ ধরতে

১১। **রাজপুরীতে গিয়ে অচেনা মানুষ কিসের কথা বলে?**
ক) সুচ নেওয়ার কথা খ) পিটকুড়ুলির ব্রতের কথা গ) নকল রানির কথা ঘ) রাজার অসুখের কথা

১২। **কাঁকনমালা অচেনা মানুষটার গর্দান নিতে কাকে ডেকেছিল?**
ক) সেনাপতিকে খ) মন্ত্রীকে গ) দ্বাররক্ষীকে ঘ) জল্লাদকে

১৩। **অচেনা মানুষটার মন্ত্রে আদেশ পালন করেছিল কোনটি?**
ক) বাঁশি খ) সুচ গ) সুতা ঘ) লাঠি

১৪। **নকল রানি কীভাবে মারা গিয়েছিল?**
ক) গর্দান হারিয়ে খ) পানিতে ডুবে গ) সুচ বিঁধে ঘ) আগুনে পুড়ে

১৫। **সুচ রাজা সুচ বেঁধা অবস্থায় ছিলেন—**
ক) অল্প কিছুদিন খ) কয়েক সপ্তাহ গ) কয়েক মাস ঘ) বহু বছর

১৬। **রাজা তাঁর বন্ধুকে ফিরে পেয়ে তাকে কী বানালেন?**
ক) ভৃত্য খ) রক্ষী গ) সেনাপতি ঘ) মন্ত্রী

১৭। **রাজা তাঁর বন্ধুকে কী গড়িয়ে দিয়েছিলেন?**
ক) সোনার বাঁশি খ) লোহার বাঁশি গ) রুপার বাঁশি ঘ) মুক্তার বাঁশি

১৮। **মন্ত্রী হয়ে রাখালবন্ধু সারাদিন কী করত?**
ক) বাঁশি বাজাত খ) কাজ করত গ) রাজার সেবা করত ঘ) গরু চরাত

১৯। **মনে কষ্ট নিয়ে দুঃখী রাখাল কখন চলে গিয়েছিল?**
ক) সন্ধ্যাবেলায় খ) গভীর রাতে গ) ভোরবেলায় ঘ) দুপুর বেলায়

২০। **কাঞ্চনমালার একজন দাসী প্রয়োজন ছিল কেন?**
ক) কাপড়চোপড় ধোয়ার জন্য খ) রান্না-বান্না করার জন্য
গ) রাজার শরীর থেকে সুচ খোলার জন্য ঘ) রাজ্যপাট চালানোর জন্য

২১। **রানি কাঁকনমালার কাছে কী রেখে নদীতে ডুব দিতে গিয়েছিলেন?**
ক) সিন্দুকের চাবি খ) গায়ের গয়না গ) রাজার মুকুট ঘ) সোনার বাঁশি

২২। **রানি ডুব দিয়ে উঠে কী দেখেন?**
ক) কাঁকনমালা চলে গেছে খ) কাঁকনমালা মারা গেছে
গ) কাঁকনমালা রানি সেজেছে ঘ) কাঁকনমালা দাসী হয়ে গেছে

২৩। **কাঞ্চনমালা কী পিঠা বানিয়েছিলেন?**
ক) পাটিসাপটা পিঠা খ) আস্কে পিঠা গ) চন্দ্রপুলী পিঠা ঘ) ভাপা পিঠা

২৪। **অনুচ্ছেদে মূলত প্রকাশিত হয়েছে—**
ক) রাজাদের বিলাসী জীবন যাপনের কথা খ) রাজার কষ্টের জীবনের কথা
গ) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কুফলের কথা ঘ) বন্ধুত্বের ভালোবাসার কথা

২৫। **'নিঝুম' শব্দের অর্থ কী?**
ক) গভীর রাত খ) সম্পূর্ণ নীরব গ) মধ্য দুপুর ঘ) জনমানবহীন

২৬। **'অগুনতি' শব্দের অর্থ হলো—**
ক) অসংখ্য খ) নতুন গ) অল্প ঘ) পুরাতন

২৭। **রাজার জীবনে কষ্ট নেমে এলো কেন?**
ক) রাজা হওয়ার কারণে খ) প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেননি তাই
গ) সুখী হতে চেয়েছিলেন বলে ঘ) অঙ্গীকার পূরণ করার কারণে

২৮। **কোনটি রাজার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ফল?**
ক) রাখালের বন্ধুত্ব লাভ খ) রাজার সারা শরীর সুচবিদ্ধ হওয়া
গ) রাজার চারদিকে সুখ আর সুখ ঘ) কাঞ্চনমালার পরিণতি

২৯। **'অচিন মানুষ' বলতে বোঝানো হয়েছে লোকটিকে—**
ক) কেউ চেনে না খ) সকলেই চেনে গ) কেউ ভালোবাসে না ঘ) সকলেই ভালোবাসে

৩০। **'ব্রত' শব্দের অর্থ কী?**
ক) অপরাধ খ) সম্মান গ) হিংসা ঘ) প্রতিজ্ঞা

৩১। **লোকে কী বুঝতে পারল?**

ক) কাঁকনমালা আসল রানি খ) কাঞ্চনমালা আসল রানি
গ) কাঁকনমালা অনেক গুণবতী ঘ) কাঞ্চনমালা নকল রানি

৩২। **অচিন মানুষটার কিসের কারণে সবাই নকল রানিকে চিনতে পারে?**
ক) শক্তির কারণে খ) মন্ত্রের কারণে গ) বুদ্ধির কারণে ঘ) দয়ার কারণে

৩৩। **অচিন মানুষটার হুকুমে এক গোছা সুতা কাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে?**
ক) কাঞ্চনমালাকে খ) কাঁকনমালাকে গ) রাজাকে ঘ) জল্লাদকে

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ:**

০১। **রাজপুত্র কোথায় বসে রাখালবন্ধুর বাঁশি শুনত?**
উত্তর : রাজপুত্র গাছতলায় বসে রাখালবন্ধুর বাঁশি শুনত।

০২। **রাজপুত্র রাখালবন্ধুর কথা ভুলে যায় কেন?**
উত্তর : রাজপুত্র একসময় রাজা হয়। লোকলস্কর আর সৈন্য সামন্তে তার রাজপুরী গমগম করে। রাজপুরী আলো করে থাকে রানি কাঞ্চনমালা। চারদিকে সুখ আর সুখ। এমন সুখের মাঝে, রাখালবন্ধুর কথা আর মনে থাকে না রাজার।

০৩। **রাজা কেন মনে করলেন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণেই তাঁর এই দশা?**
উত্তর : ছোটবেলায় রাখালবন্ধুর কাছে রাজা একটি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তা হলো, রাজা হলে তিনি রাখালবন্ধুকে তাঁর মন্ত্রী বানাবেন। কিন্তু রাজা হওয়ার পর তিনি বন্ধুকে ভুলে যান। হঠাৎ একদিন রাজা ঘুম ভেঙে দেখেন তাঁর সারা শরীরে সুচ বেঁধা। রাজা বোঝেন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন বলেই তাঁর এই দশা। কথা দিয়ে কথা না রাখলে এভাবেই কষ্ট পেতে হয়।

০৪। **তোমার মা বাড়িতে কী ধরনের পিঠা বানায় লেখ।**
উত্তর : আমার মা বাড়িতে নানা রকম মজার পিঠা বানায়। যেমন:— পুলি পিঠা, ভাপা পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা, চিতই পিঠা, সেমাই পিঠা ইত্যাদি।

০৫। **অচেনা লোকটি রাজার প্রাণ রক্ষার জন্য এগিয়ে না এলে কী হতো?**
উত্তর : অচেনা লোকটি রাজার প্রাণ রক্ষার জন্য এগিয়ে না এলে রাজার মহাবিপদ হতো। রাজাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হতো। যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে একসময় মারা যেতেন। নকল রানি কাঁকনমালার অত্যাচার আরও বাড়ত। কাঞ্চনমালার দুঃখের সীমা থাকত না।

০৬। **তুমি কি মনে কর অচেনা লোকটির কারণেই রাজার প্রাণ রক্ষা পেল?**
উত্তর : অচেনা লোকটিই মন্ত্র বলে রাজার শরীর থেকে সব সুচ খুলে নেয়। শুধু তাই নয়, নকল রানিকেও মন্ত্রের মাধ্যমে কঠিন সাজা দেয়। সে সাহায্য না করলে রাজা যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে প্রাণ হারাত। তাই আমি মনে করি, অচেনা লোকটির কারণেই রাজার প্রাণ রক্ষা পেয়েছে।

০৭। **গল্পটা তোমার কেমন লেগেছে? কেন এমন লেগেছে?**
উত্তর : গল্পটা আমার খুব ভালো লেগেছে। রূপকথার গল্প পড়তে বা শুনতে আমার সবসময়ই ভালো লাগে। পাশাপাশি গল্পটি থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা, কথা দিয়ে কথা না রাখার পরিণাম, প্রতারণা ও অহংকার করার পরিণাম ইত্যাদি সম্পর্কে বুঝতে পেরেছি। তাই সব মিলিয়ে গল্পটি আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।

০৮। **কীভাবে লোকেরা নকল রানিকে বুঝে ফেলল?**
উত্তর : নকল রানি আর আসল রানির গুণের পার্থক্য দেখেই লোকেরা নকল রানিকে চিনে ফেলল।
নকল রানি যে পিঠা বানিয়েছিল তা মুখেই দেওয়া যায় না। আসল রানির পিঠা মুখে দেওয়ামাত্রই সবার মন ভরে যায়। নকল রানির আঁকা আল্পনা দেখতে হয় খুবই অসুন্দর। অন্যদিকে আসল রানি আল্পনায় আঁকেন সুন্দর সুন্দর নকশা। এসব দেখেই সবাই বুঝে গেল কে আসল রানি, আর কে দাসী।

০৯। **রাজা কীভাবে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করলেন?**
উত্তর : রাজা রাখালবন্ধুকে মন্ত্রী বানিয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করলেন।

১০। **কী শুনে রাজপুত্রের মন খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে?**
উত্তর : রাখালবন্ধুর বাঁশি শুনে রাজপুত্রের মন খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে।

১১। **'চারদিকে তার সুখ'- কথাটি ব্যাখ্যা কর।**
উত্তর : রাজপুত্র একসময় রাজা হয়। লোকলস্কর আর সৈন্যসামন্তে রাজপুরী গমগম করে। রাজপুরী আলো করে থাকেন রানি কাঞ্চনমালা। রাজার সুখের শেষ থাকে না।

১২। **রানি নদীতে ডুব দিতে গেলে চোখের পলকে কী হয়ে গেল?**
উত্তর : রানি নদীতে ডুব দিতে গেলে চোখের পলকে কাঁকনমালা রানির সব গয়না আর শাড়ি পরে নিজেই রানি সেজে যায়।

১৩। **আসল রানি ও নকল রানির আচরণে কী তফাৎ ছিল?**
উত্তর : আসল রানি কাঞ্চনমালা ছিলেন দয়ালু, মায়াবতী। অন্যদিকে নকল রানি কাঁকনমালা ছিল দাম্ভিক ও নির্দয়। তার অত্যাচারে রাজপুরীর সবাই অতিষ্ঠ হয়ে যায়।

১৪। **সুচরাজার কষ্টের সীমা থাকে না কেন?**
উত্তর : সুচরাজার সারা শরীরে সুচ বিঁধে যাওয়ায় তাঁর খুব কষ্ট। তাঁর সারা শরীর ব্যথায় টনটন করে, চিনচিন করে জ্বলে, গায়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি এসে বসে। তাঁর সেবা করার জন্য কেউ থাকে না। তাই রাজার কষ্টের সীমা থাকে না।

১৫। **কাঁকনমালার বানানো পিঠা কেমন ছিল?**
উত্তর : কাঁকনমালার বানানো পিঠা ছিল খুবই বিস্বাদ। সে পিঠা কেউ মুখেই তুলতে পারেনি।

১৬। নকল রানি কীভাবে মারা যায়?

উত্তর : অচেনা লোকটা মন্ত্রবলে নকল রানিকে উচিত শিক্ষা দেয়। তার মন্ত্রের জোরে রাজার শরীর থেকে সব সুচ বেরিয়ে নকল রানির চোখে মুখে গিয়ে বিঁধে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে নকল রানির মৃত্যু হয়।

১৭। রাজা তাঁর বন্ধুর কাছে ক্ষমা চান কেন?

উত্তর : রাজা তাঁর বন্ধুকে কথা দিয়ে কথা রাখেননি। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধের জন্য রাজা বন্ধুর কাছে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চান।

১৮। রাজপুত্র তার বন্ধুর কাছে কী প্রতিজ্ঞা করেছিল?

উত্তর : রাজপুত্র তার বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে বড় হয়ে যখন রাজা হবে তখন রাখালবন্ধুকে তার মন্ত্রী বানাবে।

১৯। রক্ষীরা রাখালকে প্রাসাদে ঢুকতে দিল না কেন?

উত্তর : রাখাল ছিল অনেক গরিব। এ কারণে রক্ষীরা তাকে প্রাসাদে ঢুকতে দিল না।

২০। রাজার শরীর কখন সুচবেঁধা হয়ে যায়?

উত্তর : রাখালবন্ধুর সাথে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পর এক রাতে রাজা ঘুমাতে যান। আর ঘুমের ভেতরেই তাঁর সমস্ত শরীর সুচবেঁধা হয়ে যায়।

২১। কাঁকনমালা কে? কেন তার এমন নাম?

উত্তর : কাঁকনমালা হলো কাঞ্চনমালার কেনা দাসী। কাঞ্চনমালা তাকে কাঁকনের বিনিময়ে কিনেছিলেন বলেই তার নাম কাঁকনমালা।

২২। কাঁকনমালা কাঞ্চনমালার সাথে কেমন আচরণ করে? কেন করে?

উত্তর : কাঁকনমালা কাঞ্চনমালার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। রানি কাঞ্চনমালা নিজের গায়ের গয়নাগুলো তার কাছে রেখে নদীতে ডুব দিতে যান। এই ফাঁকে কাঁকনমালা রানির গয়না নিজের শরীরে পরে রানি হয়ে যায়, আর কাঞ্চনমালা হন দাসী। তারপর সে কাঞ্চনমালাকে দিয়ে রাজবাড়ির সব কাজকর্ম করিয়ে তাঁকে অনেক কষ্ট দেয়। কাঁকনমালা লোভী ও অহংকারী হওয়ার কারণেই কাঞ্চনমালার সাথে এ ধরনের আচরণ করে।

২৩। কাঞ্চনমালা কোথায় অচেনা মানুষের দেখা পায়?

উত্তর : একদিন কাঞ্চনমালা কাপড় ধুতে নদীর ঘাটে যাচ্ছিলেন। তখন বনের পাশে এক গাছের তলায় তিনি অচেনা মানুষের দেখা পান।

২৪। অচেনা মানুষ কীভাবে সুচরাজা ও কাঞ্চনমালাকে উদ্ধার করে?

উত্তর : অচেনা মানুষটি তার বুদ্ধি ও মন্ত্রের জোরে সুচরাজা ও কাঞ্চনমালাকে উদ্ধার করে। সে পিটকুড়লির ব্রতের কথা বলে কাঁকনমালা ও কাঞ্চনমালাকে দিয়ে পিঠা বানানো, আল্পনা দেওয়া ইত্যাদি কাজ করায়। দুজনের কাজের পার্থক্য থেকে সবাই বুঝে যায় কে আসল রানি আর কে নকল রানি। এরপর অচেনা মানুষটার মন্ত্রবলে রাজার শরীরের সব সুচ নকল রানির চোখে মুখে গিয়ে বিঁধে এবং তার মৃত্যু হয়। এভাবেই অচেনা মানুষটা নানা কৌশলে কাঞ্চনমালা আর সুচরাজার কষ্ট দূর করে।

২৫। কাঞ্চনমালা কী কী পিঠা বানায়?

উত্তর : কাঞ্চনমালা চন্দ্রপুরী, মোহনবাঁশি, ক্ষীরমুরলী ইত্যাদি পিঠা বানায়।

২৬। কার আল্পনা দেওয়া ভালো হয়েছিল? কেন?

উত্তর : কাঞ্চনমালার আল্পনা দেওয়া ভালো হয়েছিল।

কাঞ্চনমালা ও কাঁকনমালা দুজনেই উঠানে আল্পনা দিয়েছিল। নকল রানি কাঁকনমালা কেবল এখানে ওখানে খাবলা খাবলা রং দিয়ে আল্পনা করে। তাতে ছিল না কোনো সৌন্দর্য। অন্যদিকে কাঞ্চনমালা পদ্মলতা, সোনার সাত কলস, ধানের ছড়া, ময়ূর-পুতুল ইত্যাদি নানা রকম চোখ জুড়ানো নকশা আঁকেন।

২৭। অচেনা মানুষ যে ব্রতটার কথা বলে তার নাম কী? এই ব্রতের দিন রানিদের কী করতে হয়?

উত্তর : অচেনা মানুষ যে ব্রতটার কথা বলে তার নাম হলো পিটকুড়ুলির ব্রত। এই ব্রতের দিন রানিদের পিঠা বিলাতে হয়।

২৮। রাজপুত্র তার বন্ধুর কাছে কী প্রতিজ্ঞা করেছিল?

উত্তর : রাজপুত্র তার বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে বড় হয়ে যখন রাজা হবে তখন রাখালবন্ধুকে তার মন্ত্রী বানাবে।

২৯। রাজা কীভাবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন?

উত্তর : রাজা হলে রাখালবন্ধুকে তাঁর মন্ত্রী বানাবেন-এই ছিল রাজার প্রতিজ্ঞা। কিন্তু রাজা হওয়ার পর অনেক সুখের মাঝে তিনি বন্ধুর কথা ভুলে যান। এভাবেই তিনি বন্ধুকে দেওয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন।

৩০। কী কারণে রাজা দুর্দশায় পড়েন? শরীরে সুচ গেঁথে যাওয়ায় রাজার কী অবস্থা হলো?

উত্তর : প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণে রাজা দুর্দশায় পড়েন। শরীরে সুচ গেঁথে যাওয়ায় রাজা চোখ মেলতে পারেন না, কথা বলতে পারেন না, শুতে পারেন না, খেতেও পারেন না। এককথায় রাজার কষ্টের সীমা থাকে না।

৩১। পিটকুড়ুলির ব্রতের দিন রানিদের কী বিলানোর নিয়ম?

উত্তর : পিটকুড়ুলির ব্রতের দিন রানিদের পিঠা বিলানোর নিয়ম।

৩২। কাঞ্চনমালা আল্পনায় কী আঁকেন?

উত্তর : কাঞ্চনমালা আল্পনায় আঁকেন পদ্মলতা। আর তার পাশে আঁকেন সোনার সাত কলস, ধানের ছড়া, ময়ূর পুতুল।

৩৩। কাঁকনমালা অচেনা মানুষ আর কাঞ্চনমালার গর্দান নেওয়ার হুকুম দেয় কেন?

উত্তর : অচেনা লোকটির বুদ্ধিতে নকল রানি কাঁকনমালার কুকীর্তি সবার কাছে প্রকাশ হয়ে যায়। সবাই বুঝতে পারে কে আসল রানি, আর কে দাসী। কাঁকনমালা তাই রেগে গিয়ে অচেনা মানুষ আর কাঞ্চনলামার গর্দান নেওয়ার হুকুম দেয়।

❑ **প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:**

শব্দ	অর্থ

আষ্টেপৃষ্ঠে	–	সর্বাঙ্গে, সারা শরীরে।
গর্দান	–	ঘাড়ের ওপর থেকে মাথা।
গর্জে ওঠা	–	হুংকার দিয়ে ওঠা।
স্বাদ	–	খেতে ভালো লাগে এমন।
বিস্বাদ	–	খেতে মজা নয় এমন।
পুঁটলি	–	বোঁচকা।
ফরমাস	–	হুকুম, আদেশ।
ঘোর	–	অত্যন্ত, অনেক বেশি, গভীর।
আঁস্তাকুড়	–	ময়লা, আবর্জনা ফেলার জায়গা।
ফুরসত	–	অবসর, অবকাশ, ছুটি।
টনটন	–	যন্ত্রণা বোঝায় এমন অনুভূতি।
চিনচিন	–	অল্প অল্প ব্যথা বা জ্বালা বোঝায় এমন শব্দ।
মায়াবতী	–	দয়া, মমতা আছে যে নারীর।
কাঁকন	–	হাতে পরার গহনা।
রক্ষী	–	প্রহরী, সেনা।
রাজপ্রাসাদ	–	রাজপুরী বা রাজবাড়ি।
পরস্পর	–	একের সঙ্গে অন্যের।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : রাজপুত্র আর রাখাল ছেলের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব। রাজপুত্র বন্ধুকে কথা দেয় যে, সে রাজা হলে বন্ধুকে তার মন্ত্রী বানাবে। কিন্তু রাজা হওয়ার পর সে তার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যায়। একদিন ঘুমের ভেতর রাজার সারা শরীর সুচবেঁধা হয়ে যায়। তাঁর কষ্টের সীমা থাকে না। রাজা বুঝতে পারেন যে বন্ধুকে দেওয়া কথা না রাখার কারণেই আজ তাঁর এ দুর্দশা।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : অচেনা মানুষের কথায় কাঁকনমালা ও কাঞ্চনমালা পিটকুড়ুলির ব্রত পালন করে। বোঝে কে আসল রানি, আর কে দাসী। নিজের পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় কাঁকনমালা ভীষণ রেগে যায়। জল্লাদকে হুকুম দেয় অচেনা মানুষ আর কাঞ্চনমালার গর্দান নিতে। কিন্তু অচেনা মানুষটা মন্ত্রের মাধ্যমে জল্লাদকে বেঁধে ফেলে।

১৩. অবাক জলপান

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখ:**

০১। পথিক কখন থেকে হাঁটছিলেন?
ⓚ ভোর থেকে ⓚ সকাল থেকে ⓖ দুপুর থেকে ⓖ রাত থেকে

০২। গন্তব্যে পৌঁছতে পথিককে আরও কতক্ষণ হাঁটতে হবে?
ⓚ প্রায় এক ঘণ্টা ⓚ প্রায় দুই ঘণ্টা ⓖ প্রায় তিন ঘণ্টা ⓖ প্রায় চার ঘণ্টা

০৩। ঝুড়িওয়ালা পথিকের কথা শুনে কী ভেবেছিল?
ⓚ পথিক জল চায় ⓚ পথিক জলপাই চায় ⓖ পথিক কাঁচা আম চায় ⓖ পথিক আলুবোখরা চায়

০৪। ঝুড়িওয়ালার কাছে কী ছিল?
ⓚ জলপাই ⓚ জল ⓖ কাঁচা আম ⓖ চালতা

০৫। পথিক ঝুড়িওয়ালার কাছে কিসের খোঁজ জানতে চেয়েছিলেন?
ⓚ জলপাইয়ের ⓚ জলের ⓖ চালতার ⓖ কাঁচা আমের

০৬। পথিক কোথাকার লোক?
ⓚ পুবগাঁয়ের ⓚ পুবপাড়ার ⓖ পশ্চিমগাঁয়ের ⓖ পশ্চিমপাড়ার

০৭। খালিসপুরে কে চাকরি করে?
ⓚ ঝুড়িওয়ালার দাদা ⓚ পথিক ⓖ বৃদ্ধ ⓖ মামা

০৮। বৃদ্ধ পথিককে কী বলল?
ⓚ জোচ্চোর ⓚ হতভাগা ⓖ পাগল ⓖ অপদার্থ

০৯। পৃথিবীর কত ভাগ স্থল?
ⓚ এক ভাগ ⓚ দুই ভাগ ⓖ তিন ভাগ ⓖ চার ভাগ

১০। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হলে কী হবে?

ক) এক্সপেরিমেন্ট খ) জল গ) হাইড্রোফোবিয়া ঘ) মুশকিল

১১। 'হাইড্রোফোবিয়া' অর্থ কী?
ক) জলযোগ খ) জলাধার গ) জলযান ঘ) জলাতঙ্ক

১২। মামা পথিককে বোতল ভরা কী দেখালেন?
ক) খাওয়ার জল খ) পরিশ্রুত জল গ) পুকুরের জল ঘ) ঘুমড়ির জল

১৩। গন্ধওয়ালা নোংরা জলে গোলাপি জল ঢালতেই তা কী হয়ে গেল?
ক) কালো খ) বেগুনি গ) সাদা ঘ) লাল

১৪। 'কিচ্ছু মানি না ও কিচ্ছু বিশ্বাস করি না'– কথাটি ছিল—
ক) কৌশল খ) মনের কথা গ) রাগের অনুভূতি ঘ) বিরক্তির অনুভূতি

১৫। পথিক কীভাবে বিজ্ঞানীর কাছ থেকে খাওয়ার জল আদায় করলেন?
ক) জোর করে খ) চুরি করে গ) সুন্দর ব্যবহার দেখিয়ে ঘ) বুদ্ধি করে

১৬। 'অবাক জলপান' নাটিকায় কয়টি চরিত্রের কথোপকথন আছে?
ক) দুইটি খ) তিনটি গ) চারটি ঘ) পাঁচটি

১৭। পথিকের কথা শুনে সবাই কী করছিল?
ক) জল খেতে দিচ্ছিল খ) তাড়িয়ে দিচ্ছিল
গ) কথার খুঁত ধরছিল ঘ) কৌশলে বোকা বানাচ্ছিল

১৮। 'অবাক জলপান' নাটিকা কে রচনা করেছেন?
ক) সত্যজিৎ রায় খ) উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী গ) সুকুমার রায় ঘ) সুকুমার বড়ুয়া

১৯। অবাক জলপান কোন ধরনের রচনা?
ক) নাটিকা খ) ছোটগল্প গ) প্রবন্ধ ঘ) উপন্যাস

২০। পথিক ঝুড়িওয়ালার কাছে কী চেয়েছিল?
ক) কাঁচা আম খ) জল গ) জলপাই ঘ) পাঁকা আম

২১। কুকুরে কামড়ালে মামা কোন রোগের কথা বলেছিল?
ক) ডিপথেরিয়া খ) আমাশয় গ) জলাতঙ্ক ঘ) টাইফয়েড

২২। পথিক কয়জনের কাছে খাবার জল চেয়েছিল?
ক) ৪ জন খ) ৩ জন গ) ২ জন ঘ) ৫ জন

২৩। বৃদ্ধ পথিককে কয় ধরনের জলের কথা বলতে চেয়েছিল?
ক) পঁচিশ খ) ত্রিশ গ) দশ ঘ) সাতাশ

২৪। পথিক শেষ পর্যন্ত কার কাছ থেকে খাবার জল পেয়েছিল?
ক) বালক খ) মামা গ) ঝুড়িওয়ালা ঘ) বৃদ্ধ

২৫। নাটিকাটিতে বিজ্ঞানীর চরিত্রে কাকে দেখানো হয়েছে?
ক) ঝুড়িওয়ালা খ) বৃদ্ধ গ) বালক ঘ) মামা

২৬। পথিকের তেষ্টা পেয়েছিল। অর্থাৎ পথিক ছিল—
ক) ক্ষুধার্ত খ) পিপাসার্ত গ) শীতার্ত ঘ) ভয়ার্ত

২৭। মামার কাছে পথিকের প্রত্যাশা কী ছিল?
ক) জলের ব্যাপারে আলোচনা খ) খাবার জল
গ) জলাতঙ্কের বিবরণ ঘ) নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত জল

২৮। কুকুরের কামড়ে নিচের কোনটি হতে পারে?
ক) জলাতঙ্ক খ) জলতেষ্টা গ) জলাকাঙ্ক্ষা ক) জলপান

২৯। 'টাটকা' শব্দের অর্থ কী?
ক) পরিষ্কার খ) ফুটফুটে গ) নোংরা ঘ) তাজা

৩০। মামার কর্মকাণ্ডে পথিকের মনে—
ক) আগ্রহ সৃষ্টি করে খ) কৌতূহল সৃষ্টি করে গ) বিরক্তি সৃষ্টি করে ঘ) ঘৃণা সৃষ্টি করে

❑ নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ:

০১। পথিকের ঘিলু শুকিয়ে উঠেছিল কেন?
উত্তর : জলের তৃষ্ণায় পথিকের ঘিলু শুকিয়ে উঠেছিল।

০২। নেপথ্যের বালক কী পাঠ করছিল?
উত্তর : নেপথ্যের বালক পাঠ করছিল- 'পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল। সমুদ্রের জল লবণাক্ত, অতি বিস্বাদ'।

০৩। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জল বিশ্লেষণ করলে কী পাওয়া যায়?
উত্তর : রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জল বিশ্লেষণ করলে দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন পাওয়া যায়।

০৪। 'ডিস্টিল ওয়াটার' কী?

উত্তর : ডিস্টিল ওয়াটারকে বাংলায় বলে পরিশ্রুত জল। এ জল পরিষ্কার হলেও খাওয়া যায় না। কেননা এতে কোনো স্বাদ নেই।

০৫। **পথিক কীভাবে বিজ্ঞানীর কাছ থেকে খাবার জল আদায় করলেন?**

উত্তর : পথিক বিজ্ঞানীর নানা রকম জ্ঞানের কথা অবিশ্বাস করার ভান করলেন। বিজ্ঞানীকে দিয়ে তিনি কৌশলে এক গ্লাস খাবার জল আনালেন। জল নিয়ে আসামাত্র বিজ্ঞানীকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই পথিক পুরো গ্লাস সাবাড় করে দিলেন। এভাবেই পথিক কৌশলে বিজ্ঞানীর কাছ থেকে খাবার জল আদায় করলেন।

০৬। **'বোবা জল' বলতে কী বোঝায়?**

উত্তর : বোবা জল বলতে 'ডিস্টিল ওয়াটার' বা 'পরিশ্রুত জল'কে বোঝায়। এ জলে কোনো রকম স্বাদ থাকে না বলে এর নাম 'বোবা জল'।

০৭। **'জলাতঙ্ক' কাকে বলে? এই রোগ কেমন করে হয়?**

উত্তর : 'জলাতঙ্ক' হলো এক ধরনের রোগ, যাতে আক্রান্ত হলে মানুষ জলের তৃষ্ণা পেলেও জল খেতে পারে না, বরং তা দেখলেই আতঙ্কিত হয়। ইংরেজিতে একে 'হাইড্রোফোবিয়া' বলে।
জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু বহনকারী কোনো পশু মানুষকে কামড়ালে মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়।

০৮। **জলের তেষ্টায় পথিকের মনের ও শরীরের অবস্থা কী হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর : জলের তেষ্টায় পথিকের মন খুবই অস্থির হয়ে পড়ে। একটুখানি পানি পাওয়ার জন্য সে চঞ্চল হয়ে ওঠে।
পথিকের শরীর পানির অভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। চুল হয়ে গিয়েছিল উসকো খুসকো। চেহারায় ছিল উদ্ভ্রান্ত ভাব।

০৯। **পথিককে ঝুড়িওয়ালা কত রকম জলের কথা শুনিয়েছিল? নামগুলো লেখ।**

উত্তর : পথিককে ঝুড়িওয়ালা পাঁচ রকম জলের কথা শুনিয়েছিল। নামগুলো হলো– ১. কুয়োর জল, ২. নদীর জল, ৩. পুকুরের জল, ৪. কলের জল এবং ৫. মামাবাড়ির জল।

১০। **পানিতে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের পরিমাণ কত?**

উত্তর : পানিতে এক ভাগ অক্সিজেন আর দুই ভাগ হাইড্রোজেন।

১১। **জলাতঙ্ক কী? এটি হলে কী সমস্যা হয়?**

উত্তর : জলাতঙ্ক এক ধরনের রোগ। জলাতঙ্ক হলে পানি খাওয়ায় সমস্যা দেখা দেয়। পানি খেতে গেলেই গলায় খিচ ধরে যায়।

১২। **কার হাইড্রোফোবিয়া হয়েছিল? কীভাবে?**

উত্তর : বদ্যিনাথের হাইড্রোফোবিয়া হয়েছিল। কুকুরের কামড়ে তার এই রোগ হয়েছিল।

❑ **প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:**

শব্দ		অর্থ
গেরস্ত	–	গৃহস্থ, সংসারী লোক।
বরকন্দাজ	–	পাহারাদার।
তেষ্টা	–	তৃষ্ণা, পিপাসা।
খাটিয়া	–	কাঠের তৈরি খাট।
এক্সপেরিমেন্ট	–	পরীক্ষা-নিরীক্ষা।
রুক্ষমূর্তি	–	দেখে ভয় লাগে এরকম শুকনো চেহারা।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : ভীষণ তৃষ্ণার্ত একজন লোক জলের তেষ্টায় খুব কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু আরেকজন লোক তাকে পানি পান করতে দেওয়ার বদলে পানির গুণাগুণ সম্পর্কে বিভিন্ন জ্ঞানের কথা বলে চলেছে। তৃষ্ণার্ত লোকটি নানাভাবে তাকে বোঝাতে চায় কিন্তু তার কথার খুঁত ধরে অন্য লোকটি নতুন বিষয় সম্পর্কে কথা বলছে।

১৪. ঘাসফুল

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখ:**

০১। **ঘাসফুলেরা দেখতে কেমন হয়?**
ⓚ বড় বড় হয় ⓚ ছোট ছোট হয় ⓖ শুধুই সাদা রঙের হয় ⓖ শুধুই লাল রঙের হয়

০২। **ঘাসফুলেরা কী করতে মানা করেছে?**
ⓚ ফুল ছিঁড়তে ⓚ ফুলের ঘ্রাণ নিতে ⓖ ফুল দেখতে ⓖ ফুল দেখে খুশি হতে

০৩। **ঘাসফুলেরা হাওয়াতে কী করে?**
ⓚ উড়াল দেয় ⓚ পাপড়ি উড়িয়ে দেয় ⓖ মাথা দোলায় ⓖ হেসে ওঠে

০৪। **গাছেরও প্রাণ আছে তাই—**
ⓚ গাছের পাতা ছেঁড়া উচিত ⓚ গাছের ফুল ছেঁড়া উচিত
ⓖ গাছের পাতা বা ফুল ছেঁড়া উচিত নয় ⓖ গাছ লাগানো উচিত নয়

০৫। **ঘাসফুলদের দেখে আমরা কী শিখতে পারি?**
ⓚ জীবনকে আনন্দের সাথে উপভোগ করা ⓚ আনন্দ করা থেকে বিরত থাকা

(গ) সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে ওঠা (ঘ) নীল আকাশের বাঁশি শোনা

০৬। **ঘাসফুলেরা কেমন বাতাসে দোলে?**
(ক) ঝোড়ো বাতাসে (খ) দখিনা বাতাসে (গ) পুবালি বাতাসে (ঘ) শান্ত বাতাসে

০৭। **কবিতাংশে কী প্রকাশিত হয়েছে?**
(ক) ঘাসফুলদের কষ্টের কথা (খ) ঘাসফুলদের আনন্দময় জীবনের কথা
(গ) ফুল না ছেঁড়ার কথা (ঘ) ফুলের সুঘ্রাণের কথা

০৮। **'কিরণ' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) সূর্য (খ) রূপকথা (গ) আলো (ঘ) তারা

০৯। **'ধরা' শব্দের অর্থ কি?**
(ক) ফড়িং (খ) মেঘ (গ) পৃথিবী (ঘ) শিশির

১০। **ঘাসফুল দেখে কী হতে বলা হয়েছে?**
(ক) আনন্দিত (খ) বিষণ্ন (গ) কৌতূহলী (ঘ) অনাগ্রহী

১১। **ঘাসফুল ও সূর্যের মধ্যে মিল কোথায়?**
(ক) দুজন একসাথে মাথা দোলায় (খ) দুজন একসাথে হেসে ওঠে
(গ) দুজনই আলো ছড়ায় (ঘ) দুজনই ঘাসের বুকে ফোটে

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ:**

০১। **ঘাসফুলগুলো কোন কোন রঙের হয়?**
উত্তর : ঘাসফুলগুলো লাল, নীল ও সাদা রঙের হয়।

০২। **ঘাসফুলেরা হাওয়াতে মাথা দোলায় কেন?**
উত্তর : ঘাসফুলেরা আনন্দে বেঁচে থাকতে ভালোবাসে। হাওয়াতে মাথা দুলিয়ে তারা তাদের মনের আনন্দকে প্রকাশ করে।

০৩। **ঘাসফুলেরা কীভাবে হেসে ওঠে?**
উত্তর : সকালে সূর্যের আলোয় চারদিকে আলোকিত হয়। নানা রঙের ঘাসফুলগুলোও তখন ঝকমক করে ওঠে। দেখে মনে হয়, সূর্যের কিরণ লেগেছে বলে তারা যেন হাসছে।

০৪। **ঘাসফুলদের প্রতি আমরা কেমন আচরণ করব? কেন?**
উত্তর : ঘাসফুলদেরও প্রাণ রয়েছে। তাই আমরা তাদের ছিঁড়ে কষ্ট দেব না। ঘাসফুলের আনন্দময় জীবন দেখে আমরা জীবনকে উপভোগ করতে শিখব।

০৫। **হাওয়াতে কারা মাথা দোলাচ্ছে?**
উত্তর : ঘাসফুলেরা হাওয়াতে মাথা দোলাচ্ছে।

০৬। **ঘাসফুল আমাদের কাছে কী মিনতি করছে? কেন করছে?**
উত্তর : ঘাসফুলদের আমরা যেন ছিঁড়ে বা পায়ে দলে কষ্ট না দিই আমাদের কাছে ঘাসফুল এই মিনতি করেছে।
গাছে ফুল ফুটলে তা গাছেই সুন্দর মানায়। তাই গাছ থেকে ফুল ছেঁড়া উচিত নয়। গাছে ফোটা ফুলের সৌন্দর্য দেখে আমরা যেন আনন্দ পাই আর ফুল বা ফুলগাছকে যেন কষ্ট না দিই সেই মিনতি করেছে ঘাসফুল।

০৭। **ঘাসফুল কার সাথে নিজেকে তুলনা করেছে? কীভাবে তুলনা করেছে?**
উত্তর : ঘাসফুল নিজেকে ধরার বুকের স্নেহ-কণার লাল নীল সাদা হাসি হিসেবে তুলনা করেছে।
পৃথিবীর বুকে ঘাসেরা যেন স্নেহের ছোট ছোট বিন্দু হিসেবে বেড়ে ওঠে। সে ঘাসে যে রং-বেরঙের ফুল ফোটে, তাদের দেখে যেন মনে হয় ঘাসের মুখে লেগে থাকা লাল নীল সাদা হাসির ঝলকানি।

০৮। **ফুল মানুষকে কীভাবে আনন্দ দেয়?**
উত্তর : ফুল প্রকৃতির এক বিস্ময়। এর সৌন্দর্য তুলনাহীন। ফুলের সুগন্ধে আমাদের মন ভরে যায়। ফুল তার সৌন্দর্য ও সুবাস দিয়ে মানুষকে আনন্দ দেয়।

০৯। **ঘাসফুলেরা কী শোনে?**
উত্তর : ঘাসফুলেরা রূপকথা আর নীল আকাশের বাঁশি শোনে।

১০। **ঘাসফুলেরা হাওয়াতে কী করে? আকাশে তারা ফুটলে ঘাসফুলেরা কী করে?**
উত্তর : ঘাসফুলেরা হাওয়াতে মাথা দোলায়।
আকাশে তারা ফুটলে ঘাসফুলেরা রূপকথা ও নীল আকাশের বাঁশি শুনতে শুনতে শান্ত বাতাসে দোলে।

১১। **লাল নীল সাদা হাসি বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? সূর্যের আলো ফুটে উঠলে ঘাসফুলেরা কী করে?**
উত্তর : লাল নীল সাদা হাসি বলতে ঘাসফুলদের বোঝানো হয়েছে।
সূর্যের আলো ফুটলে ঘাসফুলেরা সেই আলোতে যেন হেসে ওঠে আর মনের আনন্দে মাথা নাড়িয়ে দুলতে থাকে।

❑ **প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:**

শব্দ	অর্থ

দোলাই	–	নাড়াই।
কিরণ	–	আলো।
ধরা	–	পৃথিবী।
তারারা	–	আকাশের তারকারাজি।
ফোটে	–	প্রস্ফুটিত হয়, ফুটে ওঠে।
স্নেহ-কণা	–	মমতার পরশ।
রূপকথা	–	অসম্ভব কাল্পনিক কাহিনী।

❑ **কবিতাংশটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : ঘাসফুলেরা ঘাসের বুকে নানা রঙের হাসির আভার মতো ছড়িয়ে থাকে। সূর্যের আলোতে তারা যেন ঝকমকিয়ে হেসে ওঠে। আর আনন্দে মাথা দোলায়। আকাশে তারা ফুটলে ঘাসফুলেরা রূপকথা ও নীল আকাশের বাঁশি শুনতে শুনতে শান্ত বাতাসে দোলে। এককথায় ঘাসফুলেরা খুব আনন্দে জীবনটাকে উপভোগ করে।

১৫. মাটির নিচে যে শহর

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখ:**

০১। **মহাস্থানগড়, ময়নামতি ইত্যাদি হচ্ছে—**
ⓚ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নিদর্শন ⓚ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন
ⓖ আধুনিক নগর ⓖ ইংরেজ আমলের স্থাপত্য

০২। **লালমাই কোথায় অবস্থিত?**
ⓚ কুমিল্লায় ⓚ নরসিংদীতে ⓖ দিনাজপুরে ⓖ টাঙ্গাইলে

০৩। **খ্রিস্টপূর্ব কত শতকে গঙ্গা নদীর তীরে সুসভ্য মানুষেরা থাকত?**
ⓚ দশ থেকে নয় ⓚ নয় থেকে আট ⓖ আট থেকে সাত ⓖ সাত থেকে ছয়

০৪। **উয়ারী ও বটেশ্বর প্রকৃতপক্ষে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি—**
ⓚ নদী ⓚ গ্রাম ⓖ শহর ⓖ পাহাড়

০৫। **উয়ারী ও বটেশ্বর গ্রামে প্রায়ই কী পাওয়া যেত?**
ⓚ প্রাকৃতিক সম্পদ ⓚ প্রাচীন মানুষের কঙ্কাল ⓖ প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা ⓖ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

০৬। **১৯৫৫ সালে শ্রমিকদের ফেলে যাওয়া লৌহপিন্ডগুলো কেমন ছিল?**
ⓚ ত্রিকোণাকার ও একমুখ চোখা ⓚ একমুখ চোখা ও হালকা
ⓖ বর্গাকার ও ভারী ⓖ ত্রিকোণাকার ও হালকা

০৭। **১৯৫৬ সালে প্রাপ্ত মুদ্রাভান্ডারে কতগুলো মুদ্রা ছিল?**
ⓚ এক হাজারের মতো ⓚ দুই হাজারের মতো ⓖ তিন হাজারের মতো ⓖ চার হাজারের মতো

০৮। **কখন থেকে হাবিবুল্লাহ পাঠান উয়ারী-বটেশ্বরের নিদর্শন জাদুঘরে জমা দেন?**
ⓚ ১৯৩৩-৩৪ সালের পর থেকে ⓚ ১৯৫৫-৫৬ সালের পর থেকে
ⓖ ১৯৭৪-৭৫ সালের পর থেকে ⓖ ২০০০-২০০১ সালের পর থেকে

০৯। **২০০০ সালে উয়ারী-বটেশ্বরের খননকাজের নেতৃত্বে কে ছিলেন?**
ⓚ হানিফ পাঠান ⓚ হাবিবুল্লাহ পাঠান ⓖ সুফি মোস্তাফিজুর রহমান ⓖ জাফর ইকবাল

১০। **হানিফ পাঠান পেশায় কী ছিলেন?**
ⓚ স্কুল শিক্ষক ⓚ কলেজ শিক্ষক ⓖ মাদ্রাসা শিক্ষক ⓖ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক

১১। **জনখাঁরটেকে কিসের সন্ধান পাওয়া গেছে?**
ⓚ বৌদ্ধ পদ্মমন্দিরের ⓚ দুর্গ-নগরের ⓖ বৌদ্ধ বিহারের ⓖ প্রাচীন জাদুঘরের

১২। **উয়ারী-বটেশ্বরের প্রচুর প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করে জাদুঘরে কে জমা দেন?**
ⓚ হাসিবুল্লাহ পাঠান ⓚ হাফিজুল্লাহ পাঠান ⓖ হাবিবুল্লাহ পাঠান ⓖ শরিফুল্লাহ পাঠান

১৩। **একটি বৌদ্ধবিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে—**
ⓚ ভাষানটেকে ⓚ জানখাঁরটেকে ⓖ টেকেরহাটে ⓖ টঙ্গীরটেকে

১৪। **কোন নদীপাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল সুসভ্য মানুষজনের বসবাস?**
ⓚ বুড়িগঙ্গা ⓚ ব্রহ্মপুত্র ⓖ শীতলক্ষ্যা ⓖ মেঘনা

১৫। **ব্রহ্মপুত্র নদ বয়ে গিয়েছে কোন অঞ্চলের পাশ দিয়ে?**
ⓚ মধুপুর ⓚ ময়নামতি ⓖ পাহাড়পুর ⓖ নরসিংদী

১৬। **এই সভ্যতা প্রাচীনকালে কী নামে বিশ্বজুড়ে পরিচিত ছিল?**

ক) রূপাগড়া খ) মনগড়া গ) সোনাগড়া ঘ) সোনাঝুরি

১৭। **'সভ্য' শব্দটির অর্থ কী?**
ক) জনপদ খ) ভদ্র গ) অনুন্নত ঘ) উন্নত

১৮। **ঢাকা থেকে উয়ারী-বটেশ্বরের অবস্থান কোন দিকে?**
ক) পূর্ব দিকে খ) উত্তর দিকে গ) উত্তর-পূর্ব দিকে ঘ) উত্তর-পশ্চিম দিকে

১৯। **উয়ারী-বটেশ্বর থেকে পাওয়া নিদর্শন গবেষণা করে কী বোঝা যায়?**
ক) এখানে সভ্য মানুষদের বাস ছিল খ) মানুষের জীবনযাত্রা অনুন্নত ছিল
গ) যুদ্ধ-বিগ্রহ বেশি হতো ঘ) স্থানটি বেশি দিনের পুরনো নয়

২০। **'মূল্যবান' শব্দের অর্থ কী?**
ক) দামি খ) ভদ্র গ) রৌপ্য ঘ) প্রত্নসম্পদ

২১। **অনুচ্ছেদে মূলত কী প্রকাশিত হয়েছে?**
ক) প্রাচীন মৃৎশিল্পের পরিচিতি খ) ঐতিহাসিক স্থাপত্যের পরিচয়
গ) বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনার পরিচয় ঘ) আধুনিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে ধারণা

২২। **'প্রাচীন' শব্দের অর্থ কী?**
ক) প্রাকৃতিক খ) প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান গ) অনেক পুরাতন ঘ) উচ্চ গুণসম্পন্ন

২৩। **উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহের প্রথম প্রচেষ্টা নেওয়া হয় কত সালে?**
ক) ১৯৩৩ সালে খ) ১৯৫৫ সালে গ) ১৯৭০ সালে ঘ) ২০০০ সালে

২৪। **'খনন' শব্দের অর্থ কী?**
ক) উদ্ধার করা খ) গবেষণা করা গ) আবিষ্কার করা ঘ) গর্ত করা

২৫। **হাবিবুল্লাহ পাঠান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ করে কোথায় জমা দেন?**
ক) থানায় খ) স্কুলে গ) জাদুঘরে ঘ) চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে

২৬। **'উয়ারী' হলো একটি—**
ক) জাদুঘরের নাম খ) গ্রামের নাম গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ঘ) শহরে নাম

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ:**

০১। **ময়নামতি, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর এগুলো দূর থেকে সহজেই দেখা যায় কেন?**
উত্তর : ময়নামতি, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর এগুলো মাটির ওপর ঢিবির আকারে অবস্থিত। তাই এগুলোকে দূর থেকেও সহজে দেখা যায়।

০২। **মহাস্থানগড় ও মধুপুর গড়ের মাটি দেখে মৃত্তিকা বৈজ্ঞানিকগণ কী বলেন?**
উত্তর : মহাস্থানগড় ও মধুপুর গড়ের মাটি দেখে মৃত্তিকা বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, এ অঞ্চলের মাটি হাজার হাজার বছরের পুরনো।

০৩। **উয়ারী-বটেশ্বর স্থানটি নরসিংদীর কোন কোন উপজেলায় অবস্থিত?**
উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বর স্থানটি নরসিংদীর বেলাব ও শিবপুর উপজেলায় অবস্থিত।

০৪। **উয়ারী-বটেশ্বর রাজ্যের সাথে কাদের যোগাযোগ ছিল বলে ধারণা করা হয়?**
উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বর রাজ্যের সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে শুরু করে রোমান সাম্রাজ্যের যোগাযোগ ছিল বলে ধারণা করা হয়।

০৫। **উয়ারী-বটেশ্বর সম্পর্কে অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের মতামত কী?**
উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বর সম্পর্কে অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান মত প্রকাশ করেন, অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী এবং সঠিক পরিকল্পনায় গড়া এই সভ্যতাটি প্রাচীন কালে 'সোনাগড়া' নামে পরিচিত ছিল।

০৬। **উয়ারী-বটেশ্বর থেকে কত দূরে কোথায় বৌদ্ধ পদ্মমন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে?**
উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বর থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে শিবপুর উপজেলার মন্দির ভিটায় একটি বৌদ্ধ পদ্মমন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে।

০৭। **উয়ারী-বটেশ্বর বলে যা শোনা যায় তা আসলে কী?**
উত্তর : উয়ারী আর বটেশ্বর আসলে পাশাপাশি দুটি গ্রাম। এ স্থানসমূহের মাটি খুঁড়ে সুপ্রাচীন এক নগর-জনপদের সন্ধান পাওয়া গেছে। বর্তমানে উয়ারী-বটেশ্বর বলতে বাংলাদেশের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানকে নির্দেশ করা হয়।

০৮। **উয়ারী-বটেশ্বর ঢাকা থেকে কত কিলোমিটার দূরে অবস্থিত?**
উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বর ঢাকা থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

০৯। **উয়ারী-বটেশ্বর কোন জেলায় অবস্থিত? সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের পরিচয় লেখ।**
উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বর নরসিংদী জেলায় অবস্থিত।
সুফি মোস্তাফিজুর রহমান হলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। তাঁর নেতৃত্বে ২০০০ সালে উয়ারী-বটেশ্বরের খনন কাজ শুরু হয়।

১০। **উয়ারী-বটেশ্বরের মাটি খনন করে কী কী নিদর্শন পাওয়া গেছে?**
উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বরের মাটি খনন করে মহামূল্যবান সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন দুর্গ-নগর, ইটের স্থাপত্য, বন্দর, রাস্তা, গলি, পোড়ামাটির ফলক, মূল্যবান পাথর, পাথরের বাটখারা, কাচের পুঁতি, মুদ্রাভান্ডার ইত্যাদি।

১১। **প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলতে কী বোঝ? বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি সম্পর্কে যা জান লেখ।**

উত্তর : প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলতে আমরা বুঝি এমন একটি ঐতিহাসিক স্থানকে যেখান থেকে অনেক পুরাতন জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– সোনারগাঁ, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি ইত্যাদি।

সোনারগাঁ : সোনারগাঁ অবস্থান ঢাকা থেকে সাতাশ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণে নারায়ণগঞ্জ জেলায়। এটি মুঘল আমলের প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। এখানে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোর মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত কেল্লা, মসজিদ, পানাম নগরের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পাহাড়পুর : রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলায় অবস্থিত। এখানে পাল বংশের রাজাদের সময়ের প্রত্নস্থলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এখানকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তিটি সোমপুর মহাবিহার নামে পরিচিত।

মহাস্থানগড় : এটি খ্রিষ্টপূর্ব চার শতক থেকে পরবর্তী পনেরো শত বছরের বেশি সময়কালের বাংলার ইতিহাসের চিহ্ন বহন করে। এখানে প্রাচীন 'পুন্ড্রনগর'-এর ধ্বংসাবশেষ আছে। এটি বগুড়া শহর থেকে তেরো কি.মি. উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত। এখানকার মাটি খুঁড়ে অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে।

ময়নামতি : কুমিল্লা শহর থেকে আট কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে এর অবস্থান। এখানে অনেকগুলো প্রত্নস্থলের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ স্থানগুলোতে মিলেছে বৌদ্ধ সভ্যতার অনেক নিদর্শন। হিন্দু ও জৈন ধর্মের অনেক দেব-দেবীর মূর্তিও পাওয়া গেছে।

১২। উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কীভাবে মানুষের নজরে এলো?

উত্তর : ১৯৩৩ সালে উয়ারী গ্রামে শ্রমিকরা মাটি খনন করার সময় কিছু মুদ্রার সন্ধান পায়। স্থানীয় স্কুল শিক্ষক হানিফ পাঠান সেখান থেকে ২০-৩০টি মুদ্রা সংগ্রহ করেন।

পরবর্তীতে তাঁর ছেলে হাবিবুল্লাহ পাঠান এখান থেকে ত্রিকোণাকার ও একমুখ চোখা দুটি লৌহপিন্ড, রৌপ্যমুদ্রা ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। ১৯৭৪-৭৫ সালের পর থেকে উয়ারী-বটেশ্বরের প্রচুর নিদর্শন সংগ্রহ করে জাদুঘরে জমা দেন।

২০০০ সালে অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে খননকাজ শুরু হয়। এ সময় নানা রকম মূল্যবান প্রত্নসম্পদের সন্ধান পাওয়া যায় এবং স্থানটি বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করে।

১৩। উয়ারী-বটেশ্বর এলাকাটি বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে অবস্থিত? এই এলাকাটির প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চলে পরিণত হওয়ার পিছনে কী কারণ তা লেখ।

উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বর এলাকাটি নরসিংদী জেলার বেলাব ও শিবপুর উপজেলায় অবস্থিত। এ এলাকাটি মধুপুর গড় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

ভূমিকম্প, বন্যা-প্লাবন, নদীভাঙন ইত্যাদি নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে একটি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতিতে সময়ের সাথে সাথে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে। উয়ারী-বটেশ্বর এলাকাটিতেও একইভাবে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে সুসভ্য এই নগর-জনপদটি কালের বিবর্তনে মাটিচাপা পড়ে হারিয়ে যায়। এভাবেই এটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে পরিণত হয়েছে।

১৪। ব্রহ্মপুত্র নদ আগে কোথা দিয়ে প্রবাহিত হতো আর এখন কোথায়?

উত্তর : ব্রহ্মপুত্র নদটি ১৭৭০ সাল পর্যন্ত প্রাচীন সোনারগাঁ নগরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতো। পরবর্তীতে এর গতিপথ পরিবর্তিত হয়। বর্তমানে এটি নরসিংদী দিয়ে বয়ে চলেছে।

১৫। কোন কোন নিদর্শন থেকে উয়ারী-বটেশ্বরের সময়কাল জানা যায়?

উত্তর : ১৯৩৩ সালে উয়ারী গ্রামে শ্রমিকরা মাটি খননের সময় কিছু মুদ্রার সন্ধান পান। এ মুদ্রাগুলো ছিল বঙ্গদেশের ও ভারতের প্রাচীনতম রৌপ্যমুদ্রা। পরবর্তী সময়ে ২০০০ সালে উয়ারী-বটেশ্বরে খননকাজ শুরু হয়। এ সময় এখান থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোকে গবেষণা করে বিশেষজ্ঞদের ধারণা হয় যে মাটির নিচে থাকা এ স্থানটি প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরনো।

১৬। উয়ারী-বটেশ্বর এলাকাটি সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ যা ধারণা করেছেন তা বর্ণনা কর।

উত্তর : ঐতিহাসিকগণের ধারণা, উয়ারী-বটেশ্বরের মাটির নিচে থাকা স্থানটি প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরনো। ব্রহ্মপুত্র নদ হয়ে বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে এই জনপদের ব্যবসায় বাণিজ্য চলত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সুদূর রোমান সাম্রাজ্য পর্যন্ত 'উয়ারী-বটেশ্বর' রাজ্যের যোগাযোগ ছিল।

১৭। ১৯৩৩ সালে উয়ারী গ্রামে শ্রমিকরা মাটি খননকালে কী পায়?

উত্তর : ১৯৩৩ সালে উয়ারী গ্রামে শ্রমিকরা মাটি খননকালে একটি পাত্রে জমানো কিছু রৌপ্যমুদ্রা পায়।

১৮। উয়ারী-বটেশ্বরের নিদর্শন সংগ্রহে মোহাম্মদ হানিফ পাঠানের ভূমিকা সম্পর্কে দুটি বাক্য লেখ

উত্তর : ১। মোহাম্মদ হানিফ পাঠান ১৯৩৩ সালে উয়ারী-বটেশ্বর থেকে প্রাপ্ত রৌপ্যমুদ্রা সংরক্ষণ করেন।
২। এখানকার নির্দশন সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁর ছেলে হাবিবুল্লাহ পাঠানকে সচেতন করে তোলেন।

১৯। হাবিবুল্লাহ পাঠান তাঁর সংগ্রহ করা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন জাদুঘরে জমা দেন কেন?

উত্তর : হাবিবুল্লাহ পাঠানের সংগ্রহ করা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো বাংলার প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় বহন করে। জাদুঘরে সেগুলো রাখা হলে তা থেকে মানুষ অনেক কিছু জানতে পারবে। এই বিষয়টি বুঝেছিলেন হাবিবুল্লাহ পাঠান। তাই তিনি নিদর্শনগুলো জাদুঘরে জমা দেন।

❑ **প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:**

শব্দ		অর্থ
প্রত্নতাত্ত্বিক	–	'প্রত্ন' শব্দের অর্থ অতি পুরাতন বা প্রাচীন। এই সম্পর্কিত যে তত্ত্ব তাকে বলা হয় প্রত্নতত্ত্ব। তবে, প্রাচীনকালের জিনিসপত্র, মুদ্রা, অট্টালিকা ইত্যাদি বিচার করে এবং ইতিহাস খুঁজে যা বের করা হয় বা যেভাবে বের করা হয় তাকে বলে প্রত্নতাত্ত্বিক।
উপত্যকা	–	দুই উঁচু স্থান, পাহাড় বা পর্বতের মাঝখানের সমতল ভূমি বা নিচু ভূমি অথবা পাহাড়-পর্বতের পাশের ভূমি।
জনপদ	–	যেখানে অনেক জন-মানুষ এক সাথে বসবাস করেন, লোকালয়, শহর।
প্রাচীনতম	–	প্রাচীন হলো পুরাতন বা বহুকাল আগের কিছু। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলে 'তম' যোগ করা হয়।
অভিভূত	–	ভাবাবিষ্ট বা আচ্ছন্ন হয়ে পড়া।

নিদর্শন – প্রমাণ, চিহ্ন বা উদাহরণ।
খ্রিষ্টপূর্ব – যিশুখ্রিষ্টের জন্মের পূর্বের বছর বোঝাতে বলা হয় খ্রিষ্টপূর্ব, আর তাঁর জন্মের পরের বছরগুলোকে বলা হয় খ্রিষ্টাব্দ।
ঐতিহাসিক – যাঁরা ইতিহাস লেখেন বা ভালো জানেন। ইতিহাসে স্থান লাভের যোগ্য বা ইতিহাসভিত্তিক হলেও তাকে ঐতিহাসিক বলা হয়।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : নরসিংদী জেলায় অবস্থিত উয়ারী-বটেশ্বর বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। ২০০০ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানে নেতৃত্বে এখানে খনন কাজ শুরু হয়। এখান থেকে পাওয়া যায় অনেক মূল্যবান প্রত্নসম্পদ। এগুলো বিশ্লেষণ করে বোঝা যায়, এখানে অনেক আগে উন্নত মানুষদের বসবাস ছিল।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বর হলো পাশপাশি দুটি গ্রাম। এই দুই গ্রামে মাটি খননকালে নানা ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যেত। স্থানীয় স্কুল শিক্ষক মোহাম্মদ হানিফ পাঠান ও তাঁর ছেলে এ নিদর্শনগুলো সংগ্রহ করেন। প্রাপ্ত নির্দশনগুলো এ অঞ্চলে প্রাচীন জনপদের অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে।

১৬. শিক্ষাগুরুর মর্যাদা

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখ:**

০১। **বাদশাহর নাম কী?**
ক শাহজাহান খ আলমগীর গ আকবর ঘ বাবর

০২। **গুরুর চরণে কে পানি ঢালছিল?**
ক বাদশাহ খ শাহজাদা গ দূত ঘ শাহজাদী

০৩। **প্রাণের চেয়ে কী বড়?**
ক সম্পদ খ বাড়ি গ গাড়ি ঘ মান

০৪। **ভয় করেন না কে?**
ক শাহজাদা খ আলমগীর গ দূত ঘ মৌলবি

০৫। **"ভাবিলেন আজি নিস্তার নাহি"— কে ভাবিলেন?**
ক বাদশাহ খ শাহজাদা গ মান ঘ মৌলবি

০৬। **জাঁহাপনা কাকে সম্বোধন করে ডাকা হয়?**
ক বাদশাহকে খ দূতকে গ শাহজাদাকে ঘ কবিকে

০৭। **'শিক্ষাগুরুর মর্যাদা' কবিতার কবি কে?**
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ কাজী কাদের নওয়াজ গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ জসীম উদ্‌দীন

০৮। **বাদশাহর আচরণে উচ্ছ্বাস করলেন কে?**
ক শাহজাদা খ দূত গ মৌলবি ঘ কবি

০৯। **কখন শাহজাদা শিক্ষকের পায়ে পাণি ঢালছিল?**
ক বিকেল বেলা খ সকাল বেলা গ সন্ধ্যা বেলা ঘ দুপুর বেলা

১০। **শিক্ষক মৌলবির বাড়ি কোথায়?**
ক দিল্লি খ মুম্বাই গ কলকাতা ঘ ঢাকা

১১। **কবিতাটির সারমর্ম কী?**
ক শিক্ষকের মর্যাদা খ ছাত্রের মর্যাদা গ বাদশাহের মর্যাদা ঘ ছাত্র ও শিক্ষকের মর্যাদা

১২। **বাদশাহ আলমগীর কার কর্মে সন্তুষ্ঠ হতে পারেননি?**
ক শিক্ষকের খ সাধারণ জনগণের গ শাহজাদার ঘ দিল্লিবাসির

১৩। **শাহজাদার শিক্ষাগুরু কোন শহরের অধিবাসী ছিলেন?**
ক সৌদির খ মক্কার গ মদিনার ঘ দিল্লির

১৪। **'শিক্ষাগুরুর মর্যাদা' কবিতায় 'প্রাণের চেয়ে মান বড়' একথা উচ্চারণ করেছিলেন—**
ক বাদশাহ খ শাহজাদা গ শিক্ষক ঘ দিল্লিবাসি

১৫। **বাদশাহ কোন দেশের অধিপতি ছিলেন?**
ক দিল্লির খ রিয়াদের গ মক্কার ঘ ইসলামাবাদের

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ:**

০১। দিল্লির মৌলবি কার পুত্রকে পড়াতেন?

উত্তর : দিল্লির মৌলবি সাহেব বাদশাহ আলমগীরের পুত্রকে পড়াতেন।

০২। বাদশাহ আলমগীর কিসের অধিপতি ছিলেন?

উত্তর : বাদশাহ আলমগীর দিল্লির অধিপতি ছিলেন।

০৩। শিক্ষাগুরুর মর্যাদা কেমন ৩টি বাক্যে বুঝিয়ে বলো।

উত্তর : শিক্ষক সবার উপরে। তাঁর মর্যাদা সৃষ্টি কর্তার পরেই। শিক্ষা হলো জাতির মেরুদন্ড, আর শিক্ষক হলেন জাতির কান্ডারি।

সংক্ষেপে উত্তর দাও:

০৪। বাদশাহ আলমগীরের পুত্রকে কে পড়াতেন?

উত্তর : বাদশাহ আলমগীরের পুত্রকে পড়াতেন এক মৌলবি।

০৫। একদিন সকালে বাদশাহ কী দেখতে পেলেন?

উত্তর : একদিন সকালে বাদশাহ আলমগীর দেখতে পেলেন, রাজকুমার তার মৌলবি শিক্ষকের পায়ে পানি ঢেলে দিচ্ছে আর শিক্ষক নিজে হাত দিয়ে পা ধৌত করছেন।

০৬। বাদশাহকে দেখে শিক্ষক প্রথমে কী ভাবলেন?

উত্তর : বাদশাহকে দেখে শিক্ষক প্রথমে খানিকটা ভয় পেয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন দিলি-র শাহানশাহের পুত্রকে দিয়ে নিজ পায়ে পানি ঢালিয়েছেন এটা খুবই স্পর্ধার কাজ। এ জন্য হয়তো তিনি শাস্ড়িও পেতে পারেন।

০৭। 'প্রাণের চেয়েও মান বড়'- শিক্ষক এ কথা বললেন কেন?

উত্তর : মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। প্রতিটি মানুষের নিজস্ব মর্যাদা রয়েছে। এ মর্যাদা প্রাণের চেয়ে অনেক সময় বড় হয়ে দাঁড়ায়। আলোচ্য কবিতায় আমরা দেখি, এক শিক্ষক দিল্লির শাহানশাহের পুত্রকে দিয়ে নিজ পায়ে পানি ঢালিয়েছেন; এটা খুবই স্পর্ধার কাজ। এজন্য হয়তো তিনি শাস্তিও পেতে পারেন। কিন্তু একটু পরেই তার মাথায় অন্য ভাবনা আসলো। তিনি চিন্তা করলেন, শিক্ষক হিসেবে তাঁর মর্যাদা সবার উপরে, তাই বাদশাহকে ভয় করার কোনো কারণ নেই। বাদশাহ অন্যায়ভাবে প্রাণদন্ড দিতে চাইলেও তিনি ভীত হবেন না। কারণ প্রাণের চেয়েও সম্মান অনেক বড়।

০৮। বাদশাহ আলমগীর শিক্ষককে প্রথমে কী বললেন?

উত্তর : বাদশাহ আলমগীর মৌলবিকে রাজদরবারে ডেকে নিয়ে বললেন, জনাব আমার পুত্র আপনার কাছ থেকে ভদ্রতা বা সৌজন্য কিছুই শিখে নাই। বরং শিখেছে বেয়াদবি আর গুরুজনদের প্রতি অবহেলা। তিনি বোঝাতে চাইলেন যে, রাজকুমার নিজ হাতে শিক্ষকের পা ধুইয়ে না দিয়ে বেয়াদবি করেছে। আর এজন্য দায়ী হচ্ছেন স্বয়ং শিক্ষক।

০৯। শিক্ষক কী বলে বাদশাহর সুনাম করলেন?

উত্তর : শিক্ষক বাদশাহকে কুর্নিশ করে বলে উঠলেন, বাদশাহ আপনি অনেক মহৎ, অনেক উদার। আজ থেকে আপনি শিক্ষাগুরুর মর্যাদাকে চির উন্নত করলেন। কবির ভাষায়,

'আজ হতে চির উন্নত হলো শিক্ষাগুরুর শির
সত্যই তুমি মহান উদার বাদশাহ আলমগীর।'

১০। শিক্ষক কেন ভয় পেলেন না?

উত্তর : শিক্ষক ভয় পেলেন না কারণ তিনি জানেন যে শিক্ষকের মর্যাদা সবার উপরে।

১১। কে শিক্ষককে ডেকে নিয়ে আসলো?

উত্তর : বাদশাহর দূত শিক্ষককে ডেকে নিয়ে আসলো।

১২। শিক্ষক কেন বাদশাহকে কুর্নিশ করলেন?

উত্তর : বাদশাহর মহানুভবতা দেখে শিক্ষক তাঁকে কুর্নিশ করলেন।

১৩। কিসের চেয়ে মান বড়?

উত্তর : প্রাণের চেয়ে মান বড়।

১৪। কে মৌলবির পায়ে পানি ঢালতেছিল?

উত্তর : শাহজাদা মৌলবির পায়ে পানি ঢালতেছিল।

❑ **প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:**

শব্দ		অর্থ
কুমার	–	পুত্র, ছেলে।
শাহজাদা	–	রাজার ছেলে।

বারি	–	পানি।
চরণ	–	পা।
শির	–	মাথা।
শাহানশাহ	–	বাদশাহ, রাজা।
প্রক্ষালন	–	ধৌত করা।
কুর্নিশ	–	মাথা নিচু করে শ্রদ্ধা জানানো।

❑ **কবিতাংশটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : 'শিক্ষাগুরুর মর্যাদা' কবিতায় শিক্ষক একজন সাধারণ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও বাদশাহ আলমগীরের ছেলের দ্বারা পায়ে পানি ঢেলে নিয়েছিলেন। কিন্তু বাদশাহ আলমগীর এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। বাদশাহ আলমগীর প্রত্যাশা করেছিলেন তাঁর সন্তান পানি ঢেলে নিজ হাতে শিক্ষকের পা ধুয়ে দেবেন। বাদশাহের মতে এ শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। কিন্তু শিক্ষক শাহজাদার হাতে পানি ঢালিয়ে প্রথমে ভয় পেয়ে গেলেও শেষে তিনি এও ভাবলেন যে, শিক্ষকই সবার উপরে, শিক্ষকই শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের মর্যাদা অপরিসীম।

১৭. ভাবুক ছেলেটি

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখ:**

০১। **বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু ছেলেবেলায় কেমন ছিলেন?**
ক) ডানপিটে খ) শান্তশিষ্ট গ) দুরন্ত ঘ) কৌতূহলশূন্য

০২। **জগদীশচন্দ্রের গ্রামের নাম কী?**
ক) মহেশখালী খ) আনন্দপুর গ) রাঢ়িখাল ঘ) কোটালিপাড়া

০৩। **জগদীশচন্দ্র বসু নিচের কোন স্কুলের ছাত্র ছিলেন?**
ক) বিক্রমপুর জিলা স্কুল খ) গোপালগঞ্জ জিলা স্কুল গ) ময়মনসিংহ জিলা স্কুল ঘ) ঢাকা জিলা স্কুল

০৪। **জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতায় কোন স্কুলে পড়াশোনা করেছেন?**
ক) কলকাতা পাবলিক স্কুল খ) চিলড্রেন'স ফাউন্ডেশন স্কুল গ) ন্যাশনাল মডেল স্কুল ঘ) সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল

০৫। **জগদীশচন্দ্র বসু কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন?**
ক) ১৮৫৮ সালের ৩০এ নভেম্বর খ) ১৮৭৪ সালের ৩০এ নভেম্বর
গ) ১৮৫৮ সালের ৩০এ ডিসেম্বর ঘ) ১৮৭৪ সালের ৩০এ ডিসেম্বর

০৬। **জগদীশচন্দ্র বসুর পড়াশোনার হাতেখড়ি হয় কোথায়?**
ক) কলকাতায় খ) নিজ বাড়িতে গ) বিলেতে ঘ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

০৭। **জগদীশচন্দ্র বসু কত সালে এফএ পাস করেন?**
ক) ১৮৭৪ সালে খ) ১৮৭৮ সালে গ) ১৮৮০ সালে ঘ) ১৮৮৫ সালে

০৮। **জগদীশচন্দ্র বসু বিলেতে কী পড়তে যান?**
ক) আইন খ) ব্যবসায় প্রশাসন গ) প্রকৌশল ঘ) ডাক্তারি

০৯। **জগদীশচন্দ্র বসু কত সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছিলেন?**
ক) ১৮৮১ সালে খ) ১৮৮৫ সালে গ) ১৯৮১ সালে ঘ) ১৯৮৫ সালে

১০। **জগদীশচন্দ্র বসু কত সালে দেশে ফিরে আসেন?**
ক) ১৮৭৮ সালে খ) ১৮৮১ সালে গ) ১৮৮৩ সালে ঘ) ১৮৮৫ সালে

১১। **ইংরেজ অধ্যাপকদের তুলনায় ভারতীয় অধ্যাপকদের বেতন ছিল—**
ক) চার ভাগের এক ভাগ খ) তিন ভাগের এক ভাগ গ) চার ভাগের তিনভাগ ঘ) তিন ভাগের দুই ভাগ

১২। **জগদীশচন্দ্র বসু তিন বছর বেতন নেননি কেন?**
ক) অর্থের প্রয়োজন ছিল না বলে খ) কলেজের উন্নয়নে দান করেছিলেন
গ) বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ঘ) ছাত্রছাত্রীদের ওপর অভিমান করে

১৩। **'নাইট' উপাধি পাওয়ার পর জগদীশচন্দ্র বসুর নামের আগে কী যুক্ত হয়?**
ক) স্যার খ) মাস্টার গ) গ্রেট ঘ) নাইট

১৪। **বিজ্ঞানী অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিন জগদীশচন্দ্রকে কোথায় অধ্যাপনা করার আমন্ত্রণ জানান?**
ক) ফ্রান্সে খ) বিলেতে গ) আমেরিকায় ঘ) ভারতে

১৫। **জগদীশচন্দ্র বসুর কোন দিকটি বিজ্ঞানী অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিনকে মুগ্ধ করে?**
ক) সুন্দর আচার ব্যবহার খ) নির্ভুল চিকিৎসা গ) আকর্ষণীয় চেহারা ঘ) পান্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা

১৬। **জগদীশচন্দ্র বসু কত সালে অতিক্ষুদ্র তরঙ্গসৃষ্টি আবিষ্কার করেন?**

ক ১৮৯০ সালে খ ১৮৯৫ সালে গ ১৮৯৯ সালে ঘ ১৯০৫ সালে

১৭। **কোন কাজে জগদীশচন্দ্রের দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়?**
ক বিলেতে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানে খ বিলেতে ডাক্তারি পড়তে যাওয়ায়
গ নাইট উপাধি গ্রহণ করায় ঘ পরিবেশ-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করায়

১৮। **কোন সত্যটি প্রমাণ করে জগদীশচন্দ্র বসু বেশি পরিচিতি লাভ করেন?**
ক গাছের প্রাণ আছে খ অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি করে
গ মহাকাশে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঘ বেতার এবং টেলিভিশন আবিষ্কারের মাধ্যমে

১৯। **জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে কোন বিষয়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন?**
ক বাংলা খ পদার্থবিজ্ঞান গ ইংরেজি ঘ গণিত

২০। **জগদীশচন্দ্র বসু কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?**
ক ময়মনসিংহ খ ঢাকা গ কুমিল্লা ঘ ফরিদপুর

২১। **'জগদীশচন্দ্র বসুর প্রত্যেকটি আবিষ্কার বিজ্ঞান জগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ' কথাটি কে বলেছিলেন?**
ক বিজ্ঞানী অলিভার লজ খ বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন গ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ঘ বিজ্ঞানী গ্যালিলিও

২২। **'প্রয়োগ' শব্দের অর্থ কী?**
ক দুর্নাম খ ব্যবহার গ শিক্ষা ঘ আহ্বান

২৩। **বিজ্ঞানী অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিন জগদীশচন্দ্র বসুকে কোথায় অধ্যাপনার আমন্ত্রণ জানান?**
ক ইংল্যান্ডে খ আমেরিকায় গ জার্মানিতে ঘ ফ্রান্সে

২৪। **কোনটির কারণে আমরা টেলিভিশন দেখতে পারি?**
ক ক্রেস্কোগ্রাফ খ রিজোনাস্ট রেকর্ডার গ রাডার ঘ মাইক্রোওয়েভ

২৫। **'গবেষণা' শব্দের অর্থ কী?**
ক আবিষ্কার খ অনুসন্ধান গ শিক্ষা ঘ সফলতা

২৬। **অনুচ্ছেদে কী প্রকাশিত হয়েছে?**
ক জগদীশচন্দ্র বসুর ছেলেবেলার কথা খ জগদীশচন্দ্র বসুর বিদ্যার্জনের কথা
গ জগদীশচন্দ্র বসুর বিশ্বভ্রমণের কথা ঘ জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণা ও আবিষ্কারের কথা

২৭। **'গৌরব' শব্দের অর্থ কী?**
ক সুনাম খ বরণ গ মর্যাদা ঘ গ্রহণ

২৮। **জগদীশচন্দ্র বসুর 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' গ্রন্থটি কী ধরনের গ্রন্থ?**
ক গল্পগ্রন্থ খ বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি
গ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনি ঘ কাব্যগ্রন্থ

২৯। **স্যার জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন কেন?**
ক গবেষণা পরিচালনার জন্য খ ধর্মচর্চার জন্য
গ ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য ঘ সাহিত্য চর্চার জন্য

৩০। **অনুচ্ছেদ অনুসারে বিজ্ঞানচর্চায় স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর সফলতা কার সমতুল্য ছিল?**
ক আইনস্টাইনের খ নিউটনের গ আর্কিমিডিসের ঘ ডারউইনের

৩১। **'চর্চা শব্দের অর্থ কী?**
ক আবিষ্কার খ মর্যাদা গ অভ্যাস ঘ আহ্বান

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ:**

০১। **ভাবুক ছেলেটি আসলে কে ছিল?**
উত্তর : ভাবুক ছেলেটি আসলে ছিল বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জগদীশচন্দ্র বসু।

০২। **সে ছোট বেলায় কী কী নিয়ে ভাবত?**
উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু ছোটবেলায় গাছগাছালি নিয়ে গভীরভাবে ভাবত। গাছ ভেঙে গেলে বা তাদের কেটে ফেললে তারা ব্যথা পায় কি না এ প্রশ্ন ছিল ছেলেটির মনে। এছাড়া রোদ-বৃষ্টি, বাজ পড়ার কারণ ইত্যাদি বিষয় নিয়েও তার ভাবনা ছিল।

০৩। **সে কবে, কোথা থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল?**
উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।

০৪। **কখন থেকে তিনি 'বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু' হয়ে ওঠেন?**
উত্তর : লন্ডন থেকে বিএসসি পাস করে জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। এখানে বৈষম্য ও প্রাপ্য বেতন না দেওয়ার প্রতিবাদে দীর্ঘ তিন বছর তিনি বেতন না নিয়েই কর্তব্য পালন করেন। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার তাঁকে স্বীকৃতি দিয়ে চাকরিতে স্থায়ী করে ও তাঁর সকল বকেয়া পরিশোধ করে। তখন থেকেই তিনি হয়ে ওঠেন 'বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু'।

০৫। **কোন সত্য প্রমাণ করে তিনি বেশি পরিচিতি লাভ করেন?**
উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু সবচেয়ে বেশি পরিচিতি লাভ করেন 'গাছেরও প্রাণ আছে'- এই সত্য প্রমাণ করে।

০৬। **তাঁর বক্তৃতার সফলতা সবচেয়ে বেশি ছিল কোন বিষয়ে?**
উত্তর : প্রশ্নটি অধ্যায়-বহির্ভূত।

০৭। **বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর সফলতাকে কোন নামকরা বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?**
উত্তর : বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর সফলতাকে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও ও নিউটনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

০৮। **'পলাতক তুফান' নামে লেখাটির আগে কী নাম ছিল? তাঁর কোন বইয়ে এটি ছাপা হয়?**
উত্তর : 'পলাতক তুফান' নামে লেখাটির আগের নাম ছিল 'নিরুদ্দেশ কাহিনী'। লেখাটি স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত' নামক বইয়ে ছাপা হয়।

০৯। **অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি কী প্রতিষ্ঠা করেন?**
উত্তর : অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণের দুই বছর পর তিনি 'জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানমন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন।

১০। **'তাঁর প্রত্যেকটি আবিষ্কার বিজ্ঞান জগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ।'– এমন কথা কোন বিখ্যাত ব্যক্তি বলেছিলেন? কেন বলেছিলেন?**
উত্তর : 'তাঁর প্রত্যেকটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ'- জগদীশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে এ কথা বলেছিলেন সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কারের কারণে আজকের বেতার, টেলিভিশন, রাডারসহ বিশ্বের অধিকাংশ তথ্য আদান প্রদান হয়। তাঁর আবিষ্কার সভ্যতার যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়। তাই তাঁর আবিষ্কারে মুগ্ধ হয়ে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন উক্ত কথা বলেছেন।

১১। **জগদীশচন্দ্র বসুকে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে?**
উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসুকে ঢাকা ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে।

১২। **বর্তমানে কোন কোন ক্ষেত্রে অতিক্ষুদ্র তরঙ্গের প্রয়োগ হচ্ছে?**
উত্তর : বর্তমানে বেতার, টেলিভিশন, রাডারসহ বিশ্বের অধিকাংশ তথ্য আদান-প্রদান এবং মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে অতিক্ষুদ্র তরঙ্গের প্রয়োগ হচ্ছে।

১৩। **জগদীশচন্দ্র বসু কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?**
উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু ১৯৩৭ সালের ২৩এ নভেম্বর গিরিডিতে মৃত্যুবরণ করেন।

১৪। **'বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি' বলতে কী বোঝায়?**
উত্তর : বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি বলতে বোঝায় এমন কাহিনি, যা বিজ্ঞানকে প্রধান করে কল্পনার সাহায্য নিয়ে লেখা হয়।

১৫। **'নাইট' উপাধি কী?**
উত্তর : 'নাইট' উপাধি হলো আগের যুগে ব্রিটিশরাজের অত্যন্ত সম্মানসূচক উপাধি। এই উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের 'স্যার' বলে সম্বোধন করতে হতো।

১৬। **জগদীশচন্দ্র বসুর বাবার বাড়ি কোথায়?**
উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসুর বাবার বাড়ি বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামে।

১৭। **জগদীশচন্দ্র বসু কোন শাখায় বিএস পাস করেন?**
উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান শাখায় বিএস পাস করেন।

১৮। **জগদীশচন্দ্র বসু দীর্ঘ তিন বছর বেতন না নিয়ে কর্তব্য পালন করেন কেন?**
উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তখন দেশ ছিল পরাধীন। এ সময় একই পদে একজন ইংরেজ অধ্যাপক যে বেতন পেতেন ভারতীয়রা পেতেন তার তিন ভাগের দুই ভাগ। জগদীশচন্দ্র বসু অস্থায়ীভাবে চাকরি করছিলেন বলে তাঁর বেতনের আরও এক ভাগ কেটে রাখা হতো। এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েই দীর্ঘ তিন বছর বেতন না নিয়ে কর্তব্য পালন করেন তিনি।

১৯। **জগদীশচন্দ্র বসু বিলেতে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ পেয়েও সেখানে থাকলেন না কেন?**
উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিক। তাই বিলেতে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ পেলেও তাতে তিনি সাড়া দিলেন না। দেশের কল্যাণের জন্য নিজ দেশে ফিরে এলেন।

২০। **জগদীশচন্দ্র বসু কত সালে অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেন?**
উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু ১৯১৬ সালে অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

২১। **কত সালে জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরে আসেন?**
উত্তর : ১৮৮৫ সালে জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরে আসেন।

২২। **শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার তাঁকে কী করেছিলেন?**
উত্তর : শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার জগদীশচন্দ্রকে স্বীকৃতি দেন। এরপর সকল বকেয়া পরিশোধ করে চাকরিতে স্থায়ী করেন।

২৩। **স্যার জগদীশচন্দ্র বসুকে কারা নাইট উপাধি দেয়?**
উত্তর : স্যার জগদীশচন্দ্র বসুকে ব্রিটিশ-ভারত সরকার নাইট উপাধি দেয়।

২৪। **জগদীশচন্দ্র বসুর কর্মজীবন সম্পর্কে দুইটি বাক্য লেখ।**
উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু অধ্যাপনা করতেন। তিনি অবসর গ্রহণের পর বিজ্ঞানমন্দিরে গবেষণা পরিচালনা করতেন।

২৫। **কিসের মাধ্যমে জগদীশচন্দ্র বসু সবচেয়ে বেশি পরিচিতি লাভ করেন?**
উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু সবচেয়ে বেশি পরিচিতি লাভ করেন 'গাছেরও প্রাণ আছে'- এই সত্য প্রমাণ করে।

২৬। **১৮৯৫ সালে জগদীশচন্দ্র বসু কোন ব্যাপারে সাফল্য লাভ করেন?**
উত্তর : ১৮৯৫ সালে জগদীশচন্দ্র বসু অতিক্ষুদ্র তরঙ্গসৃষ্টি আবিষ্কার করেন। তারের সাহায্য ছাড়াই তরঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণে সাফল্য লাভ করেন।

২৭। **বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিন জগদীশচন্দ্র বসুকে কিসের আমন্ত্রণ জানান? তাঁদের আমন্ত্রণে তিনি সাড়া দেননি কেন?**

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শুনে চমৎকৃত হন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিন। তাঁরা জগদীশচন্দ্র বসুকে বিলেতে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু দেশের কল্যাণের কথা ভেবে তিনি তাঁদের আমন্ত্রণে সাড়া দেননি।

২৮। **নাইট উপাধি পাওয়ার পর জগদীশচন্দ্র বসুর নামের আগে যুক্ত হয়?**

উত্তর : নাইট উপাধি পাওয়ার পর জগদীশচন্দ্র বসুর নামের আগে 'স্যার' উপাধি যুক্ত হয়।

২৯। **বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি বলতে কী বোঝ?**

উত্তর : বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি বলতে বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পনা প্রধান লেখাকে বোঝায়। এতে বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে লেখা হলেও এর বাস্তব কোনো ভিত্তি থাকে না।

৩০। **জগদীশচন্দ্র বসু আমাদের গৌরব কেন?**

উত্তর : মহান বাঙালি বিজ্ঞানী। জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর কাজের মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে আলোর পথ দেখিয়েছেন। বিজ্ঞান গবেষণায় তাঁর কৃতিত্ব বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সাথে তুলনীয়। তাই জগদীশচন্দ্র বসু আমাদের গৌরব।

❑ **প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:**

শব্দ		অর্থ
পর্যবেক্ষণ	–	কোনো কিছু বা প্রাকৃতিক ঘটনা খেয়াল করে দেখা।
পান্ডিত্যপূর্ণ	–	জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ।
বিজয়স্তম্ভ	–	কোনো কিছু জয় করার পর যে স্তম্ভ নির্মাণ করে বিজয় ঘোষণা করা হয়।
গিরিডি	–	ভারতের ঝাড়খন্ড রাজ্যে অবস্থিত, গিরিডি জেলার প্রধান শহর। ১৮৭২ সালের আগে স্থানটি হাজারিবাগ জেলার মধ্যে ছিল।
কল্পকাহিনি	–	যে কাহিনি কল্পনা করে লেখা হয়।
বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি	–	এক প্রকার কল্পকাহিনি, যা বিজ্ঞানকে প্রধান করে লেখা হয়।
প্রবেশিকা	–	আজকের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা। সেটি পাস করলে কলেজে প্রবেশ করা যেত, তাই নাম হয়েছিল প্রবেশিকা।
এফ এ	–	আজকের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করে বিখ্যাত হয়েছেন। অল্প সময়েই তাঁর বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবিষ্কারের সফলতা দেখে চমকে যান ইউরোপের বিজ্ঞানীরা। বিলেতে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ পেলেও দেশের কল্যাণে কাজ করার সংকল্পে সে আমন্ত্রণে সাড়া দেননি তিনি।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : স্যার জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানী হিসেবে সমগ্র ভারতবর্ষের গর্ব। তিনি তাঁর বিজ্ঞান গবেষণার জন্য সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছেন। পেয়েছেন 'নাইট' উপাধি। তিনি শিশুদের জন্যও বিজ্ঞানভিত্তিক বই রচনা করেছেন। বিজ্ঞানক্ষেত্রে তাঁর সফলতা বিশ্বের বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সমতুল্য।

১৮. দুই তীরে

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখ:**

০১। **কবি কী ভালোবাসেন?**
ⓚ বালুচর ⓚ বেণুবন ⓖ জেলের ডিঙি ⓖ পাতার আচ্ছাদন

০২। **চকাচকিরা কেমন জায়গায় ঘর বাঁধে?**
ⓚ যেখানে বাঁশবন থাকে ⓚ যেখানে মানুষজনের বাস
ⓖ যেখানে জনপ্রাণী থাকে না ⓖ যেখানে ধানখেত থাকে

০৩। **কখন বিদেশি হাঁসেরা আসে?**
ⓚ গ্রীষ্মকালে ⓚ শরৎকালে ⓖ শীতকালে ⓖ বসন্তকালে

০৪। **কচ্ছপেরা বালুচরে কী করে?**
ⓚ রোদ পোহায় ⓚ বাসা বাঁধে ⓖ বৃষ্টিতে ভেজে ⓖ লুকিয়ে থাকে

০৫। **জেলের ডিঙি কখন ভিড়ে?**
ⓚ সকাল-সন্ধ্যেবেলা ⓚ শীতের দিনে ⓖ গভীর রাতে ⓖ সন্ধ্যেবেলা

০৬। **বন থেকে আসা রাস্তার দুধারে কী?**
ⓚ বটগাছ ⓚ বাঁশবাগান ⓖ কাশফুল ⓖ কেয়াফুল

০৭। **ছেলের দল কী ভাসিয়ে ভাসে?**
ⓚ নৌকা ⓚ ভেলা ⓖ ডিঙি ⓖ কলাগাছ

০৮। **নদীটি দুই তীরের মানুষদের মাঝে কী তৈরি করেছে?**
ⓚ দূরত্ব ⓚ শত্রুতা ⓖ বন্ধন ⓖ প্রতিযোগিতা

০৯। **চকাচকির ঘর কোথায়?**
ক) বেণুবনে খ) বালুচরে গ) তটের চারপাশে ঘ) গভীর বনে

১০। **'ছ্ব' যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণ নিয়ে গঠিত?**
ক) চ ও চ খ) চ ও ছ গ) চ, ছ ও র-ফলা ঘ) ট ও ছ

১১। **'তট' শব্দের অর্থ কী?**
ক) কালো মেঘ খ) নীল মেঘ গ) নদীর তীর ঘ) শ্যামল গ্রাম

১২। **'জনশূন্য স্থান' বোঝাতে কোন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে?**
ক) কাশবন খ) বেণুবন গ) বালুচর ঘ) নির্জন

১৩। **কবিতাংশে প্রকাশিত হয়েছে—**
ক) নদীর দুই তীরের সৌন্দর্য খ) নৌকায় ভ্রমণের অনুভূতি
গ) নদীতীরের মানুষের জীবনচিত্র ঘ) বাংলাদেশেরঋতুবৈচিত্র্য

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ:**

০১। **কখন, কোথায় কাশফুল ফোটে?**
উত্তর : শরৎকালে নদী তীরের চারপাশে কাশফুল ফোটে।

০২। **নদীর বালুচরে কোন কোন প্রাণীর দেখা পাওয়া যায়?**
উত্তর : নদীর বালুচরে চকাচকি, বিদেশি হাঁস, কচ্ছপ ইত্যাদি প্রাণীর দেখা পাওয়া যায়।

০৩। **বাঁকা গলির দুই ধারে বেণুবন কেমন করে থাকে?**
উত্তর : বাঁকা গলির দুই ধারে বেণুবন নিবিড়ভাবে পরস্পর জড়াজড়ি করে থাকে।

০৪। **সকাল-সন্ধ্যায় নদীর ঘাটে কী ঘটে?**
উত্তর : সকাল-সন্ধ্যা নদীর ঘাটে গ্রামের বধূরা ভিড় করে। ছেলের দল নদীতে ভেলা ভাসিয়ে ভেসে বেড়ায়।

০৫। **কোন কালে কচ্ছপেরা রৌদ্র পোহায়?**
উত্তর : শীতকালে কচ্ছপেরা রৌদ্র পোহায়।

০৬। **শরৎকালের প্রকৃতির রূপ সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখ।**
উত্তর : শরৎকালের প্রকৃতি অপরূপ রূপ ধারণ করে। এ সময় নদীতে চর জেগে ওঠে। চরে চকাচকিরা ঘর বাঁধে। চারিদিকে কাশফুল ফোটে।

০৭। **নদীর বালুচরে কী ঘটে?**
উত্তর : নদীর বালুচরে তীরের চারপাশে কাশফুল ফোটে। শরৎকালে চকাচকিরা বাসা বাঁধে। শীতের দিনে বিদেশি হাঁসেরা আসে। কচ্ছপেরা বালুচরে রোদ পোহায়। সন্ধ্যেবেলায় জেলেদের দু-একটি ডিঙি নৌকা ভিড়ে।

০৮। **ঘাটে বধূর মেলা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?**
উত্তর : নদীর ঘাটে গ্রামের বধূরা সারাদিনই নানা কাজে আসে। কেউ পানি নেয়, কেউ কাপড় ধোয়। তারা পরস্পর কথা বলে, আনন্দ করে। দেখে মনে হয় ঘাটে যেন বধূদের মেলা বসেছে।

০৯। **দুই তীরে কবিতায় ওই পারের বনটি কেমন?**
উত্তর : দুই তীরে কবিতায় নদীর ওই পারের বনটি গাছের পাতার ঘন ছায়ায় ঘেরা। বন থেকে ছোট একটি রাস্তা এসে মিশেছে নদীতে। সে রাস্তার দুই ধারে বাঁশবাগান পরস্পর জড়াজড়ি করে অবস্থান করছে।

১০। **সকাল-সন্ধ্যায় ছেলের দল কী করে?**
উত্তর : সকাল-সন্ধ্যায় ছেলের দল নদীতে ভেলা ভাসিয়ে ভেসে বেড়ায়।

১১। **তটের চারপাশে কী ফোটে?**
উত্তর : তটের চারপাশে কাশফুল ফোটে।

১২। **ওই পারের বনটি কিসে ঘেরা? বনের রাস্তাটি কেমন?**
উত্তর : নদীর ঐ পারের বনটি গাছের পাতার ঘন ছায়ায় ঘেরা। বন থেকে ছোট একটি রাস্তা এসে মিশেছে নদীতে। সে রাস্তার দুই ধারে বাঁশবাগান পরস্পর জড়াজড়ি করে অবস্থান করছে।

১৩। **নদীর বালুচরে কখন কোন পাখি দেখা যায়?**
উত্তর : নদীর বালুচরে শরৎকালে নীড় বাঁধে চকাচকিরা। আর শীতকালে দেখা মেলে নানা রকম বিদেশি হাঁসদের।

❑ **প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:**

শব্দ		অর্থ
নির্জন	–	জনশূন্য স্থান।
চকাচকি	–	হাঁসজাতীয় পাখি।
তট	–	নদীর তীর।
ডিঙি	–	এক ধরনের নৌকা।
আচ্ছাদন	–	ঢাকনি, ছাউনি।
বেণুবন	–	বাঁশ বাগান।

❑ কবিতাংশটির মূলভাব লেখ।

উত্তর : একটি নদীর দুই তীরে দুজন মানুষের বাস। একজন ভালোবাসেন তাঁর নদীর বালুচর। এখানে ফোটে কাশফুল, দেখা যায় নানা রকম পাখির আনাগোনা। আরেকজনের ভালো লাগে নদীতীরের ছায়াঘেরা বন। বাঁশবনের প্রাচীরে ঘেরা একটি রাস্তা সে বন থেকে নদীতে এসে মিশে গেছে।

১৯. বিদায় হজ

❑ সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখ:

০১। আমরা কার ইবাদত করব?
(ক) আল্লাহর (খ) রাসুলদের (গ) নবিদের (ঘ) সাহাবিদের

০২। 'জাবালে রাহমাত' কী?
(ক) নদী (খ) সাগর (গ) পাহাড় (ঘ) মালভূমি

০৩। নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) সংখক (খ) প্রসংশা (গ) মানুস (ঘ) সাক্ষী

০৪। নিচের কোন বাক্যটিতে সঠিকভাবে বিরামচিহ্নের ব্যবহার করা হয়েছে?
(ক) আমি স্কুলে যাই? (খ) বাহ, কী সুন্দর বাগান? (গ) এত মানুষ! (ঘ) তোমার নাম কী।

০৫। 'আকাশ' শব্দটির সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) পৃথিবী (খ) গগন (গ) পানি (ঘ) পর্বত

০৬। ইসলামের পঞ্চম রুকন কোনটি?
(ক) কালেমা (খ) নামাজ (গ) রোজা (ঘ) হজ

০৭। আরবি কোন মাসে হজ পালিত হয়?
(ক) রমজান (খ) রবিউল-আউয়াল (গ) যিলহজ (ঘ) যিলকাদ

০৮। হিজরি কত সালে বিদায় হজ অনুষ্ঠিত হয়?
(ক) অষ্টম হিজরি (খ) নবম হিজরি (গ) দশম হিজরি (ঘ) একাদশ হিজরি

০৯। কত খ্রিষ্টাব্দ থেকে আরবি সাল গণনা শুরু হয়?
(ক) ৫২২ খ্রিষ্টাব্দ (খ) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ (গ) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ (ঘ) ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ

১০। যারা পরের সম্পদ অপহরণ করে আল্লাহ তাদের জন্য কী রেখেছেন?
(ক) নির্মল শান্তি (খ) কঠিন শাস্তি (গ) শ্রমযুক্ত শাস্তি (ঘ) সাধারণ শাস্তি

১১। যে পাহাড়ে দাঁড়িয়ে মহানবি (স) বিদায় হজের ভাষণ দেন তার নাম—
(ক) সাফা (খ) মারওয়া (গ) জাবালে রাহমাত (ঘ) জাবালে নূর

১২। মহানবি (স)-এর কাছে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিল কোন মাসে?
(ক) সফর (খ) রমযান (গ) যিলকাদ (ঘ) যিলহজ

১৩। মহানবি (স) তাঁর উম্মতকে বিশেষভাবে মনে রাখতে বলেছেন কয়টি বিষয়?
(ক) একটি (খ) দুইটি (গ) তিনটি (ঘ) চারটি

১৪। কাবাশরিফ কোন শহরে অবস্থিত?
(ক) মক্কা (খ) মদিনা (গ) দামেস্ক (ঘ) বাগদাদ

১৫। বিদায় হজ কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
(ক) মদিনায় (খ) মক্কায় (গ) আরাফাতের ময়ানে (ঘ) জেদ্দায়

১৬। আরাফাতের ময়দানে কত লক্ষ মানুষ হজ পালন করতে আসেন?
(ক) প্রায় এক লক্ষ (খ) প্রায় দুই লক্ষ (গ) প্রায় তিন লক্ষ (ঘ) প্রায় চার লক্ষ

১৭। হযরত মুহাম্মদ (স) কাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করতে নিষেধ করেছেন?
(ক) সৈন্যদের (খ) সাহাবিদের (গ) আলেমদের (খ) ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের

১৮। মহানবি (স) কয়টি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে বললেন?
(ক) দুইটি (খ) চারটি (গ) ছয়টি (ঘ) আটটি

১৯। মহানবির (স) চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কেন?
(ক) মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য (খ) মক্কা জয়ের আনন্দে

(গ) সাহাবিদের নিয়ে হজ পালন করতে পারায় (ঘ) বিদায় হজের ভাষণে বিপুল সংখ্যক মানুষ দেখে

২০। **যিলহজ মাসের পূর্বের মাস কোনটি?**

(ক) মাহে রমজান (খ) যিলকাদ (গ) মহরম (ঘ) ছয়াল

২১। **মহানবি (স) এর বিদায় হজটি ছিল—।**

(ক) দশম হিজরি (খ) একাদশ হিজরি (গ) প্রথম হিজরি (ঘ) দ্বিতীয় হিজরি

২২। **মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) প্রথমে কার প্রশংসা করেছিলেন?**

(ক) উপস্থিত সাহাবিদের (খ) মক্কা বাসিদের (গ) মদিনা বাসিদের (ঘ) আল্লাহ তা'য়ালার

২৩। **একটি বিশেষ হাদিস হলো, 'সামান্য পাপ থেকেও নিজেকে —।'**

(ক) সরিয়ে রাখবে (খ) জড়িয়ে রাখবে (গ) সরিয়ে রাখবে না (ঘ) কোনটিই নয়

২৪। **যে পাহাড়ে দাঁড়িয়ে নবিজি শেষ ভাষণ রাখেন তা হলো—।**

(ক) তোর পাহাড় (খ) জাবালে রাহমাত (গ) নূর পাহাড় (ঘ) আরাফাত পাহাড়

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ:**

০১। **বিদায় হজটি পালিত হত কোন সনে?**

উত্তর : হিজরী সনে।

০২। **দশম হিজরীতে হজ পালনের সময় এত মানুষ দেখে নবিজির কী অনুভব হলো?**

উত্তর : দশম হিজরীর হজে নবিজি যখন দেখলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হয়েছেন। তা দেখে নবিজি আনন্দিত হলেন এবং তিনি সমবেত মানুষের উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোমরা সাক্ষী, আমি কর্তব্য পালন করেছি। বিদায়।'

০৩। **বিদায় হজে আমাদের কৃত কর্মের ব্যাপারে নবিজি কী বলেছিলেন?**

উত্তর : বিদায়ত হজে আমাদের কৃত কর্মের ব্যাপারে তিনি বলেছেন, 'মনে রেখ, একদিন তোমরা আল্লাহর কাছে হাজির হবে। পৃথিবীতে তোমরা যে কাজ করেছ, আল্লাহ তোমাদের কাছে তার হিসাব চাইবেন।'

০৪। **হিজরি কোন সালে বিদায় হজ অনুষ্ঠিত হয়?**

উত্তর : দশম হিজরিতে বিদায় হজ অনুষ্ঠিত হয়।

০৫। **আরাফাত-ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখে নবিজির (স) মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল?**

উত্তর : আরাফাতের ময়দানে এত বিপুল সংখ্যক মানুষ দেখে মহানবির (স) মন আনন্দে ভরে গেলো। এতো মানুষ! এরা সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। জাবালে রাহমাত নামক পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তিনি সমবেত মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। হজ উপলক্ষে আরাফাত ময়দানে নবিজির (স) এটিই শেষ ভাষণ। বস্তুত, আরাফাতে লাখো অনুসারীর ঢল দেখে মহানবি (স) ভীষণ খুশি হয়েছিলেন।

০৬। **মহানবি (স) তাঁর ভাষণে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী সম্পর্কে কী বলেছেন?**

উত্তর : এ সম্পর্কে মহানবি (স) বলেন, তোমাদের ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীরাও আল্লাহর বান্দা। তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করো না। তোমরা নিজেরা যা খাবে, তাদেরকেও তাই খেতে দেবে। নিজেরা যে কাপড় পরবে, তাদেরও তাই পরতে দেবে। কোনো ক্রীতদাস যদি নিজের যোগ্যতায় আমির হয়, তবে তাকে মেনে চলবে। তখন বংশ-মর্যাদার কথা বলবে না।

০৭। **ধর্ম সম্পর্কে মহানবি (স) কী উপদেশ দিয়েছেন?**

উত্তর : ধর্ম সম্পর্কে মহানবি (স) উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, 'তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। নিজের ধর্ম পালন করবে। যারা অন্য ধর্ম পালন করে তাদের ওপর তোমাদের ধর্ম চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা কর না।;

০৮। **কোন চারটি কথা নবিজি (স) বিশেষভাবে মনে রাখতে বলেছেন?**

উত্তর : মহানবি (স) নিচের চারটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে বলছেন—

১। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসরা করো না।

২। অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করো না।

৩। পরের সম্পদ অপহরণ করো না।

৪। কারো ওপর অত্যাচার করো না।

০৯। **তিনি আমাদের কাছে কোন দুইটি জিনিস রেখে গেছেন?**

উত্তর : মহানবি (স) সম্মিলিত লাখো জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমাদের কাছে আমি দুটি জিনিষ রেখে যাচ্ছি-

এক. আল্লাহর বাণী অর্থাৎ কুরআন।

দুই. আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ রাসুলের জীবনের আদর্শ।

এই দুটি তোমাদের পথ দেখাবে।

১০। **মহানবি (স) মানুষের কাছে কী পৌঁছে দিয়েছেন?**

উত্তর : মহানবি (স) মানুষের কাছে সত্য, ন্যায় ও মানবতার বাণী পৌঁছে দিয়েছেন।

১১। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) অন্তরের গভীরে কিসের আহ্বান অনুভব করলেন?

উত্তর : মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) অন্তরের গভীরে কাবার আহ্বান অনুভব করলেন।

১২। কোন পাহাড়ে দাঁড়িয়ে মহানবি (স) সমবেত মানুষের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন?

উত্তর : জাবালে রাহমাত নামক পাহাড়ে দাঁড়িয়ে মহানবি (স) সমবেত মানুষের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন।

১৩। মানবজাতি চিরদিন কার ভাষণকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে?

উত্তর : মানবজাতি চিরদিন মহানবি (স)-এর ভাষণকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে।

১৪। আল কুরআন কার বাণী?

উত্তর : আল কুরআন আল্লাহর বাণী।

১৫। কার সামনে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়েছেন?

উত্তর : নবিজি (স)-এর সামনে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়েছেন।

১৬। আরবদেশের অনেকেই তখন কোন ধর্ম গ্রহণ করেছেন?

উত্তর : আরবদেশের অনেকেই তখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

১৭। মহানবি (স) কাদেরকে সঙ্গে নিয়ে হজ পালন করার মনোভাব স্থির করলেন?

উত্তর : মহানবি (স) সাহাবিদেরকে সঙ্গে নিয়ে হজ পালন করার মনোভাব স্থির করলেন।

১৮। কোন ময়দানে বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত হয়েছিল?

উত্তর : আরাফাতের ময়দানে বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত হয়েছিল।

❑ **প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:**

শব্দ		অর্থ
হিজরি	–	আরবি সাল বা বছর।
হজ	–	বিশেষ প্রক্রিয়াসম্পন্ন ফরয ইবাদত।
মহানবি	–	হযরত মুহাম্মদ (স)।
কাবাশরিফ	–	আল্লাহর ঘর বিশেষ, যা মক্কায় অবস্থিত।
আরাফাত	–	মক্কার এক সুবিশাল ময়দান।
ভাষণ	–	বক্তব্য।
বান্দা	–	উপাসক।
আমির	–	শাসক, বাদশাহ।
উপাসনা	–	ইবাদত, আরাধনা।
ক্রীতদাস	–	কেনা গোলাম।
যিলকাদ	–	হজের মাস তথা যিলহজের পূর্বের মাস।

❑ **প্রদত্ত অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ :**

উত্তর : দশম হিজরিতে হজ সমাবেশে মহানবি (স) যখন দেখলেন যে লক্ষ লক্ষ মানুষ হজ পালনের জন্য আরাফাত ময়দানে হাজির হয়েছেন। তখন তিনি খুবই খুশি হলেন এবং আল্লাহর আহ্বানে সমবেত মানুষের উদ্দেশ্য তিনি বক্তব্য রাখেন। যা ছিল মহানবির (স) সর্বশেষ হজ। এ হজে তিনি মানবের উদ্দেশ্যে মহা মূল্যবান বক্তব্য রাখেন এবং বিদায় নেন। তাই এ হজকে বিদায় হজ এবং এ ভাষণকে বিদায় হজের ভাষণ বলা হয়।

২০. দেখে এলাম নায়াগ্রা

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখ:**

০১। কোথায় থাকতে লেখকের জলপ্রপাত দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল?

ⓚ বাংলাদেশে ⓚ কানাডায় ⓖ আমেরিকায় ⓖ ইংল্যান্ডে

০২। লেখক কানাডার যে শহরে থাকতেন তার নাম কী?

ⓚ নায়াগ্রা ⓚ অটোয়া ⓖ মন্ট্রিল ⓖ টরন্টো

০৩। কীভাবে নায়াগ্রা দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো?

ⓚ গাড়িতে চড়ে ⓚ বাসে চড়ে ⓖ জাহাজে চড়ে ⓖ বিমানে চড়ে

০৪। উন্নত দেশের রাস্তা কেমন?

ⓚ খানাখন্দে ভরা ⓖ গর্তে ভরা
ⓖ আঁকাবাঁকা ⓖ রেললাইনের মতো সোজা

০৫। লেখক যে গাড়িতে চড়ে নায়াগ্রা গেলেন সেটি ছিল—
ⓚ নিজের গাড়ি ⓚ ভাড়া করা গাড়ি ⓖ এক বন্ধুর গাড়ি ⓖ সরকারি গাড়ি

০৬। 'দেশে ফিরে কী গল্পটাই না করা যাবে!'– কিসের গল্প?
ⓚ বিশাল গাড়ির গল্প ⓚ বিদেশের রাস্তার গল্প
ⓖ কানাডায় জীবনযাপনের গল্প ⓖ নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখার গল্প

০৭। জলপ্রপাতের সাথে কোনটির মিল আছে?
ⓚ ঝর্ণার পতনের ⓚ সাগরের ঢেউয়ের ⓖ পুকুরের আকারের ⓖ পাহাড়ের চূড়ার

০৮। ওপর থেকে জলের পতন ছাড়া কোনটি হওয়া সম্ভব নয়?
ⓚ জলপ্রপাত ⓚ সমুদ্র ⓖ নদী ⓖ পুকুর

০৯। নায়াগ্রা জলপ্রপাত সৃষ্টির ঘটনাটি বিশ্ব-ভূমন্ডলে একটি—
ⓚ স্বাভাবিক ঘটনা ⓚ সাধারণ বিষয় ⓖ অবিশ্বাস্য ঘটনা ⓖ অপ্রয়োজনীয় ঘটনা

১০। খরস্রোতা নদীর মাঝখানে কতখানি চওড়া ফাটল?
ⓚ নদীর সমান ⓚ পুকুরের সমান ⓖ সাগরের সমান ⓖ খালের সমান

১১। নায়াগ্রা পাহাড় থেকে না নামলেও একে প্রপাত বলা যায় কেন?
ⓚ খরস্রোতা নদী থেকে উৎপত্তি বলে ⓚ পানির ওপর থেকে নিচে পতন হচ্ছে বলে
ⓖ নায়াগ্রার আকার অনেক বড় বলে ⓖ নায়াগ্রায় জলের পরিমাণ অনেক বেশি বলে

১২। যে ভূমি উঁচুনিচু নয় বা পাহাড়ি নয় তাকে কেমন ভূমি বলা হয়?
ⓚ খরস্রোতা ⓚ বৃক্ষ ⓖ সমতল ⓖ অসমতল

১৩। নায়াগ্রা কিসের নাম?
ⓚ মহাদেশের ⓚ মহাসাগরের ⓖ জলপ্রপাতের ⓖ ঝর্ণার

১৪। নায়াগ্রা কোথায় অবস্থিত?
ⓚ জাপান ⓚ ভারত ⓖ কানাডা ⓖ রাশিয়া

১৫। নায়াগ্রা জলপ্রপাত পড়ছে—
ⓚ পাহাড় থেকে ⓚ সমতল ভূমি থেকে ⓖ কোন উঁচু স্থান থেকে ⓖ পাহাড়ি ঢল থেকে

১৬। জলপ্রপাত দেখতে বাসে না যাবার কারণ কী?
ⓚ বাসের ভাড়া বেশি ⓚ সেখান বাস যায় না
ⓖ বাসে ইচ্ছেমতো থামা যায় না ⓖ বাসে সময় বেশি লাগে

১৭। পৃথিবীতে নায়াগ্রার তুলনায়–
ⓚ বড় আরও কয়েকটি জলপ্রপাত আছে ⓚ ছোট কোনো জলপ্রপাত নেই
ⓖ বড় কোনো জলপ্রপাত নেই ⓖ বড় কোনো ঝর্ণা নেই

১৮। 'প্রবল স্রোতবিশিষ্ট' বোঝাতে কোন শব্দটি ব্যবহার করা যায়?
ⓚ স্রোতহীন ⓚ ঝর্ণার ⓖ খরস্রোতা ⓖ পাহাড়ি

১৯। 'ফাটল' শব্দের অর্থ কী?
ⓚ বিচিত্র ⓚ ছিদ্র ⓖ প্রশস্ত ⓖ চওড়া

২০। নায়াগ্রা একেবারেই আলাদা রকমের জলপ্রপাত কেন?
ⓚ বড় জলপ্রপাত বলে ⓚ পাহাড় থেকে নেমে এসেছে বলে
ⓖ ঝর্ণার চেয়েও ছোট বলে ⓖ সমতল থেকে উৎপত্তি হয়েছে বলে

২১। অনুচ্ছেদে মূলত বলা হয়েছে–
ⓚ নায়াগ্রার বিশেষত্ব সম্পর্কে ⓚ নায়াগ্রার অবস্থান সম্পর্কে
ⓖ জলপ্রপাতের সৌন্দর্য সম্পর্কে ⓖ ভ্রমণের আনন্দ সম্পর্কে

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ:**

০১। **নায়াগ্রা যাওয়ার কথা কীভাবে উঠল?**
উত্তর : লেখক কানাডা থাকাকালীন বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছিলেন। সেখানেই কথা প্রসঙ্গে সবাই মিলে নায়াগ্রা যাওয়ার কথা উঠল।

০২। **কানাডায় দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানো সম্ভব হয় কেন?**
উত্তর : কানাডার রাস্তা মোটেই আঁকাবাঁকা নয়। বরং রেললাইনের মতো সোজা। তাই সে দেশে দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানো সম্ভব হয়।

০৩। **পাহাড়ের সাথে জলপ্রপাতের সম্পর্ক কী?**
উত্তর : পাহাড় থেকে সমতল ভূমিতে পানির পতনের মাধ্যমে জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়। তাই পাহাড় ছাড়া জলপ্রপাত হওয়া সম্ভব নয়।

০৪। **জলের ধর্ম কী?**
উত্তর : জলের ধর্ম হচ্ছে গড়িয়ে যাওয়া।

০৫। জলপ্রপাতের কথা কোথায় পড়েছ? জলপ্রপাত কী?

উত্তর : জলপ্রপাতের কথা আমি আমার বাংলা পাঠ্য বইয়ের 'দেখে এলাম নায়াগ্রা' নামক একটি ভ্রমণকাহিনিতে পড়েছি।

জলপ্রপাত বলতে বোঝায় এমন জলধারাকে যেখানে পাহাড় বা উঁচু কোনো স্থান থেকে সমতল ভূমিতে জলের পতন ঘটে। জলপ্রপাতের এই বৈশিষ্ট্যটি ঝর্ণার অনুরূপ হলেও এর আকার ঝর্ণার চেয়ে অনেক বড় হয়।

০৬। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জলপ্রপাতের নাম কী?

উত্তর : পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জলপ্রপাতের নাম নায়াগ্রা।

০৭। ঝর্ণা ও জলপ্রপাতের মধ্যে মিল ও অমিল কোথায়?

উত্তর : ঝর্ণা ও জলপ্রপাত উভয়েরই সৃষ্টি পাহাড় থেকে সমতল ভূমিতে পানির পতনের মাধ্যমে। দুইয়ের মধ্যে তফাৎ হলো জলপ্রপাতের আকার ঝর্ণার তুলনায় অনেক বড়।

০৮। জলপ্রপাত সাধারণত কী থেকে নেমে আসে? নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বিস্ময়কর বিষয়টি কী?

উত্তর : জলপ্রপাত সাধারণত পাহাড় থেকে নেমে আসে। নায়াগ্রার ক্ষেত্রে এই বিষয়ের ব্যতিক্রম দেখা যায়। সমতলের একটি খরস্রোতা নদীর পানি বিশাল ফাটলের গহ্বরে প্রবেশের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এই বিশাল প্রপাত। নায়াগ্রার এ বিষয়টিই অত্যন্ত বিস্ময়কর।

০৯। নায়াগ্রা কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : নায়াগ্রা কানাডায় অবস্থিত।

১০। নায়াগ্রা জলপ্রপাত এবং ঝর্ণার মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে লেখ?

উত্তর : নায়াগ্রা জলপ্রপাত আর ঝর্ণার মধ্যে পার্থক্য হলো—

(১) নায়াগ্রা আকারে ঝর্ণার চেয়ে অনেক বড়।

(২) ঝর্ণার উৎপত্তি হয় পাহাড় থেকে কিন্তু নায়গ্রার উৎপত্তি সমতল ভূমি থেকেই।

১১। নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বিশেষত্ব কী?

উত্তর : নায়াগ্রা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত। সাধারণত জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে নায়াগ্রা জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামেনি। সমতলের ওপর দিয়ে বয়ে চলা খরস্রোতা একটি নদীর মাঝখানে হঠাৎ ফাটল। সেই ফাটলে পানি পতিত হয়েই জলপ্রপাতটি সৃষ্টি হয়েছে। আবার ঐ ফাটলের ভেতর পানি পড়ে কোথায় যাচ্ছে তাও কেউ জানে না। এখানেই নায়াগ্রার বিশেষত্ব।

১২। নায়াগ্রার জল কোথায় যায়?

উত্তর : নায়াগ্রার জলধারা সৃষ্টি হয়েছে খরস্রোতা এক নদী থেকে। নদীটি যে মাটির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তার দুই দিকের মাটির মাঝে রয়েছে নদীর সমান চওড়া বিশাল এক ফাটল। নায়াগ্রার জল ঐ ফাটলের ভেতর চলে যায়।

১৩। 'বিশ্ব-ভূমণ্ডল বড়ই বিচিত্র'- ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : নায়াগ্রা জলপ্রপাতের সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে এখানে।

সাধারণত পাহাড় থেকে জলের পতনেই সৃষ্টি হয় জলপ্রপাতের। অথচ অবিশ্বাস্যভাবে নায়াগ্রা জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামেনি। খরস্রোতা একটি নদীর জল নদীর সমান চওড়া একটি ফাটলের গহ্বরে পতিত হয়ে নায়াগ্রার উৎপত্তি। এটি পৃথিবীর একটি অন্যতম বিস্ময়।

১৪। পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় কোনটিকে?

উত্তর : পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রা জলপ্রপাতকে।

১৫। নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর : নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বৈশিষ্ট্য হলো এটি কোনো পাহাড় থেকে নামেনি।

১৬। নায়াগ্রা জলপ্রপাত কোথা থেকে প্রবাহিত হয়?

উত্তর : নায়াগ্রা জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছে সমতলের ওপর বয়ে চলা খরস্রোতা একটি নদীর পানির পতনের ফলে। নদীটি যেখানে প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে একটি বিশাল ফাটল। পানি ঐ ফাটলের ভেতরে চলে যায়।

১৭। নায়াগ্রাকে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত বলা হয়েছে কেন?

উত্তর : নায়াগ্রাকে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত বলা হয়েছে দুটি কারণে-

১. এটি পাহাড় থেকে পানির পতনের ফলে সৃষ্টি হয়নি। সৃষ্টি হয়েছে সমতলের ওপর প্রবাহিত একটি নদীর পানির পতনের মাধ্যমে।

২. নায়াগ্রার পানি বিশাল ফাটলের গহ্বরে প্রবেশ করে কোথায় যায় তা কেউ জানে না।

❑ **প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:**

শব্দ		অর্থ
কানাডা	-	উত্তর আমেরিকা মহাদেশের একটি দেশ।
দ্রুত গতিতে	-	অত্যন্ত (খুব) তাড়াতাড়ি করে, জোরে যাওয়া।
পতন	-	নিচে পড়া।
সমতল ভূমি	-	যে জমি উঁচুনিচু নয়, পাহাড়ি নয়, তাকেই সমতল ভূমি বলে।
প্রবাহিত হওয়া	-	বয়ে চলা, গড়িয়ে গড়িয়ে চলা।
গহ্বর	-	গর্ত।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : ঝর্ণা ও জলপ্রপাতের আকারে অনেক তফাৎ থাকলেও উভয়ের সৃষ্টিই পাহাড়ের ওপর থেকে পানির পতনে। কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত নায়াগ্রা সেদিক থেকে একেবারেই আলাদা। সমতল দিয়ে বয়ে চলা একটি খরস্রোতা নদীর পানি বিশাল ফাটলের গহ্বরে পড়ার মাধ্যমে এর সৃষ্টি। সেই পানি গহ্বরে প্রবেশের পর কোথায় যায় সেটিও আরেক রহস্য।

২১. রৌদ্র লেখে জয়

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখ:**

০১। খাজনা নিতে কারা আসত?
ক) বর্গিরা খ) মুক্তিসেনারা গ) পাক হানাদাররা ঘ) রাজাকাররা

০২। হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়েছিল কারা?
ক) বর্গিরা খ) ইংরেজরা গ) মুক্তিসেনারা ঘ) আলবদররা

০৩। কাল যেখানে আঁধার ছিল আজ সেখানে কী?
ক) তমসা খ) আলো গ) গভীর অন্ধকার ঘ) কষ্ট

০৪। কত সালে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে?
ক) ১৯৪৭ সালে খ) ১৯৫২ সালে গ) ১৯৬৬ সালে ঘ) ১৯৭১ সালে

০৫। বাংলাদেশের আগের নাম কী ছিল?
ক) পূর্ব পাকিস্তান খ) পশ্চিম পাকিস্তান গ) উত্তর পাকিস্তান ঘ) দক্ষিণ পাকিস্তান

০৬। 'রৌদ্র লেখে জয়' কবিতায় দেশের মাটিকে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে?
ক) মাতৃভাষার সাথে খ) মায়ের সাথে গ) মুক্তিসেনার সাথে ঘ) মুক্তিযুদ্ধের সাথে

০৭। রৌদ্র কিসের কথা লেখে?
ক) পরাজয়ের খ) অন্ধকারের গ) জয়ের ঘ) সন্ধ্যার

০৮। 'বর্গি' শব্দের অর্থ কী?
ক) পাক হানাদার খ) মুক্তিযোদ্ধা গ) মারাঠা দস্যু ঘ) ইংরেজ

০৯। মুক্তিসেনা কারা?
ক) যারা মানুষের অর্থ লুট করেছেন খ) যারা হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন
গ) যারা হানাদারদের সাহায্য করেছেন ঘ) যারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন

১০। 'সন্ধ্যা' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
ক) সকাল খ) দুপুর গ) বিকেল ঘ) সাঁঝ

১১। পরাজয়ের কালো সন্ধ্যা দূর হয়ে কী এসেছে?
ক) জ্যোৎস্না রাত খ) আলোকিত দিন গ) অন্ধকার ভোর ঘ) জয়ের কালো সন্ধ্যা

১২। কবিতাংশে মূলত কী প্রকাশিত হয়েছে?
ক) বাংলাদেশের জাতিগত বৈচিত্র্যের কথা খ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা
গ) হানাদারদের বীরত্বের কথা ঘ) স্বাধীনতার জন্য দেশের মানুষের সংগ্রামের কথা

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ:**

০১। পায়রা কোথায় পাখা মেলে?
উত্তর : পায়রা নীল আকাশে পাখা মেলে।

০২। কাল যেখানে মন্দ ছিল আজ সেখানে কী?
উত্তর : কাল যেখানে মন্দ ছিল আজ সেখানে ভালো।

০৩। 'কাল যেখানে পরাজয়ের / কালো সন্ধ্যা হয়,
আজ সেখানে নতুন করে /রৌদ্র লেখে জয়।'— কথাটি বুঝিয়ে লেখ।
উত্তর : একসময় বাংলাদেশ ছিল পরাধীনতার শেকলে বন্দি। বিদেশি শত্রুরা নানাভাবে আমাদের ওপর শোষণ, নির্যাতন চালিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ।

০৪। স্বাধীনতা লাভের পর এ দেশের নাম কী হয়?
উত্তর : স্বাধীনতা লাভের পর এ দেশের নাম হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

০৫। 'বর্গি এল খাজনা নিতে'—কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর : 'বর্গি এল খাজনা নিতে' কথাটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, বর্গি অর্থাৎ মারাঠা দস্যুরা লুটতরাজ করে মানুষের ধনসম্পদ কেড়ে নিতে আসত।

০৬। বর্গি কারা? তারা কী করেছিল?
উত্তর : মারাঠা দস্যুরা 'বর্গি' হিসেবে পরিচিত।
বহু পূর্বে বর্গিরা বাংলার মানুষদের নানাভাবে অত্যাচার করত। তারা অন্যায়ভাবে খাজনা আদায় করত। কখনো বা হানা দিয়ে মানুষ হত্যা করত ও ধনসম্পদ লুট করত।

০৭। হানাদারদের কথা মানুষ কেন ভুলবে না?

উত্তর : হানাদাররা এদেশের মানুষের ওপর অনেক নির্যাতন চালিয়েছিল। তারা আমাদের অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছিল। এদেশের অসংখ্য নারী-পুরুষ হানাদারদের অত্যাচারে প্রাণ হারিয়েছিল। তাই হানাদারদের কথা এদেশের মানুষ ভুলবে না।

০৮। মুক্তিযোদ্ধাদের কথা মানুষ কখনো ভুলবে না কেন?

উত্তর : মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার পাকিস্তানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়েছিলেন। তাই তাঁদের কথা এ দেশের মানুষ কখনো ভুলবে না।

০৯। মুক্তিসেনারা কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল এবং কেন?

উত্তর : মুক্তিসেনারা পাকিস্তানি হানাদারদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।
পাকিস্তানি সেনারা এদেশের মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছিল। মানুষের ওপর তারা অনেক অত্যাচার চালিয়েছিল। দেশ থেকে তাদের তাড়াতেই মুক্তিসেনারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

১০। 'কাল যেখানে আঁধার ছিল আজ সেখানে আলো।'- কথাটি ব্যাখ্যা করি।

উত্তর : পাকিস্তানিদের অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ করে একসময় এ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়- এ বিষয়টিই বলা হয়েছে কথাটির মাধ্যমে। বর্গিরা এদেশের মানুষের ওপর নানাভাবে নির্যাতন চালায়। তারা যাওয়ার পর পাকিস্তানি হানাদারদের অত্যাচার শুরু হয়। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে এদেশের মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে। ফলে এদেশের বুক থেকে কালো ছায়া সরে গিয়ে আলোকিত দিনের সূচনা ঘটে।

১১। বর্গিরা কী নিতে এলো?

উত্তর : বর্গিরা খাজনা নিতে এলো।

১২। বর্গিরা কীভাবে এদেশের মানুষের ওপর অত্যাচার করত?

উত্তর : বর্গিরা নানাভাবে এদেশের মানুষের ওপর অত্যাচার চালাত। তারা এদেশের মানুষদের মেরে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে, তাদের ধনসম্পদ লুট করে পালিয়ে যেত।

১৩। মুক্তিসেনাদের কথা দেশের মানুষ ভুলবে না কেন?

উত্তর : মুক্তিসেনারা হানাদার পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এদেশকে শত্রুমুক্ত করেছেন। তাই তাঁদের কথা দেশের মানুষ কখনও ভুলবে না।

❑ **প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:**

শব্দ		অর্থ
বর্গি	–	মারাঠা দস্যু।
হানাদার	–	আক্রমণকারী।
খাজনা	–	কর বা ট্যাক্স।

❑ **কবিতাংশটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : বিভিন্ন সময়ে বাইরে থেকে শত্রুরা এসে এদেশের মানুষের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করেছে। একসময় এদেশবাসী তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণপণে লড়াই করেছেন। অবশেষে এদেশ থেকে পরাধীনতার অন্ধকার দূর হয়ে মুক্তির আলোকিত দিন এসেছে।

২২. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখ:**

০১। মওলানা ভাসানী কাদের অতি আপনজন?
ক) মেহনতি মানুষের খ) বড়লোক মানুষদের গ) অধিক বয়সী মানুষের ঘ) প্রবাসী মানুষের

০২। মওলানা ভাসানীকে কোনটি বলা হয়?
ক) অবিসংবাদিত জননেতা খ) মজলুম জননেতা গ) ধর্মীয় জননেতা ঘ) ভাসানচরের জননেতা

০৩। মওলানা ভাসানী কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?
ক) কাগমারি খ) ভাসানচর গ) ধানগড়া ঘ) সন্তোষ

০৪। মওলানা ভাসানীর জন্মসাল কোনটি?
ক) ১৮৬০ খ) ১৮৭০ গ) ১৮৮০ ঘ) ১৮৯০

০৫। ইরাক থেকে আগত পীর ভাসানীকে দেওবন্দ পাঠান কেন?
ক) শিক্ষা লাভের জন্য খ) রাজনীতি চর্চার জন্য গ) ধর্মীয় চর্চার জন্য ঘ) আন্দোলন করার জন্য

০৬। কাগমারি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় কোন বিষয়টি মওলানা ভাসানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে?
ক) নারীদের অধিকারহীনতা খ) জমিদারের অন্যায়-অবিচার
গ) পাকিস্তানিদের অত্যাচার ঘ) বাঙালির নিরক্ষরতা

০৭। জমিদারের কুনজরের কারণে মওলানা ভাসানীকে–
ক) কর্মস্থল ছাড়তে হয় খ) দেশ ছাড়তে হয় গ) ভারতবর্ষ ছাড়তে হয় ঘ) জন্মস্থান ছাড়তে হয়

০৮। কত বছর বয়সে মওলানা ভাসানী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন?
ক) বিশ বছর খ) একুশ বছর গ) বাইশ বছর ঘ) তেইশ বছর

০৯। কোন আন্দোলনে অংশ নেওয়ার কারণে মওলানা ভাসানী সতেরো মাস কারারুদ্ধ ছিলেন?
ক) ভাষা আন্দোলন খ) জমিদারি উচ্ছেদ আন্দোলন গ) ছয় দফা আন্দোলন ঘ) অসহযোগ আন্দোলন

১০। সিরাজগঞ্জের জনসভায় জমিদারদের নির্যাতনের প্রতিবাদ জানালে মওলানা ভাসানীর কী পরিণতি হয়?
ক) জন্মভূমি ত্যাগে বাধ্য হন খ) চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন
গ) কারাভোগ করতে বাধ্য হন ঘ) সহায়-সম্পত্তি হারাতে বাধ্য হন

১১। ভাসানচর কোথায় অবস্থিত?
ক) সিরাজগঞ্জে খ) কলকাতায় গ) টাঙ্গাইলে ঘ) আসামে

১২। মওলানা ভাসানী কত সালে পূর্ববাংলায় ফিরে আসেন?
ক) ১৯৪২ সালে খ) ১৯৪৭ সালে গ) ১৯৫২ সালে ঘ) ১৯৫৭ সালে

১৩। কত সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়ী হয়?
ক) ১৯৪৭ সালের খ) ১৯৫৪ সালের গ) ১৯৬২ সালের ঘ) ১৯৭০ সালের

১৪। ১৯৭০ সালের নভেম্বরে পল্টন ময়দানে দেওয়া ভাষণে ভাসানী কাদের বিষয়ে বাঙালিকে সতর্ক করেছিলেন?
ক) জমিদারদের খ) পাকিস্তানিদের গ) ব্রিটিশদের ঘ) শিল্পমালিকদের

১৫। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য মওলানা ভাসানী কোথায় যান?
ক) ভারতে খ) পাকিস্তানে গ) আমেরিকায় ঘ) ইংল্যান্ডে

১৬। মওলানা ভাসানীর মৃত্যু হয় কোথায়?
ক) ঢাকায় খ) টাঙ্গাইলে গ) আসামে ঘ) কলকাতায়

১৭। মওলানা ভাসানী সেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন তার সবই ছিল—
ক) ধর্মীয় চেতনামূলক খ) জনকল্যাণকর গ) দেশবিরোধী ঘ) শিক্ষাসংক্রান্ত

১৮। মওলানা ভাসানী চিরকাল কেমন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন?
ক) নির্যাতিত খ) অবহেলিত গ) সুখী ঘ) বড়লোক

১৯। মওলানা ভাসানী কোন পীর সাহেবের স্নেহদৃষ্টি লাভ করেন?
ক) ইরাকের খ) বাংলাদেশের গ) ভারতের ঘ) পাকিস্তানের

২০। তাঁকে কাগমারি কেন ছাড়তে হয়?
ক) গ্রামের মানুষের কারণে খ) জমিদারদের কারণে গ) ব্যবসায়ীদের কারণে ঘ) রাজনৈতিক কারণে

২১। মওলানা ভাসানী তাঁর এক ভাষণে কী বলেছেন—
ক) আমি খেটে-খাওয়া মানুষের কথা বলি খ) আমি আরামপ্রিয় মানুষের কথা বলি
গ) আমি সুখী মানুষের কথা বলি ঘ) আমি ভালো মানুষের কথা বলি

২২। মওলানা ভাসানী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে গঠন করেন–
ক) যুক্তফ্রন্ট খ) যুক্তদল গ) যুবফোরাম ঘ) যুবফ্রন্ট

২৩। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টামন্ডলীর কী ছিলেন?
ক) সদস্য খ) প্রেসিডেন্ট গ) সহকারী ঘ) কেউ নন

২৪। তিনি কোন নেতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনীতিতে যুক্ত হন?
ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী খ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
গ) শেরে বাংলা ফজলুল হক ঘ) শেখ মুজিবুর রহমান

২৫। অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–
ক) মওলানা ভাসানীর জন্মপরিচয় সম্পর্কে খ) মওলানা ভাসানীর সংগ্রামী জীবনের কথা
গ) মওলানা ভাসানীর সাধারণ জীবন যাপনের কথা ঘ) মওলানা ভাসানীর বিদ্যানুরাগের কথা

২৬। 'বিষ-নজর' শব্দের অর্থ কী?
ক) দুর্বল দৃষ্টিশক্তি খ) ক্ষোভের শিকার গ) প্রখর দৃষ্টিশক্তি ঘ) বিশেষ অনুরাগ

২৭। 'নিপীড়ন' শব্দের অর্থ কী?
ক) সহায়তা খ) শাসন গ) পলায়ন ঘ) অত্যাচার

২৮। 'টাঙ্গাইল' শব্দটির যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণ নিয়ে গঠিত?
ক) ঙ + গ খ) ড + গ গ) ঞ + গ ঘ) ন + গ

২৯। ভাসানচরের জনসভায় মওলানা ভাসানী কাদের পক্ষে কথা বলেন?
ক) শিক্ষকদের খ) কৃষকদের গ) রাজনীতিবিদদের ঘ) নারীদের

৩০। ১৯৭১ সালে কার নেতৃত্বে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়?
ক) মওলানা ভাসানীর খ) এ. কে. ফজলুল হকের
গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর

৩১। **'উপদেষ্টা' শব্দের অর্থ কী?**
ⓚ নেতা ⓚ পরামর্শদাতা ⓖ পরিচালক ⓖ প্রতিষ্ঠাতা

৩২। **মওলানা ভাসানীর টাঙ্গাইলের ঘরবাড়ি পাকিস্তানি সৈন্যরা পুড়িয়ে দেয় কেন?**
ⓚ ভাসানী মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার ছিলেন বলে ⓚ তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় বলে
ⓖ তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন বলে ⓖ তিনি ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে

৩৩। **'স্বাধীন' শব্দের অর্থ কী?**
ⓚ মুক্ত ⓚ অন্যের অধীন ⓖ যুদ্ধে বিজয়ী ⓖ নিঃসঙ্গ

৩৪। **অনুচ্ছেদটি আমাদের কী ধারণা দেয়?**
ⓚ মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে ⓚ মুক্তিযুদ্ধের সময় মওলানা ভাসানীর ভূমিকা সম্পর্কে
ⓖ মওলানা ভাসানীর শিক্ষাজীবন সম্পর্কে ⓖ দেশ গঠনে মওলানা ভাসানীর অবদান সম্পর্কে

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ:**

০১। **মওলানা ভাসানীর পিতা-মাতার নাম লেখ।**
উত্তর : মওলানা ভাসানীর পিতার নাম হাজী শরাফত আলী খান। তাঁর মাতার নাম মোসাম্মৎ মজিরন বিবি।

০২। **বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর মওলানা ভাসানী কার কাছে আশ্রয় পান?**
উত্তর : বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর মওলানা ভাসানী তাঁর এক চাচা ইব্রাহীম খানের কাছে আশ্রয় পান।

০৩। **কোথায় পড়াশোনা করতে গিয়ে মওলানা ভাসানী দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হন?**
উত্তর : ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় পড়াশোনা করতে গিয়ে মওলানা ভাসানী দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হন।

০৪। **কংগ্রেস নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের উপাধি কী ছিল?**
উত্তর : কংগ্রেস নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের উপাধি ছিল 'দেশবন্ধু'।

০৫। **মওলানা ভাসানীর প্রতিষ্ঠিত দলের নাম কী?**
উত্তর : মওলানা ভাসানীর প্রতিষ্ঠিত দলের নাম পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ।

০৬। **১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা কী ছিল?**
উত্তর : ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। যুক্তফ্রন্ট এ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়।

০৭। **ভাসানী ১৯৫৭ সালে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেন কেন?**
উত্তর : ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানী কাগমারিতে এক আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। সম্মেলনে দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতিমান মানুষ যোগ দেন। তাঁদের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরাই ছিল মওলানা ভাসানীর উদ্দেশ্য।

০৮। **পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের শাসকরা কোন কোন বিষয়ের নামে পূর্ব বাংলার মানুষকে শোষণ করছিল?**
উত্তর : পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের শাসকরা ধর্ম ও জাতীয় সংহতির নামে পূর্ববাংলার মানুষকে শোষণ করছিল।

০৯। **পাকিস্তানি সৈন্যরা মওলানা ভাসানীর বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয় কেন?**
উত্তর : মওলানা ভাসানী পাকিস্তানিদের শোষণের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাদের ব্যাপারে পূর্ববাংলার মানুষদের সতর্ক করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে অংশ নেওয়ার জন্য ভারতে যান। এসব কারণেই পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁর বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়।

১০। **মওলানা ভাসানীর জীবনযাপন কেমন ছিল?**
উত্তর : মওলানা ভাসানীর জীবনযাপন ছিল অত্যন্ত সাদামাটা ও সহজ-সরল। খুবই সাধারণ একটা বাড়িতে তিনি বাস করতেন। খেতেন সাধারণ মানুষের খাবার।

১১। **মওলানা ভাসানীকে কোথায় সমাহিত করা হয়?**
উত্তর : মওলানা ভাসানীকে সমাহিত করা হয় টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে অবস্থিত ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।

১২। **শোষণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মওলানা ভাসানী কীভাবে অত্যাচারিত হয়েছিলেন?**
উত্তর : শোষণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মওলানা ভাসানীকে নানাভাবে নির্যাতিত হতে হয়েছিল।
- জমিদারের জুলুম নির্যাতনের প্রতিবাদ করায় তাঁকে কর্মস্থল কাগমারি ছাড়তে হয়েছিল। এমনকি একপর্যায়ে জন্মভূমি ত্যাগেও বাধ্য হয়েছিলেন তিনি।
- অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সতেরো মাস তিনি কারাভোগ করেন।
- ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়।
- ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁর বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়।

১৩। **মজলুম জননেতা কে ছিলেন? কেন তাকে মজলুম জননেতা বলা হয়?**
উত্তর : মজলুম জননেতা ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।
মওলানা ভাসানী চিরকাল মজলুম অর্থাৎ নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের কথা বলেছেন। তাদের সুখে-দুঃখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের জন্য সংগ্রাম করেছেন। এজন্যই তাঁকে মজলুম জননেতা বলা হয়।

১৪। **মওলানা ভাসানী কোথায় পড়াশোনা করেন?**
উত্তর : মওলানা ভাসানী প্রথমে চাচা ইব্রাহীম খানের কাছে থেকে মাদরাসায় পড়াশোনা করেন। পরবর্তীতে ইরাক থেকে আগত এক পীর তাঁকে ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় লেখাপড়ার জন্য পাঠান।

১৫। কেন তাকে কাগমারি ছাড়তে হয়েছিল?

উত্তর : কাগমারি থাকার সময় ভাসানী জমিদারের অত্যাচার, নির্যাতন দেখতে পান। এর বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ ও সংগ্রাম শুরু করেন। জমিদার তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হন। জমিদারের কারণেই তাঁকে কাগমারি ছাড়তে হয়।

১৬। কীভাবে তাঁর নাম মওলানা ভাসানী হলো?

উত্তর : ১৯২৪ সালে মওলানা ভাসানী এক বিশাল প্রতিবাদী সমাবেশের আয়োজন করেন আসামের ধুবড়ি জেলার ভাসানচরে। এ সভায় তিনি বাঙালি কৃষকদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এ সমাজেই সাধারণ কৃষকরা তাঁকে 'ভাসানচরের মওলানা' নাম দেয়। পরে তাঁর নাম দেওয়া হয় 'ভাসানী'। তখন থেকেই তাঁর পরিচয় হয় মওলানা ভাসানী।

১৭। পল্টন ময়দানের ভাষণে তিনি যা বলেছিলেন তার বিষয়বস্তু কী?

উত্তর : পল্টন ময়দানের ঐতিহাসিক ভাষণে মওলানা ভাষণে যা বলেছিলেন তার বিষয়বস্তু হলো নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত মানুষের অধিকার আদায়।

১৮। শিক্ষার ক্ষেত্রে মওলানা ভাসানী কী অবদান রেখেছেন?

উত্তর : এ দেশের মানুষের শিক্ষার প্রসারে মওলানা ভাসানীর অনেক অবদান রয়েছে। তিনি সন্তোষে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, মহীপুরে হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজ, ঢাকায় আবুজর গিফারি কলেজ এবং টাঙ্গাইলে মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯। মওলানা ভাসানী কোথায় শিক্ষকতা শুরু করেন?

উত্তর : মওলানা ভাসানী টাঙ্গাইলের এক প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন।

২০। কোন সভায় ভাষণের জন্য মওলানা ভাসানীকে স্বদেশ ছাড়তে হয়? এরপর তিনি কোথায় যান?

উত্তর : ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে একটি সভায় ভাষণের জন্য মওলানা ভাসানীকে স্বদেশ ছাড়তে হয়। এরপর তিনি আসামের জলেশ্বরে চলে যান।

২১। অনুচ্ছেদ থেকে পাওয়া যায়, মওলানা ভাসানীর এমন দুটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : অনুচ্ছেদ থেকে পাওয়া যায়, মওলানা ভাসানীর এমন দুটি বৈশিষ্ট্য হলো—

(১) তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন প্রতিবাদী।

(২) তিনি নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট ছিলেন।

২২। মওলানা ভাসানী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য কোথায় চলে যান?

উত্তর : মওলানা ভাসানী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য ভারতে চলে যান।

২৩। মওলানা ভাসানী কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রাখেন?

উত্তর : মওলানা ভাসানী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য ভারতে চলে যান। সেখানে প্রবাসী সরকারের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য হিসেবে ভূমিকা রাখেন।

২৪। কোনো পদমর্যাদা ও মোহ মওলানা ভাসানীকে আকৃষ্ট করেনি কেন?

উত্তর : মওলানা ভাসানী ছিলেন একজন আদর্শবান মানুষ। তিনি সবসময় জনগণের পাশে থেকে তাদের সেবায় কাজ করতে চেয়েছেন। নির্লোভ মানসিকতার কারণে কোনো পদমর্যাদা ও মোহ তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি।

❑ **প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:**

শব্দ		অর্থ
নির্যাতিত	–	অন্যায়ের শিকার, নিপীড়িত।
নিপীড়িত	–	নির্যাতনের শিকার।
মজলুম	–	অত্যাচারিত, নির্যাতিত।
বিষ-নজর	–	হিংসাপূর্ণ দৃষ্টি, কুনজর।
কারারুদ্ধ	–	জেলে আটকানো।
প্রতিবাদী	–	যে কোনো উক্তির বিরুদ্ধে যারা আপত্তি জানায়।
সমাবেশ	–	একত্রে অবস্থান।
কাগমারি	–	টাঙ্গাইল জেলার একটি এলাকা।
সম্মেলন	–	জনসমাবেশ।
প্রবাসী	–	ভিন্ন দেশে যে বাস করে।
বাংলাদেশ সরকার	–	বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের শাসনভার পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ।
পদমর্যাদা	–	পদের জন্য যে সম্মান।
আত্মসমর্পণ	–	সম্পূর্ণরূপে অন্যের বশ্যতা স্বীকার।
মোহ	–	অজ্ঞান, মায়া, মূর্ছা।
অনাড়ম্বর	–	সাদাসিধা।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : মওলানা ভাসানী অত্যাচারিত, নির্যাতিত মানুষদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। তাদের অধিকার আদায়ের জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন। এ জন্য তাঁকে জন্মভূমি ছাড়তে হয়েছিল। কারাগারেও যেতে হয়েছিল। কিন্তু কোনো কিছুই তাঁকে দমাতে পারেনি। মানুষকে ভালোবেসেছিলেন বলেই তিনি মানুষের মনে জায়গা করে নিতে পেরেছেন।

২৩. শহিদ তিতুমীর

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখ:**

০১। **তিতুমীর কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?**
ক) ১৭৮০ খ) ১৭৮২ গ) ১৮৫৭ ঘ) ১৮৭৭

০২। **তিতুমীর নিচের কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?**
ক) খান বংশে খ) দেওয়ান বংশে গ) সৈয়দ বংশে ঘ) সিকদার বংশে

০৩। **শিশু তিতুমীর কেমন ছিল?**
ক) শান্ত খ) দুরন্ত গ) ঝগড়াটে ঘ) জেদি

০৪। **কেন তাঁর ডাক নাম তেতো হলো?**
ক) সে তেতুল খেতো বলে খ) তেতো ঔষধ খুশি মনে খেত বলে
গ) তেতো সব কিছুই খেত বলে ঘ) তেতো খাবার পছন্দ করতো না বলে

০৫। **তিতুমীরের সময় এদেশে রাজত্ব করত কারা?**
ক) জমিদাররা খ) রাজনৈতিক নেতারা গ) ইংরেজরা ঘ) সিপাহীরা

০৬। **তিতুমীরের গ্রামে নিচের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল?**
ক) বিদ্যালয় খ) কলেজ গ) মকতব ঘ) মাদরাসা

০৭। **তিনি অল্প বয়সে কার প্রিয় পাত্র হন?**
ক) সৈয়দ আহমদ বেরলভীর খ) হাফেজ নেয়ামত উল্লাহর গ) জমিদারের ঘ) ইংরেজদের

০৮। **সেকালে গ্রামে গ্রামে কিসের চর্চা হতো?**
ক) ডনকুস্তি আর শরীরচর্চা খ) ক্রিকেট খেলার চর্চা গ) ফুটবল খেলার চর্চা ঘ) দৌড় প্রতিযোগিতার চর্চা

০৯। **তিতুমীর কত সালে হজ পালন করতে মক্কায় যান?**
ক) ১৮২০ খ) ১৮২২ গ) ১৮৩২ ঘ) ১৮৪২

১০। **তিতুমীরকে দমন করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে কত সালে পাঠানো হয়?**
ক) ১৮২০ খ) ১৮৩০ গ) ১৮৪০ ঘ) ১৮৫০

১১। **তিতুমীরের কতজন স্বাধীনতাপ্রিয় সৈনিক ছিল?**
ক) চার-পাঁচ হাজার খ) পাঁচ-ছয় হাজার গ) ছয়-সাত হাজার ঘ) সাত-আট হাজার

১২। **ইংরেজরা কত জন সৈনিক বন্দী করল?**
ক) ১৫০ খ) ২০০ গ) ২৫০ ঘ) ৩০০

১৩। **শহিদ তিতুমীর কাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন?**
ক) দেশের মানুষের বিরুদ্ধে খ) ইংরেজদের বিরুদ্ধে
(গ) রাজার বিরুদ্ধে ঘ) হিন্দু-মুসলমানদের বিরুদ্ধে

১৪। **তিতুমীরের বাড়ির লোকজন অবাক হলো কেন?**
ক) শিশু শান্ত হওয়ায় খ) শিশু জেদি হওয়ায়
(গ) শিশু তেতো ঔষধ খাওয়ায় ঘ) শিশু দুষ্ট হওয়ায়

১৫। **তিতুমীরের জন্মের সময় পুরো ভারতবর্ষ কেমন ছিল?**
ক) স্বাধীন খ) পরাধীন গ) রাষ্ট্রপতি শাসিত ঘ) প্রধানমন্ত্রী শাসিত

১৬। **তিনি মুসলমনদের কেন আহ্বান জানালেন?**
ক) স্বাধীনতা অর্জন করতে খ) ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে
(গ) সত্যিকারের মুসলমান হতে ঘ) হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করতে

১৭। **১৮২২ সালে তিতুমীরের বয়স কত ছিল?**
ক) ২৫ বছর খ) ৩০ বছর গ) ৩৫ বছর ঘ) ৪০ বছর

১৮। **তিতুমীরের প্রকৃত নাম কী?**
ক) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী খ) সৈয়দ মীর নিসার আলী

(গ) মোঃ শামসুল হক (ঘ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম

১৯। **তিতুমীরের যখন জন্ম, তখন এদেশ কাদের অধীন ছিল?**
(ক) ফরাসিদের (খ) ডাচদের (গ) ব্রিটিশদের (ঘ) পর্তুগিজদের

২০। **মক্কায় কোন সংগ্রামী পুরুষ ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির সাথে তিতুমীরের পরিচয় হয়েছিল?**
(ক) হযরত শাহ সৈয়দ আহমদ বেরলভীর সঙ্গে (খ) হাফেজ নেয়ামত উল্লার সঙ্গে
(গ) গোলাম মাসুদের সঙ্গে (ঘ) হযরত আলী (রা) এর সঙ্গে

২১। **তিতুমীরের দুর্গের নাম কী?**
(ক) লাঠির কেল্লা (খ) লোহার কেল্লা (গ) বেতের কেল্লা (ঘ) বাঁশের কেল্লা

২২। **তিতুমীর ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে কত সালে পরাজিত করেন?**
(ক) ১৮২২ (খ) ১৮৩০ (গ) ১৮৩১ (ঘ) ১৮৩৪

২৩। **তিতুমীর ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন কেন?**
(ক) তাঁর সৈনিকদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে (খ) প্রশিক্ষিত সৈন্য ও উন্নত অস্ত্র-সস্ত্রের অভাবে
(গ) সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে (ঘ) অদূরদর্শিতার কারণে

২৪। **১৮৩১ সালে ভারতবর্ষের গর্ভনর জেনারেল ছিলেন—**
(ক) লর্ড রিপন (খ) লর্ড বেন্টিঙ্ক (গ) লর্ড ডালহৌসি (ঘ) লর্ড ম্যাউন ব্যাটেন

২৫। **কাকে শায়েস্তা করার জন্য লর্ড বেন্টিঙ্ক বিরাট সেনাবাহিনী আর গোলাবারুদ পাঠালেন?**
(ক) তিতুমীরের জন্য (খ) ক্ষুদিরামের জন্য (গ) সূর্যসেনের জন্য (ঘ) প্রীতিলতার জন্য

২৬। **তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করেন —**
(ক) ব্রড (খ) সেনাপতি (গ) স্টুয়ার্ড (ঘ) আলেকজান্ডার

২৭। **তিতুমির আর তার বীর সৈনিকরা কাদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন?**
(ক) ফারাসি বাহীনির (খ) পর্তুগিজ বাহিনীর (গ) স্প্যানিশ বহিনীর (ঘ) ইংরেজ বাহিনীর

২৮। **ইংরেজ বাহিনীর গোলার আঘাতে ছরখার হয়ে গেল নারকেলবাড়িয়ার —**
(ক) বাঁশের কেল্লা (খ) খেজুরের কেল্লা (গ) নারকেলে কেল্লা (ঘ) সুপারি কেল্লা

২৯। **তিতুমীরের কতজন সৈন্যকে ইংরেজরা ক্ষন্দি করল?**
(ক) ২৩০ (খ) ২৪০ (গ) ২৫০ (ঘ) ২৬০

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ:**

০১। **কাকে শায়েস্তা করার জন্য সেনাপতি কর্নেল স্টুয়ার্ডকে পাঠানো হলো?**
উত্তর: তিতুমীরকে শায়েস্তা করার জন্য সেনাপতি কর্নেল স্টুয়ার্ডকে পাঠানো হলো।

০২। **কীভাবে তিতুমীর শহিদ হলেন?**
উত্তর: ১৮৩১ সালের ১৯এ নভেম্বর সেনাপতি কর্নেল স্টুয়ার্ড-এর নেতৃত্বে বিরাট সেনাবহর আর গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করলেন তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা। তিতুমীর তার সীমিত সংখ্যক সৈন্য নিয়ে প্রাণপণ যুদ্ধ করেন। কিন্তু ইংরেজ সৈনিকের গোলার আঘাতে ছারখার হয়ে যায় নারকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা। শহিদ হলেন বীর তিতুমীর।

০৩। **তিতুমীর কীভাবে অমর হয়ে রইলেন এ দেশের মানুষের মনে?**
উত্তর: আজ থেকে প্রায় দুশ বছর আগে তিতুমীর পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। তাকে দমন করার জন্য সেনাপতি কর্নেল স্টুয়ার্ড-এর নেতৃত্বে বিরাট সেনাবহর ও গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করেন তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা। তিতুমীর আর তাঁর বীর সৈনিকরা প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন। কিন্তু ইংরেজ সৈনিকের গোলার আঘাতে ছারখার হয়ে যায় নারিকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা। শহিদ হলেন বীর তিতুমীর। তিতুমীরের ২৫০ জন সৈন্যকে ইংরেজরা বন্ধি করে। কাউকে দিল কারাদন্ড, আর কাউকে ফাঁসি। আর এ যুদ্ধের বীর নায়ক তিতুমীর অমর হয়ে রইলেন এদেশের মানুষের মনে।

০৪। **তিতুমীর নামটি কেমন করে হলো? তাঁর প্রকৃত নাম কী?**
উত্তর : শিশুকালে তিতুমীরের একবার কঠিন অসুখ হলো। রোগ সারানোর জন্য তাকে দেয়া হলো ভীষণ তেতো ঔষুধ। এমন তেতো ঔষুধ শিশু তো দূরের কথা বুড়োরাও মুখে নেবে না। অথচ এই ছোট্ট শিশু বেশ খুশিতেই খেল সে ঔষুধ প্রায় দশ-বারোদিন। বাড়ির লোকজন সবাই অবাক। এ কেমন শিশু, তোতো খেতে তার আনন্দ! এজন্যে ওর ডাক নাম রাখা হলে তেতো। তেতো থেকে তিতু। তাঁর সাথে মীর লাগিয়ে হলেন তিতুমীর।
তাঁর প্রকৃত নাম সৈয়দ মীর নিসার আলী।

০৫। **এ দেশকে ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত করার চিন্ড়া কেন তাঁর মনে এলো?**

উত্তর : তিতুমীরের যখন জন্ম, তখন আমাদের বাংলাদেশসহ পুরো ভারতবর্ষ ছিল পরাধীন। তখন ইংরেজরা চালাত অত্যাচার। অন্যদিকে ছিল দেশি জমিদারদের জুলুম। তিতুমীর এসব দেখতে দেখতে ১৯২২ সালে ৪০ বছর বয়সে হজ পালনের জন্য মক্কায় যান। পরিচিত হন ব্রিটিশের বিরোধী অন্যতম ব্যক্তিত্ব হযরত শাহ সৈয়দ আহমদ বেরলভীর সঙ্গে। তখন তিনি তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ডাক দেন।

০৬। হিন্দু-মুসলমান সবাইকে তিনি কী বলে একতাবদ্ধ করতে চাইলেন?

উত্তর : তিতুমীর বুঝতে পেরেছিলেন যে, দেশ থেকে অত্যাচারী ইংরেজ তাড়াতে হলে হিন্দু-মুসলিম সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্ঠা দরকার। তাই এই দুই সম্প্রদায়ের মজলুম মানুষের জন্য তিনি কাজ করতে শুরু করেন। তিনি মুসলমানদের সত্যিকার মুসলমান হতে আহ্বান জানালেন। আর হিন্দুদের বললেন অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁর কথায় সাড়া দিয়ে ব্রিটিশবিরোধী ঐক্য গড়ে তুলেন।

০৭। ইংরেজদের পাশাপাশি কারা এদেশের মানুষের ওপর অত্যাচার চালাত?

উত্তর : ইংরেজদের পাশাপাশি আমাদের দেশি জমিদাররা দেশবাসীর ওপর অত্যাচার চালাত। কারণ, জমিদাররা ছিল ইংরেজদের দালাল। তারা নিজেদের স্বার্থে ইংরেজ শাসকদের তাবেদারি করত। খাজনা আদায় করতে গিয়ে অনেক অত্যাচার, অবিচার করত।

০৮। নারকেলবাড়িয়া কোথায়? এখানে তিতুমীর কী তৈরি করলেন?

উত্তর : অবিভক্ত ভারতবর্ষের পশ্চিমবর্গের চব্বিশ পরগনা জেলায় নারকেলবাড়িয়া অবস্থিত। নারকেলবাড়িয়ায় তিতুমীর 'বাঁশের কেল্লা' তৈরি করেছিলেন।

০৯। কত খ্রিষ্টাব্দে তিতুমীরের কাছে ব্রিটিশ শক্তি পরাজিত হয়?

উত্তর : ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারের নেতৃত্বাধীন ইংরেজ বাহিনী ১৮৩০ সালে তিতুমীরের হাতে পরাজিত হন।

১০। কখন কোন ইংরেজ সেনাপতির নেতৃত্বে তিতুমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালিত হয়?

উত্তর : ১৮৩১ সালে ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার এবং ১৯৩১ সালের ১৯ নভেম্বর সেনাপতি কর্নেল স্টুয়ার্ডকে-এর নেতৃত্বে তিতুমীরের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসকের যুদ্ধ পরিচালিত হয়।

১১। তিতুমীর কীভাবে শহিদ হলেন?

উত্তর : ১৮৩০ সালের যুদ্ধে ইংরেজ সরকার পরাজয় বরণ করলেও পরে ১৮৩১ সালের ১৯এ নভেম্বর সেনাপতি কর্নেল স্টুয়ার্ডকে-এর নেতৃত্বে হাজার হাজার সৈনিক ও গোলাবারুদসহ যুদ্ধ পরিচালনা করেন তিতুমীরের বিরুদ্ধে। তিতুমীর আর তাঁর সীমিত সংখ্যক সৈনিক নিয়ে প্রাণপণ যুদ্ধ করেন। কিন্তু ইংরেজ সৈনিকদের গোলার আঘাতে ছারখান হয়ে যায় নারকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা। শহিদ হলেন তিতুমীর। ইংরেজদের হাতে বন্ধি হয় তিতুমীরের ২৫০ জন সৈনিক। কারো হয় কারাদন্ড, কারো ফাঁসি। এভাবে শেষ হলো যুদ্ধ। কিন্তু এ যুদ্ধের বীর নায়ক তিতুমীর অমর হয়ে রইলেন এ দেশের মানুষের মনে।

১২। পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রথম শহিদ কে?

উত্তর : ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রথম শহিদ সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর।

১৩। শহিদ তিতুমীর কেন অমর হয়ে আছেন?

উত্তর : আজ থেকে প্রায় পৌনে দু শ বছর আগে তিনি পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। তাঁকে দমন করার জন্য ইংরেজ বাহিনী গোলাবারুদ নিয়ে বাঁশের কেল্লায় আক্রমণ করে। তিতুমীর আর তাঁর বীর সৈনিকরা প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন। কিন্তু ইংরেজ সৈনিকদের গোলার আঘাতে ধ্বংস হয় নারকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা। শহিদ হলেন তিতুমীর। বন্দি হয় তিতুমীরের ২৫০ জন সৈনিক। পরে কারো কারাদন্ড, কারো ফাঁসি হয়। যুদ্ধ শেষ হলো। কিন্তু এ যুদ্ধের বীর নায়ক তিতুমীর অমর হয়ে রইলেন এ দেশের মানুষের হৃদয়ে।

১৪। তিতুমীর কে ছিলেন?

উত্তর : তিতুমীর একজন স্বাধীনতাকামী সাচ্চা দেশপ্রেমিক ছিলেন।

১৫। তিতুমীরের সময় ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন?

উত্তর : তিতুমীরের সময় ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক।

১৬। তিতুমীর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : তিতুমীর পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

১৭। তিতুমীর কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : তিতুমীর ১৭৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

১৮। তিতুমীর কী ভাবতেন?

উত্তর : তিতুমীর ভাবতেন কীভাবে ইংরেজদের হাত থেকে দেশের মানুষ মুক্তি পাবে।

১৯। কত সালে তিতুমীর হজ পালন করতে মক্কায় যান?

উত্তর : ১৮২২ সালে তিতুমীর হজ পালন করতে মক্কায় যান।

২০। তিতুমীরকে কেন নিজ গ্রাম ছাড়তে হয়েছিল?

উত্তর : তিতুমীরকে নিজ গ্রাম ছাড়তে হয়েছিল জমিদারদের অত্যাচারের কারণে।

২১। **তিতুমীর কাদেরকে নিয়ে বাঁশের কেল্লা তৈরি করেন?**
উত্তর : তিতুমীর হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে নিয়ে বাঁশের কেল্লা তৈরি করেন।
২২। **ইংরেজদের সাথে কারা হাত মিলায়?**
উত্তর : ইংরেজদের সাথে দেশি জমিদাররা হাত মিলায়।
২৩। **তিতুমীরের যখন জন্ম, তখন এদেশ কাদের অধীন ছিল?**
উত্তর : তিতুমীরের যখন জন্ম, তখন এদেশ ইংরেজদের অধীন ছিল।
২৪। **তিতুমীর ছোটবেলায় ডনকুস্তি আর ব্যায়াম শিখেছিলেন কেন?**
উত্তর : ইংরেজদের তাড়ানোর জন্য গায়ে শক্তি সঞ্চার করা প্রয়োজন। তাই তিতুমীর ছোটবেলায় ডনকুস্তি আর ব্যায়াম শিখেছিলেন।

❑ **প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:**

শব্দ		অর্থ
জেদি	–	একগুয়ে।
পরাধীন	–	অন্যের অধীন।
দাপট	–	প্রতাপ।
ডনকুস্তি	–	বিশেষ ধরনের কুস্তিবিদ্যা।
অসিচালনা	–	তলোয়ার চালনা।
দুর্ভেদ্য	–	যা সহজে ভেদ করা যায় না।
দুর্গ	–	প্রতিরক্ষা শিবির।
বাঁশের কেল্লা	–	বাঁশ দ্বারা নির্মিত দুর্গ।
শায়েস্তা	–	শাস্তি
অমিত তেজ	–	অসাধারণ প্রাণশক্তি
মুক্তিকামী	–	মুক্তির জন্য ব্যাকুল।

❑ **প্রদত্ত অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ :**
উত্তর : আজ থেকে প্রায় পৌনে দুশ বছর আগে তিতুমীর পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁকে দমন করার জন্য ইংরেজ বাহিনী নারকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করেন। তিতুমীর আর তাঁর বীর সৈনিকরা প্রাণপ্রণ যুদ্ধ করলেন। কিন্তু ইংরেজ বাহিনীর গোলার আঘাতে শহিদ হলেন বীর তিতুমির। ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধে বীর তিতুমীরই হলেন বাংলার প্রথম শহিদ।

২৪. অপেক্ষা

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখ:**

০১। **রুমা রুবার কী হয়?**
ⓚ বান্ধবী ⓚ খালাতো বোন ⓖ মা ⓖ আপন বোন

০২। **রুমার জন্মদিনে কোন গাছটি ফুলে ভরে ছিল?**
ⓚ গোলাপ ⓚ বেলী ⓖ শিউলি ⓖ কৃষ্ণচূড়া

০৩। **রুবার জন্মদিনে কিসের সুগন্ধে চারদিক ভরে গিয়েছিল?**
ⓚ শিউলি ফুলের ⓚ হাস্নাহেনা ফুলের ⓖ আমের বোলের ⓖ পাকা কাঁঠালের

০৪। **রুবার বয়স কত?**
ⓚ আট বছর ⓚ দশ বছর ⓖ বারো বছর ⓖ চৌদ্দ বছর

০৫। **রুবার জন্মদিনের গল্পটা কে বলেছিলেন?**
ⓚ রাহেলা বানু ⓚ জসীম মিয়া ⓖ রুবা নিজেই ⓖ রুমা

০৬। **রুমা ও রুবা বেণীর সাথে কী গেঁথে রাখে?**
ⓚ শিউলি ফুল ⓚ বুনোফুল ⓖ আমের মুকুল ⓖ গোলাপের পাপড়ি

০৭। **রুমা ও রুবা কোথায় ফুলের পাপড়ি চাপা দিয়ে রাখে?**
ⓚ বালিশের নিচে ⓚ তোশকের নিচে ⓖ খাতার ভেতর ⓖ বইয়ের ভেতর

০৮। **জসীম মিয়া বাজার থেকে কী কিনে এনেছিলেন?**
ⓚ চাল-ডাল ⓚ চিড়ে-মুড়ি ⓖ আম-কাঁঠাল ⓖ তেল-নুন

০৯। **লোকজন কোথায় বসে রেডিও শুনছিলেন?**

ক) নদীর ধারে খ) আমগাছের নিচে গ) স্কুল মাঠে ঘ) বটগাছের নিচে

১০। বিবিসির খবর শুনে লোকজন উত্তেজিত হয়ে কী বলল?
ক) এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম খ) আমাদের যুদ্ধ করতে হবে
গ) এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ঘ) গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে

১১। রুমা ও রুবা অন্য ছেলেমেয়েদের কাছে গিয়ে কিসের কথা বলে?
ক) যুদ্ধ করার কথা খ) মুক্তিযোদ্ধাদের আসার কথা
গ) বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কথা ঘ) বাবার মৃত্যুর কথা

১২। বঙ্গবন্ধু কোন তারিখের ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন?
ক) ২১শে ফেব্রুয়ারি খ) ৭ই মার্চ গ) ১৭ই এপ্রিল ঘ) ১৬ই ডিসেম্বর

১৩। জসীম শহর থেকে আসা ছেলেদের কাছ থেকে কী শিখে নেন?
ক) লেখাপড়া খ) যুদ্ধের কৌশল গ) প্রাথমিক চিকিৎসা ঘ) গাড়ি চালানো

১৪। জসীম কী গড়ে তুলছিলেন?
ক) হানাদার বাহিনী খ) রাজাকার বাহিনী গ) শান্তি বাহিনী ঘ) মুক্তিবাহিনী

১৫। জসীম কখন বাজারে গিয়েছিলেন?
ক) সকালে খ) দুপুরে গ) বিকেলে ঘ) সন্ধ্যায়

১৬। জসীমের শরীরে কোথায় বুলেট বিদ্ধ হয়েছিল?
ক) মাথায় খ) গলায় গ) বুকে ঘ) পেটে

১৭। জসীমের গায়ে কয়টি বুলেট বিদ্ধ হয়েছিল?
ক) একটি খ) দুইটি গ) পাঁচটি ঘ) অসংখ্য

১৮। জসীম কীভাবে শহিদ হয়েছিলেন?
ক) বুলেটবিদ্ধ হয়ে খ) নদীতে ডুবে গ) রাজাকারদের নির্যাতনে ঘ) ছুরিকাহত হয়ে

১৯। রাহেলা কবে জসীমের মৃত্যুর কথা জানতে পারেন?
ক) যেদিন মারা যায় খ) মৃত্যুর পরদিন গ) মৃত্যুর এক সপ্তাহ পর ঘ) মৃত্যুর কয়েক মাস পর

২০। রুমা-রুবাদের বাড়িতে আগুন লাগেনি কেন?
ক) মিলিটারিরা এত দূর আসেনি বলে খ) বড় বটগাছ ছিল বলে
গ) বাতাস কম ছিল বলে ঘ) বড় আমগাছ ছিল বলে

২১। রাহেলা বারবার জ্ঞান হারাচ্ছিলেন কেন?
ক) ঘর পুড়ে যাওয়ায় খ) মিলিটারিদের ভয়ে
গ) স্বামী হারানোর বেদনায় ঘ) গোলাগুলির শব্দ শুনে

২২। রাহেলাকে কারা সান্ত্বনা দিচ্ছিল?
ক) রুমা ও রুবা খ) মুক্তিযোদ্ধারা গ) গাঁয়ের মুরব্বিরা ঘ) গাঁয়ের মেয়েরা

২৩। যুদ্ধ বলতে রুমা কী বুঝল?
ক) মায়ের জ্ঞান হারানো খ) বাবার মরে যাওয়া গ) গাঁয়ে মিলিটারি আসা ঘ) মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলা

২৪। রাহেলা বানু ভাত রান্না করার জন্য চাল কীভাবে পেয়েছিলেন?
ক) জসীম কিনে রেখেছিলেন খ) মুক্তিযোদ্ধারা দিয়ে গিয়েছিলেন
গ) পাশের বাড়ি থেকে এনেছিলেন ঘ) বাজার থেকে কিনে এনেছিলেন

২৫। মুক্তিযোদ্ধাদের ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে ওঠে কে?
ক) রুমা খ) রুবা গ) রাহেলা ঘ) জসীম

২৬। রাহেলা দরজা খুলে দিলে ঘরে কারা দ্রুত ঢুকে পড়ে?
ক) রুমা ও রুবা খ) মুক্তিযোদ্ধারা গ) মিলিটারিরা ঘ) রাজাকাররা

২৭। মুক্তিযোদ্ধারা ঘরে ঢুকে প্রথমে কী করে?
ক) দরজা বন্ধ করে খ) ভাত খেতে বসে গ) ঘুমিয়ে নেয় ঘ) হাত মুখ ধোয়

২৮। জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের উপাধি কোনটি?
ক) বঙ্গবীর খ) বাংলার বাঘ গ) বঙ্গবন্ধু ঘ) বাংলার নেতা

২৯। দুজন মুক্তিযোদ্ধা রাহেলা বানুর বাড়িতে কেন এসেছিলেন?
ক) ভাত খেতে খ) টাকা নিতে গ) অস্ত্র লুকিয়ে রাখতে ঘ) ঘুমোতে

৩০। মুক্তিযোদ্ধারা ভাত খেয়ে কী করবে?
ক) অস্ত্র আনতে যাবে খ) ক্যাম্পে যাবে গ) নিজেদের বাড়িতে যাবে ঘ) যুদ্ধ করতে যাবে

৩১। রুমা কী ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছিল?
ক) গ্রেনেড খ) বুলেট গ) রাইফেল ঘ) পতাকা

৩২। এক সের = কত কিলোগ্রাম?

ক) ০.৮০ কিলোগ্রাম খ) ০.৯৩ কিলোগ্রাম গ) ১.৫০ কিলোগ্রাম ঘ) ৯.৩০ কিলোগ্রাম

৩৩। **ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে দুই বোন কোথায় রাখতো?**
ক) বইয়ের মধ্যে খ) বালিশের নিচে গ) কৌটার মধ্যে ঘ) খাতার মধ্যে

৩৪। **আমগাছের নিচে বসে জসীম কিসের খবর শুনছিল?**
ক) বাজারের খবর খ) যুদ্ধের খবর গ) গণহত্যার খবর ঘ) বাড়ির খবর

৩৫। **রুবা রুমার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বলে, যুদ্ধ মানে কী বুবু? রুমা দুই হাতে চোখ মুছে বলে-**
ক) বাবার মরে যাওয়া খ) মায়ের মরে যাওয়া গ) ভাই বোনের মরে যাওয়া ঘ) স্বামী মরে যাওয়া

৩৬। **কখন শিউলি ফুল ফোটে?**
ক) আশ্বিন মাসে খ) কার্তিক মাসে গ) দিনের বেলা ঘ) মাঘ মাসে

৩৭। **'অধীর' শব্দের অর্থ কী?**
ক) অপেক্ষা খ) অস্থির গ) ব্যস্ত ঘ) রাগান্বিত

৩৮। **মুক্তিযোদ্ধারা রাহেলা বানুকে কী বলে ডাকে?**
ক) খালা খ) মামি গ) মা ঘ) আপা

৩৯। **রাহেলা বানু কলসিতে চাল জমিয়ে রাখে কেন?**
ক) বিপদের দিনের জন্য খ) স্বামীর জন্য গ) মেয়ে দুটোর জন্য ঘ) মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য

৪০। **'জ্যোৎস্না' শব্দের অর্থ কী?**
ক) সকালের রোদ খ) চাঁদের আলো গ) সূর্য ঘ) চন্দ্র

৪১। **অনুচ্ছেদে প্রকাশিত হয়েছে—**
ক) মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতা খ) মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা
গ) মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ঘ) মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধের কৌশল

৪২। **রুমা-রুবা কার জন্য কাঁদে?**
ক) মায়ের জন্য খ) বাবার জন্য গ) মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ঘ) বঙ্গবন্ধুর জন্য

৪৩। **'সংগ্রাম' শব্দের অর্থ কী?**
ক) প্রতিবাদ খ) যুদ্ধ গ) স্বাধীনতা ঘ) হত্যা

৪৪। **অনুচ্ছেদে কার শহিদ হওয়ার ঘটনা রয়েছে?**
ক) রাহেলার খ) রাহেলার একটি ছেলে গ) রুমার ঘ) জসীমের

৪৫। **'গাঁ' শব্দের অর্থ কী?**
ক) গ্রাম খ) শরীর গ) শহর ঘ) দেশ

৪৬। **বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে কিসের কথা বলেন?**
ক) লেখাপড়ার শেখার খ) কৃষি কাজ করার গ) স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘ) নির্বাচন করার

❑ নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ:

০১। **রুমা ও রুবার মধ্যে কেমন টান?**
উত্তর : রুমা ও রুবা দুই বোনের মধ্যে ভীষণ টান। তারা একসঙ্গে খেলা করে। ঝগড়া করে খুবই কম।

০২। **রুমার বয়স কত?**
উত্তর : রুমার বয়স বারো বছর।

০৩। **রুমা ও রুবা বাবা-মার কপালে ফুলের পাপড়ি ছুঁইয়ে কী বলে?**
উত্তর : রুমা ও রুবা বাবার কপালে ফুলের পাপড়ি ছুঁইয়ে বলে, বাবা তোমার হাজার বছর আয়ু হোক। আর মার কপালে লাগিয়ে বলে, মা তোমার ভাতের হাঁড়ি ভরা থাকুক।

০৪। **জসীম মিয়া মেয়েদের ঢাকা পাঠাতে চান কেন?**
উত্তর : জসীম মিয়া মেয়েদের লেখাপড়া করানোর জন্য ঢাকা পাঠাতে চান।

০৫। **পাক মিলিটারিরা গ্রামে এসে কী করে?**
উত্তর : পাক মিলিটারিরা গ্রামে এসে বাজারের দোকান আর ঘরবাড়িগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। গুলি ছুড়ে মানুষ মারতে মারতে তারা সামনে এগোতে থাকে।

০৬। **রুমা-রুবাদের বাড়ি আগুনের হাত থেকে বেঁচে যায় কেন?**
উত্তর : রুমা-রুবাদের বাড়িতে ছিল বড় একটি আমগাছ। আমগাছটা ঘরের চাল আড়াল করে রেখেছিল বলে আগুন বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।

০৭। **জসীমের লাশ দেখে রাহেলা, রুমা ও রুবার কী অবস্থা হয়?**
উত্তর : জসীমের লাশ দেখে রাহেলা বারবার জ্ঞান হারাচ্ছিল। রুমা আর রুবা বাবার লাশ দেখে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যায়।

০৮। **রাহেলা বানু ও তার মেয়েরা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য কী কী জমিয়ে রাখে?**
উত্তর : রাহেলা বানু ও তার মেয়েরা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য সামান্য কিছু চাল, শুকনো লাকড়ি ইত্যাদি জমিয়ে রাখে।

০৯। **ট্রেনিংয়ের সময় জসীম মুক্তিযোদ্ধাদের কী বলেছিলেন?**

উত্তর : ট্রেনিংয়ের সময় জসীম মুক্তিযোদ্ধাদের বলেছিলেন– যদি দরকার পড়ে তাহলে মুক্তিযোদ্ধারা যেন রাহেলা বানুর কাছে সাহায্য চাইতে আসে।

১০। রুমা ও রুবা কী কোলে নিয়ে বসে থাকে?

উত্তর : রুমা ও রুবা মুক্তিযোদ্ধা দুজনের রাইফেল দুটি কোলে নিয়ে বসে থাকে।

১১। রাহেলা মুক্তিযোদ্ধা দুজনকে কী খেতে দেন?

উত্তর : রাহেলা মুক্তিযোদ্ধা দুজনকে গরম ভাত ও ডিম আলুর তরকারি খেতে দেন।

১২। মুক্তিযোদ্ধারা গপগপিয়ে খায় কেন?

উত্তর : মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বেশি সময় ছিল না। নদীর ধারে তাদের জন্য অন্য মুক্তিযোদ্ধারা অপেক্ষা করছিলেন। তাই তাঁরা গপগপ করে দ্রুত খেয়ে যায়।

১২। মুক্তিযোদ্ধা দুজন চলে যাওয়ার সময় কী করে?

উত্তর : মুক্তিযোদ্ধা দুজন চলে যাওয়ার সময় রাহেলা বানুকে সালাম করে আর রুমা-রুবার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

১৩। মুক্তিযোদ্ধারা রুমা-রুবাদের বাড়িতে এসে কী করত?

উত্তর : মুক্তিযোদ্ধারা রুমা-রুবাদের বাড়িতে এসে ভাত খেত। কখনও কখনও একটু বিশ্রাম নিত।

১৪। 'বিবিসি' কী?

উত্তর : বিবিসি হলো যুক্তরাজ্যের একটি বেতার কেন্দ্রের নাম। এর পূর্ণরূপ হচ্ছে– ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন।

১৫। গভীর রাতে রুমা-রুবাদের বাড়িতে কারা আসতেন? তাঁরা কাদের সঙ্গে লড়াই করছিলেন?

উত্তর : গভীর রাতে রুমা ও রুবাদের বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধারা আসতেন। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দখল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য তাদের সঙ্গে লড়াই করছিলেন।

১৬। লোকজন গোল হয়ে বসে কী করছিলেন? তাঁরা কী শুনতে পান?

উত্তর : লোকজন গোল হয়ে বসে রেডিওতে বিবিসির খবর শুনছিলেন। তাঁরা শুনতে পেলেন যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকায় গণহত্যা শুরু করেছে।

১৭। রুমার জন্মদিনের গল্পটি কী?

উত্তর : রুমার যেদিন জন্ম হয় সেদিন বাড়ির উঠোনের শিউলিগাছটা ফুলে ফুলে ভরে ছিল। এত ফুল একসাথে ওদের বাড়িতে কখনো ফোটেনি। ফুলের সুগন্ধে চারদিক মেতে উঠেছিল।

১৮। রুবার জন্মদিনের গল্পটি কী?

উত্তর : রুবার যেদিন জন্ম হয় সেদিন বাড়ির বাইরের আমগাছটা বোলে ভরে উঠেছিল। এত বোল এ গাছে আগে কখনো দেখা যায়নি। আমের বোলের সুবাসে চারদিক ভরে ওঠেছিল।

১৯। প্রতিদিন দুই মুঠো চাল উঠিয়ে রেখে কী লাভ হয়েছিল?

উত্তর : রাহেলা বানু দুমুঠো চাল কলসিতে জমিয়ে রাখতেন। কোনো মুক্তিযোদ্ধা যদি রাতে হঠাৎ চলে আসেন তখন তাঁকে যেন ভাত রান্না করে খাওয়াতে পারেন সেজন্যই তিনি এ কাজটি করতেন। মুক্তিযোদ্ধারা প্রায়ই তাঁর বাড়িতে এসে ভাত খেয়ে যেতেন। দুই মুঠো চাল উঠিয়ে রাখায় তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে পেরেছিলেন।

২০। গভীর রাত পর্যন্ত দুই বোন কেন জেগে থাকত?

উত্তর : রুমা ও রুবা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অপেক্ষা করত।
মুক্তিযোদ্ধারা মাঝে মাঝে সাহায্যের জন্য রুমা, রুবাদের বাড়িতে আসত। গভীর রাতে এসে তারা ভাত খেত, নয়তো একটুখানি জিরিয়ে নিত। রুমা ও রুবা সবসময় অপেক্ষায় থাকত কখন মুক্তিযোদ্ধারা আসবে। মুক্তিযোদ্ধাদের ডাক শোনার প্রতীক্ষায় তাদের চোখে ঘুম আসত না। তাই তারা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকত।

২১। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে জসীম মিয়ার পরিবারের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : জসীম মিয়া ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি মিলিটারির গুলিতে প্রাণ হারান। সহযোদ্ধাদের জসীম মিয়া বলে গিয়েছিলেন কোনো সাহায্য লাগলে তাঁর স্ত্রীর কাছে আসতে। মুক্তিযোদ্ধারা তাই জসীমের স্ত্রীর কাছে সাহায্য চায়। জসীমের স্ত্রী রাহেলা বানু ও তাঁর দুই মেয়ে রুমা ও রুবা তাদের নানাভাবে সহযোগিতা করে।

২২। "আমার মেয়েগুলোর অনেক বুদ্ধি। অনেক বড় হ মা"-"অনেক বুদ্ধি" এবং "বড় হ" বলতে তুমি কী বোঝ?

উত্তর : কথাগুলো জসীম মিয়া তাঁর দুই মেয়ে রুমা ও রুবা সম্পর্কে বলেছে। রুমা ও রুবা খুব বুদ্ধিমতি। আশেপাশের সবকিছু তারা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে ও বুঝতে চেষ্টা করে। এ কারণেই জসীম মিয়া বলেছেন যে তাঁর মেয়েদের মাথায় অনেক বুদ্ধি। জসীম মিয়া আশা করেন তার মেয়েরা মানুষের মতো মানুষ হবে। "বড় হ" বলে তিনি তাদের আশীর্বাদ করেন।

২৩। একজন মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধ করার জন্য কী কী যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা দরকার?

উত্তর : একজন মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধ করার জন্য বেশ কিছু যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। যেমন—

(১) দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি গভীর টান
(২) অস্ত্র চালনার কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান
(৩) কঠিন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা
(৪) শারীরিক শক্তি
(৫) দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার মানসিকতা
(৬) প্রখর বুদ্ধিমত্তা

২৪। দুই বোন কোথা থেকে কুঁচো চিংড়ি ধরে আনে?

উত্তর : দুই বোন ধানখেতের আলের পাশ দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া পানি থেকে কুচো চিংড়ি ধরে আনে।

২৫। রাহেলা বানু কে? মুক্তিযোদ্ধারা যে রাতে তার বাড়িতে এলো সে রাতটি কেমন ছিল?

উত্তর : রাহেলা বানু জসীমের স্ত্রী; রুমা ও রুবার মা।
মুক্তিযোদ্ধারা যে রাতে রাহেলা বানুর বাড়িতে এলো সে রাতটি ছিল বৃষ্টিহীন। আকাশে ছিল ভরা জ্যোৎস্নার আলো।

২৬। দুই বোন অধীর অপেক্ষায় থাকে কেন?

উত্তর : মুক্তিযোদ্ধারা যেকোনো সময় সাহায্যের আশায় বাড়িতে আসতে পারে। তাই দুই বোন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করে থাকে।

২৭। লোকজন বিবিসির খবরে কী শুনতে পেল?

উত্তর : লোকজন বিবিসির খবরে শুনতে পেল- ঢাকা শহরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী রাতের অন্ধকারে গণহত্যা শুরু করেছে।

২৮। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে কী বলেছিলেন?

উত্তর : বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে স্বাধীনতাযুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

২৯। জসীম কে? কারা, কীভাবে তাকে হত্যা করে?

উত্তর : 'অপেক্ষা' গল্পে জসীম হলেন রুমা ও রুবার বাবা।
জসীমদের গ্রামে পাকিস্তানি মিলিটারি এসেছিল। তারা বাজারের দোকান আর ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে আসছিল। একটি বুলেট এসে জসীমের বুকে লাগলে তিনি শহিদ হন। এভাবেই পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে প্রাণ হারান জসীম।

❑ **প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:**

শব্দ		অর্থ
খুশবু	–	সুগন্ধ।
উদগ্রীব	–	খুব আগ্রহী। ব্যগ্র।
বিবিসি	–	ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন। যুক্তরাজ্যের একটি বেতার কেন্দ্রের নাম।
গণহত্যা	–	অনেক লোককে বিনা অপরাধে মেরে ফেলা।
বঙ্গবন্ধু	–	জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের উপাধি।
ট্রেনিং	–	কোনো বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া বা নেওয়া, প্রশিক্ষণ।
গপগপিয়ে	–	গপগপ করে।
মুক্তিবাহিনী	–	শত্রুর দখল থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করেছিল যে সেনাদল।
মুক্তিযোদ্ধা	–	যিনি স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেন।
ক্যাম্প	–	সৈনিক বা যোদ্ধাদের অস্থায়ী ঘাঁটি। সেনাছাউনি।
মিলিটারি	–	সামরিক বাহিনী। গল্পে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বোঝানো হয়েছে।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের মানুষ নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিল। রাহেলা বানু ও তাঁর দুই মেয়েও তাঁদের সাহায্য করতে সদা প্রস্তুত থাকত। মুক্তিযোদ্ধারা এলে তাঁদের খাওয়াদাওয়া করাতে তারা বিভিন্ন ব্যবস্থা করে রাখে। একদিন মুক্তিযোদ্ধারা গভীর রাতে আসে তাদের বাড়িতে।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এদেশের মানুষদের নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে স্বাধীনতার সংগ্রামের ডাক দেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে জসীম যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু গ্রামে মিলিটারিরা এলে শহিদ হয় সে। জসীমের অপেক্ষা করে থাকে তার পরিবার।